ফৎওয়া সংকলন

মাসিক আত-তাহরীক

১৯তম বর্ষ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ফৎওয়া সংকলন

মাসিক আত-তাহরীক
১৯তম বর্ষ

(অক্টোবর'১৫-সেপ্টেম্বর'১৬)

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ফৎওয়া সংকলন

মাসিক আত-তাহরীক

(১৯তম বর্ষ)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৬৩

ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

مجموع فتاوي أهل الحديث/مجلة التحريك الشهرية

دار الإفتاء، مؤسسة الحديث بنغلاديش

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش للطباعة والنشر

১ম প্রকাশ

রবীউল আখের ১৪৩৮ হি.

মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

জানুয়ারী ২০১৭ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য

৮০ (আশি) টাকা মাত্র

FATWA SHONKOLON (Collection of islamic verdicts), Monthly At-Tahreek (19th year) Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org.

বিষয়সূচী (فهرس الموضوعات)

Contents

فَاسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٤٣

‘যদি তোমরা না জানো, তাহ’লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর’ *(সূরা নাহল ১৬/৪৩)*।

প্রকাশকের নিবেদন

(كلمة الناشر)

মুমিনের দৈনন্দিন জীবনের যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবে ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধান সমূহ বর্ণনা করাকে 'ফৎওয়া' (الفتوي) বলে। পবিত্র কুরআনের ৫টি সূরায় ৯টি আয়াতে 'ফৎওয়া' শব্দটি এসেছে।[১] আল্লাহ বলেন, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ 'তারা তোমার নিকট নারীদের সম্বন্ধে বিধান জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বিধান দিয়েছেন...' *(নিসা ৪/১২৭)*। তিনি আরও বলেন, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ 'লোকেরা তোমার নিকট ফৎওয়া চাচ্ছে। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহ'-র সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে ফৎওয়া দিচ্ছেন' *(নিসা ৪/১৭৬)*।

হাদীছে এসেছে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! إِنَّ لِى كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِى فِى صَيْدِهَا 'আমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কয়েকটি কুকুর রয়েছে। এক্ষণে তাদের শিকার খাওয়া যাবে কি-না, সে বিষয়ে আপনি আমাকে ফৎওয়া দিন'।... أَفْتِنِى فِى قَوْسِى 'আমার নিক্ষিপ্ত তীরের শিকার খাওয়া যাবে কি-না...। أَفْتِنِى فِى آنِيَةِ الْمَجُوسِ 'বাধ্যগত অবস্থায় মজূসীদের পাত্রে খাওয়া যাবে কি-না... *(আবুদাঊদ হা/২৮৫৭)*। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র আলোকে অসংখ্য ফৎওয়া প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম, তাবে তাবেঈন এবং খলীফাদের আমলে ফৎওয়া প্রদান অব্যাহত ছিল। উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ফৎওয়ার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাবে এটাই স্বাভাবিক।

মাসিক আত-তাহরীক ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তার যাত্রার শুরু হ'তে 'প্রশ্নোত্তর' কলামে নিয়মিতভাবে ফৎওয়া প্রদান করে আসছে।

---

১. নিসা ৪/১২৭, ১৭৬; ইউসুফ ১২/৪১, ৪৩, ৪৬; কাহফ ১৮/২২; নমল ২৭/৩২; ছাফফাত ৩৭/১১, ১৪৯।

পত্রিকাটি তার নীতি অনুযায়ী সর্বদা পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ফৎওয়া দিয়ে থাকে।

আত-তাহরীক বিনা দলীলে কোন ফৎওয়া দেয় না। পাশাপাশি জাল ও যঈফ হাদীছ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে গিয়েছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল' *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮, আব্দুল্লাহ বিন 'আমর হ'তে)*।

'আত-তাহরীক' ১ম সংখ্যা মাত্র ৩টি ফৎওয়া দিয়ে শুরু হয়। অতঃপর বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০০৩ সালের জানুয়ারী থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে ৪০টি করে প্রশ্নোত্তর দেওয়া হচ্ছে। যার সংখ্যা পুনরুল্লেখ সহ জানুয়ারী'১৭ পর্যন্ত মোট ৮৩১০টিতে উন্নীত হয়েছে।

শুরুতে আত-তাহরীক এর কোন ফৎওয়া বোর্ড ছিল না। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব পরে ফৎওয়া বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটির বৈঠকে 'দারুল ইফতা' নামে ৮ সদস্য বিশিষ্ট ফৎওয়া বোর্ড গঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রথম গঠিত ফৎওয়া বোর্ডের সদস্যদের অনেকেই এখন সদস্য নেই। অনেকেই মারা গেছেন। বর্তমানে অনেকে বিদেশে থেকেও তাদের নিকট কেন্দ্র থেকে প্রেরিত ফৎওয়া সমূহের উত্তর লিখে তারা ই-মেইলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এভাবে বর্তমানে ৭ সদস্য বিশিষ্ট ফৎওয়া বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এতদ্ব্যতীত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগে'র গবেষণা সহকারীগণ সার্বিকভাবে ফৎওয়া বোর্ডকে সহযোগিতা করে থাকেন। যা ২০১০ সালের ১লা ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*।

ফৎওয়া দানের নীতিমালা :

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর 'দারুল ইফতা' কর্তৃক ১৯৯৮ সালের ৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে ফৎওয়া দানের নিম্নোক্ত নীতিমালা গৃহীত হয়।-

Contents

(১) প্রথমে পবিত্র কুরআন, অতঃপর যেকোন পর্যায়ের ছহীহ হাদীছ সমস্যা সমাধানের মূল ভিত্তি হবে। আক্বায়েদ, আহকাম ও ফাযায়েল কোন বিষয়ে যঈফ হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

(২) একই বিষয়ে অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হাদীছের বদলে স্পষ্ট ও বিস্তারিত হাদীছ গৃহীত হবে।

(৩) সার্বিক প্রচেষ্টার পরও কোন সমস্যা সমাধানে ছহীহ হাদীছ না পাওয়া গেলে ইজমায়ে ছাহাবা অথবা খুলাফায়ে রাশেদীনের ঐক্যমত থেকে দলীল নিতে হবে।

(৪) সর্বদা প্রকাশ্য অর্থ ও উদ্দেশ্য গ্রহণ করতে হবে এবং বিনা দলীলে গৌণ বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষেত্রে তাক্বলীদপন্থী ফক্বীহ ও কট্টরপন্থী যাহেরী উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে হবে।

(৫) যদি কোন বিষয়ে কুরআন, হাদীছ বা ছাহাবায়ে কেরামের আছার কিংবা বিগত যুগের কোন নযীর স্পষ্টভাবে না পাওয়া যায়, তখন কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাধারণ নির্দেশ, ইশারা ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করে নিরপেক্ষ জ্ঞান, বাস্তবতা ও দূরদর্শিতা যেটাকে সঠিক মনে করে ও হৃদয়কে শীতল করে, সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সর্বদা সকল বিষয়ে ছহীহ হাদীছের নিকটবর্তী সিদ্ধান্তের নীতি অনুসরণ করতে হবে।

(৬) সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সর্বদা বিগত যুগের আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের গৃহীত নীতিমালাকে সামনে রাখতে হবে।

(৭) বিগত যুগের ওলামায়ে মুহাদ্দেছীন এবং আহলে সুন্নাতের প্রথম যুগের মুজতাহেদীনে কেরামের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সেগুলি নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে হবে এবং নির্দিষ্টভাবে কোন একজনের মাযহাবের তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না।

(৮) যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াবে অহি-র বিধানকে সর্বোত্তম হিসাবে পেশ করতে হবে এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানকে অহি-র অনুকূলে ব্যাখ্যাকারী হিসাবে গণ্য করতে হবে।

(৯) ইজতেহাদী কোন বিষয়ে 'দারুল ইফতা'-র সদস্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে অধিকাংশের সম্মতির উপর সিদ্ধান্ত হবে। তবে যখনই ছহীহ

হাদীছ পাওয়া যাবে, তখনই ইজতিহাদ বাতিল হবে ও দারুল ইফতা তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে।

(১০) ফৎওয়া দানের সময় প্রচলিত প্রথা, সংখ্যাধিক্যের ভীতি, সরকারী চাপ, নিজস্ব অভ্যাস এবং সকল প্রকার আবেগ ও বাড়াবাড়ি হ'তে মুক্ত থাকতে হবে।

(১১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে 'ফৎওয়া' শব্দটিকে সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। সে কারণ অহি ভিত্তিক সমাধান হিসাবে ফৎওয়াকে সম্মান করতে হবে এবং ফৎওয়া দানের ব্যাপারে সর্বাধিক তাক্বওয়া ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বেদলীল রায় ও ক্বিয়াসের অনুসরণ করা চলবে না' *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস পৃ. ১৩৪-৩৫; আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? পৃ. ২৩)*।

আত-তাহরীকে প্রকাশিত ফৎওয়াসমূহ পৃথকভাবে সংকলন আকারে প্রকাশ করার বিষয়টি ছিল পাঠকদের বহুদিনের চাহিদা। কিন্তু নানা ব্যস্ততায় এতদিন তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এক্ষণে ১৯তম বর্ষের ৪৮০টি ফৎওয়া নিয়েই আমাদের 'ফৎওয়া সংকলন'-এর যাত্রা শুরু হ'ল। এরপর থেকে পিছনের বর্ষ সমূহের ফৎওয়াগুলি নিয়মিতভাবে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হবে *ইনশাআল্লাহ*।

সংকলিত ফৎওয়াগুলি সাধ্যমত বিশুদ্ধ করা হয়েছে। এরপরেও আমাদের ভুল থাকবে। পাঠকদের নিকট কোন ভুল ধরা পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর দারুল ইফতা-র সাবেক ও বর্তমান সদস্যগণ এবং গবেষণা বিভাগ ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

পরিশেষে আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা। অতঃপর তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের প্রতি রইল অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী
৩১শে জানুয়ারী ২০১৭, শনিবার।

-প্রকাশক

সৃষ্টিজগৎ

১. আমরা জানি যে, আল্লাহ তা'আলা ১৮ হাযার মাখলূক্বাত সৃষ্টি করেছেন। একথার কোন দলীল আছে কি?

উত্তর : মাখলূক্বাতের কোন পরিসংখ্যান কুরআন ও হাদীছে নেই। তবে সালাফে ছালেহীন এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। যেমন মুক্বাতিল বলেন, মাখলূক্বাতের সংখ্যা ৮০ হাযার। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর মতে ৪০ হাযার, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রহঃ)-এর মতে ১৮ হাযার প্রভৃতি। কা'ব আল-আহবারের মতে, আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই *(ইবনু কাছীর ১/২৬, তাফসীর সূরা ফাতেহা 'রব্বুল আলামীন'-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। মূলতঃ উক্ত বর্ণনাগুলি থেকে অধিক সংখ্যক মাখলূক্বাতের কথাই বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে নে'মত দান করেছেন তা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না' *(নাহল ১৬/১৮)*। অতএব মাখলূক্বাতের সংখ্যা আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।*-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/৪৮।*

২. পৃথিবী না আসমান সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর : আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আসমান সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু। অতঃপর তিনি মনঃসংযোগ করেন আকাশের দিকে। অতঃপর তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন। আর তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। তিনি আরো বলেন, তুমি বলে দাও, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? ...তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা ছিল ধোঁয়া।..' *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/৯-১১)*। হাফেয ইবনু কাছীর ও শাওকানীসহ জমহূর মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেন, তারপর আসমান সৃষ্টি করেন। কারণ যমীন হ'ল ভিত্তি। আর কোন কিছুর ভিত্তি প্রথমে স্থাপন করা হয়, তারপর ছাদ' *(তাফসীর উক্ত আয়াত)*।

তবে সূরা নাযে'আতে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এসেছে, তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের সৃষ্টি? যা তিনি নির্মাণ করেছেন। তিনি তার ছাদকে সুউচ্চ করেছেন। অতঃপর তাকে বিন্যস্ত করেছেন। ... পৃথিবীকে এর পরে তিনি বিস্তৃত করেছেন। সেখান থেকে তিনি নির্গত করেছেন পানি...' *(নাযে'আত ৭৯/২৭-৩২)*। প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের সাথে এ আয়াতটির বাহ্যিক বিরোধ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে যমীনকে অবিস্তৃত আকারে সৃষ্টি করেন। অতঃপর আসমান সৃষ্টি করেন। এরপর যমীনকে প্রসারিত করে তাতে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছ-পালা ইত্যাদি স্থাপন করেন' *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৯ আয়াত; শানক্বীত্বী, আযওয়াউল বায়ান, তাফসীর সূরা ফুছছিলাত ১০ আয়াত)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/৮১।*

৩. মানুষকে মাটি না পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এছাড়া অন্যান্য পশু-পাখি কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

উত্তর : আদম (আঃ)-কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তাঁর থেকে স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মিলনে পানি বিন্দুর মাধ্যমে অন্যান্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে *(নিসা ৪/১; মুমিনূন ২৩/১২-১৪)*। আল্লাহ বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো, (তাহ'লে একবার ভেবে দেখ) আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে ... *(হজ্জ ২২/৫)*। একইভাবে অন্যান্য পশু-পাখি সৃষ্টিরও মূল উপাদান হ'ল পানি। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের কেউ বুকে ভর দিয়ে চলে। কেউ দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কেউ চারপায়ে ভর দিয়ে চলে.. *(নূর ২৪/৪৫)*। তিনি আরো বলেন, 'অতঃপর আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম' *(আম্বিয়া ২১/৩০; বিস্তারিত দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন ৩০ তম পারা, পৃ. ৩৭৭)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৯/১৬৯।*

৪. আল্লাহ বলেন, তিনি সব কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। এক্ষণে পৃথিবীতে নানাবিধ ক্ষতিকর প্রাণী যেমন ইঁদুর, ছুঁচো, মশা ইত্যাদি প্রাণী সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্র কি হিকমত রয়েছে?

উত্তর : আল্লাহ্‌র প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে কল্যাণ ও হিকমত রয়েছে। যারা গবেষণা করবে, তারা এক পর্যায়ে এর রহস্য জানতে পারবে। যেমন সাপ ক্ষতিকর প্রাণী হ'লেও তার বিষ দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষাকারী ঔষধ তৈরী হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, 'তিনি মানুষকে সামান্যই জ্ঞান দান করেছেন' *(ইসরা ১৭/৮৫)*। এই সামান্য জ্ঞান দ্বারা সবকিছুর রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব নয়। অতএব মুমিনের জন্য কর্তব্য হ'ল, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার সাথে সাথে তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনা *(আম্বিয়া ২১/২৩)*। আল্লাহ বলেন, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও'! *(আলে ইমরান ২/১৯১)*। -*জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৪/৩৮৪।*

শারঈ মূলনীতি

১. ইজতিহাদে ভুল হ'লে যদি একটি নেকী হয়, তবে যেসমস্ত আলেম ভুল ইজতিহাদ করে হাদীছ বিরোধী আমল করে চলেছে তারা গোনাহগার হবে কি?

উত্তর : নিজের ভুল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার পরও জেনে-শুনে তা অবহেলা করা, কপটতাবশতঃ তা অবজ্ঞা করা, অহংকারবশতঃ ভুল স্বীকার না করা, অন্য কারু দোহাই দিয়ে কোন আমলের উপর যিদ করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত যে কোন আলেম এজন্য গোনাহগার হবেন। কেবল খালেছ নিয়তে হক না বুঝার কারণে ভুল ইজতিহাদকারী ব্যক্তি নেকী পাবেন। যে ভুল বুঝার পর তিনি নিজেকে সংশোধন করবেন। আর আল্লাহ প্রত্যেকের অন্তরের খবর রাখেন *(আলে ইমরান ৩/১১৯)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩১/৩১১।*

২. আল-আদাবুল মুফরাদ ও তারীখুল কাবীর ইমাম বুখারী (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে যঈফ বর্ণনা থাকার কারণ কি?

উত্তর : ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারী সংকলনের ক্ষেত্রে যেসব কঠিন শর্তসমূহ আরোপ করেছিলেন, 'আল-আদাবুল মুফরাদ' ও 'তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে সেসব শর্ত আরোপ করেননি। ফলে সেখানে অনেক দুর্বল বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যা পৃথক করা তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব হয়নি। তাই তিনি নিজ থেকে সেগুলির ছহীহ-যঈফ হওয়ার ব্যাপারে কোন হুকুম পেশ করেননি। বরং প্রত্যেকটি হাদীছ সনদ সহ বর্ণনা করেছেন। যাতে পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ সনদের উপর গবেষণা করে ছহীহ-যঈফ বাছাই করে নিতে পারেন। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৭/১৯৭।*

৩. কোন হাদীছ বা ফৎওয়া সুস্পষ্টভাবে ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও তা বর্ণনা করার পর অনেককে আল্লাহু আ'লাম বা 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত' লিখতে দেখা যায়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বা শরী'আতের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে কি?

উত্তর : 'আল্লাহু আ'লাম' বা 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত' বলায় বা লেখায় কোন বাধা নেই এবং এতে কোন ছহীহ হাদীছের প্রতি সন্দেহ পোষণ করাও হবে

না। বরং এরূপ বলাই আদবের পরিচয়। কারণ প্রত্যেক মানুষই ভুলকারী *(তিরমিযী হা/২৪৯৯; মিশকাত হা/২৩৪১)*। আর আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী আছেন' *(ইউসুফ ১২/৭৬)*। আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ বলেন, কেউ যদি কোন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখে আর বলে যে, 'আল্লাহ আ'লাম', তাহ'লে তার কথা সঠিক হবে। কারণ আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত *(শরহ আবুদাঊদ ৪/৩৬৪)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৭/৩৬৭।*

৪. শরী'আত সম্পর্কে একজন অজ্ঞ ব্যক্তি কোন বিষয়ে দু'জন আলেমের নিকটে দু'রকম মাসআলা পেলে তার জন্য করণীয় কি হবে?

উত্তর : ফৎওয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল স্তরের মানুষের জন্য যরূরী হ'ল, দলীল জেনে নেওয়া। ছাহাবীগণ একটি বিষয়ে একাধিক ছাহাবীর নিকট থেকে জেনে নিতেন *(আবুদাঊদ হা/৪৬৯৯; মিশকাত হা/১১৫)* এবং পরস্পরের নিকট দলীলও চাইতেন *(তিরমিযী হা/৩০০০; মিশকাত হা/৩৫৫৪)*। তবে দলীল বুঝার ক্ষমতা না থাকলে যিনি যিদ ও হঠকারিতা থেকে মুক্ত এবং যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ফৎওয়া দেন, সেইরূপ যোগ্য ও আল্লাহভীরু আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া গ্রহণ করতে হবে। এরপরেও এরূপ আলেম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দলীলবিহীন ফৎওয়া দেন, তাহ'লে তার পাপ তার উপরেই বর্তাবে *(আবুদাঊদ হা/৩৬৫৭; মিশকাত হা/২৪২)*।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক আলেমের কর্তব্য হ'ল জেনে-শুনে যাচাই-বাছাই করে ছহীহ দলীলভিত্তিক ফৎওয়া দেওয়া। আর জানা না থাকলে 'আল্লাহ ভালো জানেন' বলা *(বুখারী হা/৪৮০৯; মুসলিম হা/২৭৯৮; মিশকাত হা/২৭২)*। ইমাম মালেক (রহঃ) দুই-তৃতীয়াংশ ফৎওয়ার ক্ষেত্রে না জানার ওযর পেশ করেছেন। তিনি বলতেন, 'আলেমের রক্ষাকবচ হ'ল 'আমি জানি না বলা'। যদি সে এ রক্ষাকবচ ব্যবহারে গাফেল হয়, তাহ'লে সে ধ্বংসে পতিত হবে' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১৬৭)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/৪।*

৫. ধর্মান্ধ কাকে বলে? ধর্মান্ধ ও প্রকৃত মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ও ব্যবহার না জেনে নিজের স্বল্প জ্ঞানের উপর গোঁড়ামি করাকে ধর্মান্ধতা বলে। 'ধর্মান্ধ' শব্দটি প্রকৃত মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা 'ইসলাম' হ'ল মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত

একমাত্র ধর্ম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। আর ইসলামের প্রকৃত অনুসারী ব্যক্তিই হ'লেন প্রকৃত ধার্মিক। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনো ধর্মান্ধ হন না। বর্তমান যুগে কিছু নামধারী মুসলিম প্রকৃত দ্বীনদার মুসলিম পুরুষ ও নারীকে 'ধর্মান্ধ' বলেন গালি হিসাবে। তাদের মতে, যারা যুক্তির উপরে ধর্মকে স্থান দেয়, তারাই ধর্মান্ধ। এর দ্বারা তারা ইসলামের প্রতি ইঙ্গিত করেন। এটি তাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা মানুষের জ্ঞান সসীম। আর আল্লাহ হ'লেন অসীম জ্ঞানের আধার। ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত ধর্ম। তার কল্যাণবিধান অনেক সময় সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও যুক্তি আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়। যদিও গভীর জ্ঞানীগণ তা অনুধাবনে সমর্থ হন। সেক্ষেত্রে ইসলামী বিধানকে নিজের জ্ঞানের উপর স্থান দেওয়াই হ'ল প্রকৃত মুসলিমের কর্তব্য। দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানপূজা, মূর্তিপূজা, কবরপূজা, ছবি ও প্রতিকৃতি পূজা ইত্যাদি বৃথা কর্মগুলিকে এরা ধর্মান্ধতা বলেন না।

মুসলমান হ'ল আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ উম্মত *(আলে ইমরান ৩/১১০)* এবং মধ্যপন্থী জাতি *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। রাসূল (ছাঃ) সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম হা/২৮১৬; তিরমিযী হা/২১৪১; মিশকাত হা/৯৬)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে মির'আত বলেন, তোমরা তোমাদের সৎকর্মের মাধ্যমে সুষ্ঠুতা ও দৃঢ়তা অন্বেষণ কর এবং কোনরূপ বাড়াবাড়ি ও হ্রাসকরণ ছাড়াই মধ্যপন্থা অবলম্বন কর *(মির'আত হা/৯৬-এর ব্যাখ্যা)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/১২০।*

৬. যারা কুরআন ও হাদীছ না মেনে কোন ব্যক্তির ফৎওয়া অন্ধ অনুসরণ করে এবং তদনুযায়ী মানুষকে শিক্ষা দেয় তারা কি কুরআনী নির্দেশ অমান্যের কারণে জাহান্নামী হবে?

উত্তর : এরূপ অন্ধ অনুসরণকে তাক্বলীদে শাখছী বলা হয়। অর্থাৎ 'নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়া'। এর ফলে অনুসরণীয় ব্যক্তির ভুল-শুদ্ধ সব কিছুকেই সে সঠিক মনে করে। মানুষ যুগে যুগে কখনো তার বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রসম-রেওয়াজের অনুসারী হয়েছে, কখনো কোন সাধু ব্যক্তি অথবা ধর্মনেতার অনুসারী হয়েছে। ফলে নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত ইলাহী সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেও অনেকে তা মানতে ব্যর্থ হয়েছে শুধুমাত্র তাক্বলীদী গোঁড়ামীর কারণে।

এভাবে কারো তাক্বলীদ করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে অবজ্ঞা করলে সে মহাপাপী হবে। অপরদিকে কুরআন ও হাদীছের বিশুদ্ধ দলীল অনুযায়ী নবী (ছাঃ)-এর অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা'। কোন বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়া নিশ্চিতভাবে জানার পর নিঃসংকোচে তা মেনে নেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। ইচ্ছাকৃতভাবে বা দুনিয়াবী কোন স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অথবা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির দোহাই দিয়ে তা পরিত্যাগ করলে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারবে না *(নিসা ৪/৬৫)*। এভাবে যদি সে কুরআন বা হাদীছের কোন বিশুদ্ধ আমলকে অপসন্দ করে, তাহ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে *(মুহাম্মাদ ৪৭/৯, ৩৩)*। তবে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের, ঈমানহীন, মুনাফিক, জাহান্নামী ইত্যাদি আখ্যা দেয়া বা সম্বোধন করা শরী'আতসম্মত নয় *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪৮১৫)*। বরং কারু মাঝে এরূপ দোষ দেখা দিলে বলতে হবে যে, এরূপ কাজ বা চিন্তা কুফরী বা শিরকের পর্যায়ভুক্ত মহাপাপ। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৪৭৫।*

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ-

ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) বলেন, তাঁর নিকটে হাদীছ পৌঁছেছে এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা মযবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'। - *মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬।*

ঈমান-আক্বীদা

১. সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াতে বর্ণিত মুমিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি? আর মুহসিন কাকে বলে?

উত্তর : আয়াতটির অর্থ হ'ল- 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। এখানে তিনটি বিষয় এসেছে, মুমিন, মুত্তাক্বী ও মুসলিম। প্রথম দু'টি হৃদয়ে বিশ্বাসগত কমবেশীর সাথে সম্পর্কিত এবং শেষেরটি বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কিত। যা অবশ্যই কঠিন। আলোচ্য আয়াতে হৃদয়ের বিশ্বাসকে আল্লাহভীতি ও যথাযথভাবে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যদি ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় একই বাক্যে আসে, তাহ'লে 'ইসলাম' অর্থ হবে প্রকাশ্য আমল। আর 'ঈমান' অর্থ হবে হৃদয়ের বিশ্বাস। যেমন আল্লাহ বলেন, বেদুঈনরা বলল, আমরা ঈমান আনলাম। (হে নবী! তুমি) বল, তোমরা ঈমান আনোনি। বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। কারণ এখনও পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি' *(হুজুরাত ৪৯/১৪)*।

এক্ষণে উপরোক্ত আলে ইমরান ১০২ আয়াতে মুমিনদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ইসলামের বিধি-বিধান সমূহ পরিপূর্ণভাবে পালন কর, যেন এর উপরেই তোমরা মৃত্যুবরণ করতে পার' *(ইবনু কাছীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর)*। ঈমানের কমবেশীর বিষয়টি আল্লাহ দেখবেন।

স্মর্তব্য যে, দ্বীনের স্তর হচ্ছে তিনটি : (১) ঈমান, যা ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস, ফেরেশতাগণ, আল্লাহ্র কিতাবসমূহ, নবী ও রাসূলগণ, ক্বিয়ামত দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। (২) ইসলাম, যা পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালেমা শাহাদত, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ। (৩) ইহসান, যা একনিষ্ঠচিত্তে ও পূর্ণ ইখলাছের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করাকে বুঝায়। অর্থাৎ এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা যেন বান্দা আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে অথবা আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে দেখছেন। পূর্ণ ঈমানের সাথে সকল প্রকার সৎকর্ম ইসলাম ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর সেগুলি পূর্ণ ইখলাছের সাথে সম্পাদন করা

ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। এটিই হ'ল দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর। উল্লিখিত তিনটি বিষয় হাদীছে জিব্রীলে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৯; মিশকাত হা/২)*। -*আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৪৩৫*।

২. হাদীছে বর্ণিত ঈমানের ৭০টি শাখা-প্রশাখা ধারাবাহিকভাবে জানতে চাই।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৬০-এর অধিক অথবা ৭০-এর অধিক শাখা-প্রশাখা নির্ধারণ করেছেন। بِضْعٌ বলতে ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত বুঝায়। সে হিসাবে সর্বোচ্চ ৬৯ বা ৭৯টি হয়। তবে এর দ্বারা মূলতঃ অসংখ্য বুঝানো হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা হ'ল *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* ও সর্বনিম্ন শাখা হ'ল, রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। অতঃপর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা' *(বুখারী হা/৯; মুসলিম হা/৩৫; মিশকাত হা/৫)*। এতে বুঝা যায় যে, শাখাসমূহের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে। বিদ্বানগণ বিভিন্নভাবে ঐ শাখাগুলি গণনা করেছেন। ক্বাযী ইয়ায সেগুলিকে সংক্ষেপে তিনভাগে ভাগ করেছেন। হৃদয়ের আমল, যবানের আমল ও দৈহিক আমল। (১) হৃদয়ের আমল। যা আক্বীদা-বিশ্বাস ও নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট। যা ২৪টি। যেমন আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস। যিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে অনন্য এবং যা অন্য কারু সাথে তুলনীয় নয়। ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস ও অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান। (২) যবানের আমল। যা ৭টি। যেমন তাওহীদের স্বীকৃতি, কুরআন তেলাওয়াত, ইলম শেখা ও শিখানো, দো'আ পাঠ ইত্যাদি। (৩) দৈহিক আমল। যা ৩৮টি। যেমন পবিত্রতা অর্জন, ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, পর্দা করা, ছাদাক্বা করা, পিতা-মাতার সেবা করা, পরিবার পালন করা, নেতার আনুগত্য করা, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা, দণ্ডবিধি কায়েম করা, জিহাদ করা, বাজে কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ইত্যাদি *(ফাৎহুলবারী হা/৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। মোটকথা সকল আনুগত্যমূলক কাজ ঈমানের শাখা। -*মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৩১৭*।

৩. হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে এডভোকেটদের বাধ্যগতভাবে 'মাই লর্ড' বলে সম্বোধন করতে হয়। অথচ শব্দটি আল্লাহ ব্যতীত কারো ব্যাপারে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ বলে আমরা জানি। এক্ষণে এটা বলা যাবে কি?

উত্তর : এটি গোলামী যুগে এদেশে ইংরেজদের চালুকৃত একটি আদালতী পরিভাষা। এটি ইংল্যাণ্ডে সম্মানসূচক সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন

Oxford ডিকশনারীতে বলা হয়েছে, My Lord : (in Britain) a title of respect used when speaking to a judge, bishop or some male members of the nobility (people of high social class). অর্থাৎ বৃটেনে 'মাই লর্ড' বলতে বিচারক, বিশপ এবং উচ্চ সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন পুরুষের প্রতি সম্মানসূচক সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়'। সুতরাং বিচারককে সম্মানসূচক সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'মাই লর্ড' বলা ইংল্যাণ্ডের পরিভাষায় দোষণীয় নয়। লর্ড শব্দটি ইংরেজরা গড-এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে থাকেন *(ঐ)*। অতএব এ জাতীয় দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। এক্ষেত্রে 'মহামান্য বা মাননীয় বা বিজ্ঞ আদালত' বলা যেতে পারে। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/৮৫*।

৪. ইয়াজূজ-মাজূজ কারা? এদের উৎপত্তি কোথায়? ক্বিয়ামতের কতদিন পূর্বে এরা বের হবে এবং কি কি করবে? কিভাবে এরা ধ্বংস হবে?

উত্তর : ইয়াজূজ-মাজূজ পৃথক কোন সম্প্রদায় নয়, বরং তারা আদম (আঃ)-এর বংশধর *(বুখারী হা/৪৭৪১; মুসলিম হা/২২২; মিশকাত হা/৫৫৪১)*। মানুষের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা পৃথিবীতে কখন ও কিভাবে আগমন করেছে, এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে তারা অবশ্যই আদম সন্তান ছিল এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর পরে পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটেছিল *(ফাৎহুল বারী ১৩/১৩১ পৃ.; 'ইয়াজূজ মাজূজ' অধ্যায়)*। বর্তমানে যুলক্বারনাইন নির্মিত প্রাচীর দ্বারা তারা আবেষ্টিত হয়ে আছে *(কাহফ ১৮/৯৪-৯৮)*।

এ দু'জাতির বেরিয়ে আসাটা ক্বিয়ামতের দশটি বড় আলামতের একটি *(বুখারী হা/৩৩৪৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪২; তিরমিযী হা/২১৮৩; আবুদাঊদ হা/৪৩১১)*। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে তাদের বংশধররা আল্লাহ্র হুকুমে প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে। তারা সামনে যা পাবে সব খেয়ে ফেলবে। তাদের সাথে কেউ লড়াই করতে সাহস পাবে না। তারা বহু লোককে হত্যা করবে। সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করবে। এক সময় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের এক পাহাড়ে উঠে তারা হুংকার দিয়ে বলবে, দুনিয়াতে যারা ছিল সব শেষ করেছি, এখন আসমানে যারা আছে তাদের শেষ করব। এই বলে তারা আকাশে তীর ছুঁড়তে থাকবে। আল্লাহ তাদের তীরে রক্ত মাখিয়ে ফেরত পাঠাবেন। এক সময় ঈসা (আঃ) তাদের জন্য বদদো'আ করবেন। তাতে তারা সবাই একযোগে মারা পড়বে ও লাশ সমূহ পচে দুর্গন্ধ হবে। আল্লাহ তখন শকুন পাঠাবেন। তারা

লাশগুলিকে ‘নাহবাল’ নামক স্থানে নিক্ষেপ করবে। মুসলমানেরা তাদের তীর-ধনুকগুলি সাত বছর ধরে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবে *(তিরমিযী হা/২২৪০; মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। *-নভেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/৫৬।*

৫. কবর আযাবের বিষয়টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত কি? কবরের আযাব অস্বীকারকারীর পরিণতি কি?

উত্তর : হ্যাঁ প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ বলেন, (১) ‘আল্লাহ মুমিনদেরকে দৃঢ় বাক্য দ্বারা দৃঢ় রাখেন ইহজীবনে ও পরজীবনে’ *(ইবরাহীম ১৪/২৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে কবরের আযাব বিষয়ে। যখন তাকে বলা হবে, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলবে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। আমার নবী মুহাম্মাদ’ *(বুখারী হা/৪৬৯৯; মিশকাত হা/১২৫)*। (২) ‘অবশেষে ফেরাউনের সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র কঠোর শাস্তি ঘিরে ধরে। আর আগুনকে তাদের সামনে পেশ করা হয় সকালে ও সন্ধ্যায়। আর যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে), ফেরাঊনের অনুসারীদেরকে কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও’ *(গাফের ৪০/৪৫-৪৬)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাতের নিকট অত্র আয়াতই ‘আলমে বারযাখে কবরের শাস্তি প্রমাণের মৌলিক ভিত্তি *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা গাফের/মুমিন ৪৬ আয়াত)*। (৩) আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ‘অচিরেই আমি তাদেরকে দু’বার শাস্তি দেব। অতঃপর তারা কঠিন শাস্তির দিকে ফিরে যাবে’ *(তওবা ৯/১০১)*। হাসান বছরী ও ক্বাতাদাহ বলেন, দু’বার শাস্তি অর্থ রোগ-শোক ও বিপদাপদের মাধ্যমে প্রথমবার দুনিয়াবী শাস্তি এবং দ্বিতীয়বার কবর আযাবের শাস্তি’ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর; দ্রঃ বুখারী ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৫)*। কবরের শাস্তির ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘কবরের আযাব সত্য’ *(বুখারী হা/১৩৭২; মিশকাত হা/১২৮)*। এছাড়া বহু ছহীহ হাদীছ দ্বারা এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

মোদ্দাকথা কবরের আযাবের বিষয়টি সম্পূর্ণ অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়। যে বিষয়ে মানবীয় জ্ঞানের কোন অবকাশ নেই। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের ঈমান আনতে হবে। অহেতুক সন্দেহ-দ্বন্দ্বের দোলাচলে পড়ে ইহকাল ও পরকাল হারানোর পিছনে কোন যুক্তি নেই।

কবরের আযাব গায়েবী বিষয়। আর গায়েবের উপর ঈমান আনতে অস্বীকারকারী ব্যক্তি মুমিন নয় *(বাক্বারাহ ২/২)*। কেননা এর মাধ্যমে সে

ঈমানের ছয়টি রুকনের একটিকে তথা আখেরাত বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪/১৬৪।*

৬. আদম ও ইবরাহীম (আঃ) সহ অন্যান্য নবীগণ মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও মি'রাজ রজনীতে রাসূল (ছাঃ) কিভাবে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন?

উত্তর : নবী-রাসূলগণ 'আলামে বারযাখে তথা রূহানী জগতে জীবিত আছেন *(মুসলিম হা/২৩৭৫)* এবং মি'রাজ রজনীতে তাদেরকে সাথে নিয়ে রাসূল (ছাঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ছালাত আদায় করেছেন *(মুসলিম হা/১৭২; মিশকাত হা/৫৮৬৬)*। নবীগণের দেহ দুনিয়ার কবরে থাকা সত্ত্বেও মি'রাজ রজনীতে রাসূল (ছাঃ) কিভাবে তাদের সাথে আসমানে সাক্ষাৎ করলেন, এরূপ প্রশ্নের উত্তরে ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, তাঁদের রূহসমূহকে দেহের আকৃতিতে অথবা সশরীরে রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানে তাঁর নিকটে উপস্থিত করা হয়েছিল *(ফাৎহুল বারী ৭/২১০, হা/৩৮৮৭-এর আলোচনা দ্রঃ)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-কে যেভাবে আল্লাহ রক্ত-মাংসের দেহসহ মি'রাজে নিয়ে গেলেন, একইভাবে অন্য নবীগণকেও স্ব স্ব কবর থেকে সশরীরে উঠিয়ে আনা আদৌ অসম্ভব নয়। আল্লাহ যা খুশী তাই করতে পারেন *(বুরূজ ৮৫/১৬)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪/১২৪।*

৭. কারো কাছে ঈমানদার জিন থাকলে তার নিকটে অতীত বা ভবিষ্যতের কথা জানতে চাওয়া যাবে কি?

উত্তর : কোন জিন বা মানুষের পক্ষে অতীত বা ভবিষ্যতের খবর জানা সম্ভব নয়। এসব খবর সম্পর্কে অবহিত দাবীকারী মিথ্যাবাদী বৈ কিছুই নয়। কেননা তা গায়েবের খবর। যা কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন *(নামল ১৭/৬৫, আন'আম ৬/৫৯)*। কোন ঈমানদার জিন বা মানুষ এসব জানার দাবী করতে পারে না। আর কারো নিকটে এসব জানতে চাওয়াও হারাম *(আবুদাঊদ হা/৩৯০৪; মিশকাত হা/৪৫৯৯)*। এমনকি যদি কেউ গণককে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসাও করে, তাহ'লে তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না' *(মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৬/১৩৬।*

৮. জিবরীল (আঃ)-এর নিজস্ব আকৃতির ব্যাপারে কিছু জানা যায় কি? রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামের সামনে কোন আকৃতিতে তিনি আগমন করতেন?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে স্বরূপে দেখেছেন দু'বার *(মুসলিম হা/১৭৭)*। প্রথমবার দেখেন মি'রাজের পূর্বে মক্কার বাত্বহা উপত্যকায় ৬০০ ডানা বিশিষ্ট বিশাল অবয়বে। যাতে আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী দিগন্ত বেষ্টিত হয়ে পড়ে *(নাজম ৫৩/৫-১০, তাকভীর ৮১/২৩; তিরমিযী হা/৩২৭৮, ৩২৮৩; মিশকাত হা/৫৬৬১-৬২)*। দ্বিতীয়বার দেখেন মি'রাজ রজনীতে *(নাজম ৫৩/১৩-১৬, আলোচনা দ্রঃ ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের তাফসীর)*।

তিনি কখনো মানুষের রূপ ধারণ করে, আর কখনো স্বরূপে রাসূলের নিকটে এসেছিলেন। যেমন প্রথম 'অহী' নাযিলের দিন হেরা গুহাতে তিনি মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন *(বুখারী হা/৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১)*। একবার রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের সামনে দেহ্ইয়া কাল্বীর রূপ ধারণ করে এসেছেন দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য *(বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৮; নাসাঈ হা/৪৯৯১)*। আরেকবার পরপর দু'দিন এসেছেন, ছালাতের প্রশিক্ষণ ও ওয়াক্ত নির্ধারণের জন্য *(আবুদাঊদ হা/৩৯৩; মিশকাত হা/৫৮৩)*। আরেকবার হারেছাহ বিন নু'মান (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে পাশাপাশি বসা অবস্থায় তাঁকে সালাম করেন *(আহমাদ হা/২৩৭২৭, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া তিনি মারিয়াম (আঃ)-এর সামনে সুঠামদেহী একজন যুবকের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন *(মারিয়াম ১৯/১৭)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৫/১৫৫।*

৯. ফেরেশতাগণকে জিবরীল, আযরাঈল, মিকাঈল ইত্যাদি নামে নামকরণ করার বিষয়টি কি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? যেমন মালাকুল মাউতকে আযরাঈল বলা ইত্যাদি।

উত্তর : ফেরেশতাগণের নামগুলি কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জিবরীল এবং মীকাঈলের নাম কুরআনে বর্ণিত হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/৯৮)*। কুরআনে মীকাল আসলেও হাদীছে মীকাঈল শব্দে এসেছে *(বুখারী হা/৩২৩৬)*। এছাড়া ইসরাফীলের নাম হাদীছে পাওয়া যায় *(মুসলিম হা/৭৭০; মিশকাত হা/১২১২)*। আর যে ফেরেশতা জান কবয করেন তিনি হ'লেন মালাকুল মাউত বা মউতের ফেরেশতা *(সাজদাহ ৩২/১১)*। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে যিনি সিংগায় ফুঁক দিবেন তার নাম ইসরাফীল *(ইবনু কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ৯৮ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। যারা কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাদের নাম মুনকার এবং নাকীর *(তিরমিযী হা/১০৭১; মিশকাত হা/১৩০)*। আব্দুর রহমান বিন সাবাত্ব বলেন, দুনিয়াবী কর্মসমূহ পরিচালনা করেন চার জন ফেরেশতা : জিব্রীল,

Contents

মীকাঈল, মালাকুল মাউত, যার নাম আযরাঈল এবং ইস্রাফীল *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা নাযে'আত ৭৯/৫)*। কুরতুবী বলেন, মালাকুল মউতের নাম হ'ল আযরাঈল। যার অর্থ আব্দুল্লাহ *(কুরতুবী, তাফসীর সূরা সাজদাহ ১১ আয়াত)*। ইবনু কাছীর বলেন, সূরা সাজদাহ ১১ আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, 'মালাকুল মউত' একজন নির্দিষ্ট ফেরেশতার নাম। যা বারা বিন আযেব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ থেকেও বুঝা যায়। যেখানে বলা হয়েছে যে, মুমিনের রূহ কবয করার সময় মালাকুল মউত এসে মাথার কাছে বসবেন ও আত্মাকে ডেকে বলবেন, হে পবিত্র রূহ! বেরিয়ে এসো আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে' *(আহমাদ হা/১৮৫৫৭; আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৬৩০ 'জানায়েয' অধ্যায়)*। তবে কোন কোন আছারে তার নাম ইযরাঈল (عِزْرَائِيلُ) বলা হয়েছে, যা প্রসিদ্ধ। ক্বাতাদাহ ও একাধিক বিদ্বান একথা বলেন *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা সাজদাহ ১১ আয়াত)*। অতএব আযরাঈল নামটি কুরআন-হাদীছে নেই। তবে প্রসিদ্ধ আছে। এ নাম বলতে কোন দোষ নেই। কেননা এটি ঈমানী বিষয় নয়। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/৭।*

১০. আল্লাহ্র আকার নিয়ে আমার মনে বিভিন্ন চিন্তা চলে আসে। পরক্ষণে এটিকে শিরকের গুনাহ ভেবে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কিন্তু এসব চিন্তা কোনভাবেই দূর হয় না। কিভাবে আমি এ অবস্থা থেকে বাঁচতে পারি?

উত্তর : এসব শয়তানী ওয়াসওয়াসা মাত্র। আল্লাহ্র আকার রয়েছে, যা তাঁর উপযুক্ত। তা কারু সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ৪২/১১)*। অতএব এই বিশুদ্ধ আক্বীদার বিরোধী কোন চিন্তা আসলে সূরা ইখলাছ পাঠ করে বাম দিকে তিনবার থুক মারবেন এবং আঊযুবিল্লাহ পাঠ করবেন। এছাড়া 'আমানতু বিল্লাহ' (আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি) বলতে পারেন' *(বুখারী হা/৭২৯৬; মুসলিম হা/১৩৪; মিশকাত হা/৭৫)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪/২৪৪।*

১১. জনৈক আলেম বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত নবী হওয়ার প্রমাণ এই যে, তাঁর কোন জানাযা হয়নি। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : একথা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। নবী করীম (ছাঃ)-এর কাফন-দাফন-জানাযা সবকিছুই নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে। কাফনের পর তার মৃত্যুবরণ করার স্থান আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে লাশ রাখা হয়। অতঃপর খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে দশ দশজন করে ভিতরে গিয়ে জানাযা পড়েন।

জানাযায় কোন ইমাম ছিল না। প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন, অতঃপর মুহাজিরগণ, অতঃপর আনছারগণ জানাযার ছালাত আদায় করেন। এভাবে পুরুষ, মহিলা ও বালকগণ পরপর জানাযা পড়েন *(আহমাদ হা/২০৭৮৫; হাকেম হা/৪৩৯৮; মিশকাত হা/৫৯৪৮)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'নবীগণ যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই কবরস্থ হন' *(ইবনু মাজাহ হা/১৬২৮)*, সে অনুযায়ী সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয় *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৫৭; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৭৫৩-৫৪ পৃ.)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ১১/২৫১।*

১২. সূরা ফীল-এ রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেছেন, 'হে নবী! আপনি কি দেখেননি'? কিন্তু ঐ সমস্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের বহুদিন পূর্বে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও এভাবে বলার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) তখনও ছিলেন এবং আল্লাহ্র সাথে তিনিও ঐ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব তিনি তখনও ছিলেন এখনও আছেন। একথার সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এসব ব্যাখ্যা কল্পনা প্রসূত, অজ্ঞতাসূলভ এবং শিরক মিশ্রিত। কেননা চূড়ান্ত সত্য ও সর্বজনবিদিত বিষয়কে আরবী সাহিত্যে أَلَمْ تَرَ '(আলাম তারা) তুমি কি দেখোনি?' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখানে أَلَمْ تَرَ 'আপনি কি দেখেননি' থেকে উদ্দেশ্য হ'ল 'আপনি কি শোনেননি'? যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে أَلَمْ تَسْمَعْ 'তুমি কি শোননি?' ফার্রা বলেছেন ألم تُخبَر 'তুমি কি খবর পাওনি?' মুজাহিদ বলেছেন أَلَمْ تَعْلَمْ 'তুমি কি জানো না?' *(তাফসীর কুরতুবী, সূরা ফীল-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। কোন নিশ্চিত বিষয় জানানোর জন্য এরূপ বাকরীতি প্রয়োগ করা হয়। শব্দটি প্রশ্নবোধক হ'লেও বক্তব্যটি নিশ্চয়তাবোধক। আবরাহার কা'বা অভিযান ও আল্লাহ্র গযবে তার ধ্বংসের কাহিনীটি আরবদের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। যদিও রাসূল (ছাঃ) সে ঘটনা দেখেননি, তবুও তা ছিল প্রশ্নাতীত একটি নিশ্চিত ঘটনা *(দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৪৮৬ পৃ.)*।

নবী করীম (ছাঃ) তখনও ছিলেন এখনও আছেন, এটা মূলতঃ ছূফীবাদীদের শিরকী আক্বীদা। এর দ্বারা আল্লাহ্র ন্যায় রাসূলকেও চিরঞ্জীব প্রমাণের

অপচেষ্টা করা হয়। মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, ‘নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে’ *(যুমার ৩৯/৩০)*। অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত আক্বীদা পোষণ করা শিরক। এ থেকে তওবা করতে হবে। -*এপ্রিল’১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৯/২৭৯।*

১৩. যারা বিশ্বাস করে যে, খিযির এখনো বেঁচে আছেন, তারা কোন পর্যায়ভুক্ত মুসলিম? তাদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : খিযির (আঃ) ‘আবে হায়াৎ’ পান করে আজও বেঁচে আছেন’ এবং উক্ত মর্মে আরও যেসব কথা প্রচলিত আছে, তা সবই ‘ইস্রাঈলিয়াত’ (الإسرائيليات)-এর অন্তর্ভুক্ত *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৮/২৬৮ পৃ., হা/৪৭২৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৩৩৭)*। এসব কাহিনী মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ বিশ্বাস করে থাকে। আল্লাহপাক স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, ‘তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি’ *(আম্বিয়া ২১/৩৪)*। অতএব সত্য জানার পর এসব কাহিনী বিশ্বাস করলে বা প্রচার করলে কবীরা গুনাহগার হ’তে হবে। তবে যেহেতু এগুলি মৌলিক আক্বীদাগত বিভ্রান্তি নয়, সেহেতু তার পিছনে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ নবীদের কাহিনী ২/১০৭)*। -*জুলাই’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৫/৩৭৫।*

১৪. জনৈক ব্যক্তি বলেন, ক্বিয়ামতের দিন হাশরের ময়দান হবে সিরিয়ায়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : কেবল সিরিয়ায় নয় বরং শামে হাশরের ময়দান হবে মর্মে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আর তৎকালীন শাম বর্তমানে সিরিয়া, জর্দান, লেবানন, ফিলিস্তীন ও ইস্রাঈলের পুরো ভূখণ্ড এবং ইরাক, তুরস্ক, মিসর ও সঊদী আরবের কিছু অংশকে শামিল করে *(উইকিপিডিয়া)*। আবু যার গেফারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘শাম হ’ল একত্রিত হওয়ার ও পুনরুত্থিত হওয়ার স্থান’ *(ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭২৬)*। অন্য বর্ণনায় তিনি হাশরের স্থান হিসাবে শামের দিকে ইশারা করেছেন *(আহমাদ হা/২০০৪৩, ছহীহুল জামে‘ হা/২৩০২)*। মনে রাখতে হবে যে, ক্বিয়ামতের দিন বর্তমান পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবীতে পরিণত হবে *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)* এবং পাহাড়-পর্বত সব একাকার হয়ে সমতল হয়ে যাবে *(ত্বোয়াহা ২০/১০৬)*। যেটা মানুষের কল্পনার বাইরে। -*ডিসেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/১০৫।*

১৫. ক্বিয়ামতের দিন মানুষের আত্মার সাথে দেহ জুড়ে দেওয়া হবে, না দেহ ছাড়া কেবল আত্মা পুনর্জীবিত হবে?

উত্তর : মৃত্যুর পরে রূহ কিছুক্ষণের জন্য দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'লেও পুনরায় আপন দেহে তা স্থাপন করা হয় এবং বান্দাকে প্রশ্ন করা হয় *(আহমাদ হা/১৮৫৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬৩০; ছহীহুল জামে' হা/১৬৭৬)*। অতএব ক্বিয়ামতের দিনও মানুষের আত্মার সাথে দেহ জুড়ে দেওয়া হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, সকল ছহীহ মুতাওয়াতির হাদীছ প্রমাণ বহন করে যে, রূহ দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৪৪৬)*। তবে তখন আমাদের এই দেহ থাকবে না অন্য দেহে রূহ স্থাপন করা হবে সে বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ২/৪)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৩/৪২৩।*

১৬. প্রতি হাযারে একজন জান্নাতে যাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : হাদীছটির ব্যাখ্যা হাদীছটির মধ্যেই রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, হে আদম! আল্লাহ তোমাকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তুমি তোমার সন্তানদের মধ্য হ'তে জাহান্নামীদের বের করে দাও। আদম বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! কতজন জাহান্নামী? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন।... এ বক্তব্য লোকদের জন্য খুবই কঠিন হ'ল। এমনকি তাদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, দেখ ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায় থেকে হবে ৯৯৯ জন। আর তোমাদের মধ্য থেকে হবে ১ জন। তারপর বললেন, মানুষের মধ্য হ'তে তোমাদের সংখ্যার তুলনা হবে একটি সাদা গরুর পশমসমূহের মধ্যে একটি কালো পশম অথবা একটি কালো গরুর পশমসমূহের মধ্যে একটি সাদা পশমের মত।

অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি আশা করি যে তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা একথা শুনে 'আল্লাহু আকবার' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। আমরা আবারো 'আল্লাহু আকবার' বললাম। আর অবশ্যই আমি আশা রাখি যে, তোমরা জান্নাতীদের চার ভাগের তিন ভাগ হবে। তখন আমরা 'আল্লাহু

আকবার’ বললাম *(বুখারী হা/৪৭৪১; মুসলিম হা/২২২; মিশকাত হা/৫৫৪১ ‘হাশর’ অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং জাহান্নামীদের মধ্যে প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন ইয়াজূজ-মাজূজ সম্প্রদায়ের হবে এবং উম্মতে মুহাম্মাদী জান্নাতের তিন-চতুর্থাংশ হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের তাওফীক দান করুন-আমীন। *-জানুয়ারী’১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/১৫২।*

১৭. জান্নাতী মহিলাদের হূর কয়টি থাকবে? তাদের হূর কেমন হবে?

উত্তর : ‘হূর’ (حُوْرٌ) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। এটি জান্নাতী পুরুষদের জন্য নির্ধারিত। তবে জান্নাতী মহিলাদের জন্য অবশ্যই জান্নাতী স্বামী হবেন। যদিও তাদেরকে হূর বলা হবে না। নারীদের প্রতি পুরুষদের অধিক আসক্তির কারণে কুরআনে পুরুষদের জন্য হূরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জান্নাতী নারীদের জন্য তাদের স্বামীর ব্যাপারে কুরআন চুপ রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের কোন স্বামী থাকবে না। বরং বনু আদমের মধ্য থেকেই তাদের স্বামী থাকবেন *(ফাতাওয়া উছায়মীন, ফৎওয়া নং ১৭৮, ২/৫৩)*। যেমন আল্লাহ সেদিন বলবেন, ‘তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ কর’ *(যুখরুফ ৪৩/৭০)*। দুনিয়াতে নারী ও পুরুষ পরস্পরের কাম্যবস্তু হিসাবে জান্নাতেও প্রত্যেকে তা পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং যা কিছু তোমরা দাবী করবে’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩১)*। অতএব জান্নাতে নারীগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী স্বামী পাবেন। *-জুন’১৬, প্রশ্নোত্তর ৩/৩২৩।*

১৮. মৃত্যুর পর তথা পরকালে আমাদের ভাষা কি হবে? আল্লাহ বা ফেরেশতাগণ আমাদের সাথে কোন ভাষায় কথা বলবেন?

উত্তর : তারা মানুষের সাথে এমন ভাষায় কথা বলবেন, যা তারা বুঝতে পারবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৩/৪৫০)*। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, সেদিন মানুষ কোন ভাষায় কথা বলবে তা জানা যায় না। কেননা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে আমাদের কোন খবর দেন নি। ছাহাবায়ে কেরামও এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোন বিতর্ক করেননি। বরং সবাই এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। কেননা এ ব্যাপারে কথা বলা অনর্থক মাত্র *(মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৪/৩০০)*। *-সেপ্টেম্বর’১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/৪৭২।*

১৯. হান্নান ও মান্নান কি আল্লাহ্র গুণবাচক নাম? আল্লাহ নামটিও কি গুণবাচক নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : 'হান্নান' ও 'মান্নান' নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহের অন্ত র্ভুক্ত। আর 'আল্লাহ' নামটি হ'ল সত্তাগত। বাকী সবই গুণবাচক। (১) মিশকাত 'আল্লাহ্র নাম সমূহ' অনুচ্ছেদের ২২৯০ নং হাদীছে ৬টি নামের মধ্যে 'হান্নান' (অধিক স্নেহশীল) ও 'মান্নান' (অধিক দাতা) দু'টি নাম এসেছে। কিন্তু আনাস (রাঃ) বর্ণিত উক্ত ছহীহ হাদীছের শেষে উল্লেখিত গ্রন্থ সমূহের কোনটিতে 'হান্নান' নামটি নেই। নামটি মুসনাদে আহমাদে *(হা/১৩৪৩৫)* ও হাকেমে *(হা/৪২)* উল্লেখ থাকলেও তার সনদ যঈফ। তবে ছহীহ ইবনু হিব্বানে *(হা/৮৯৩)* নামটি বর্ণিত হয়েছে। মুহাক্কিক শু'আয়েব আরনাঊত্ব বলেন, 'হাদীছটির সনদ শক্তিশালী'। ঐ নামগুলি জনৈক ব্যক্তি ছালাত শেষে পড়ছিলেন। তা শুনে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর মহান নাম দ্বারা (دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ) আহ্বান করেছে। এই নামে ডাকলে তিনি জবাব দিয়ে থাকেন এবং উক্ত নাম দিয়ে প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা প্রদান করে থাকেন' *(তিরমিযী হা/৩৫৪৪; আবুদাঊদ হা/১৪৯৫; মিশকাত হা/২২৯০, হাদীছ ছহীহ)*।

(২) বুরায়দা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি এজন্য যে, তুমি আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি এক, তুমি অমুখাপেক্ষী।... এটি শুনে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর মহান নাম দ্বারা আহ্বান করেছে। এই নামে ডাকলে তিনি জবাব দেন এবং উক্ত নাম দিয়ে প্রার্থনা করলে তিনি তা কবুল করেন' *(তিরমিযী হা/৩৪৭৫; আবুদাঊদ হা/৯৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭; মিশকাত হা/২২৮৯, হাদীছ ছহীহ)*।

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক ৯৯টি নামের তালিকা সহ যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(তিরমিযী হা/৩৫০৭; মিশকাত হা/২২৮৮)*, সেটি যঈফ। একই রাবী কর্তৃক ছহীহ হাদীছে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলি (মর্ম অনুধাবন সহ মুখস্ত) গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(বুখারী হা/২৭৩৬; মিশকাত হা/২২৮৭; মির'আত ৭/৪২৫-২৬)*।

বিদ্বানগণ উক্ত নাম সমূহ রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, না কোন রাবী কর্তৃক সংযুক্ত, এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। ইমাম শাওকানী প্রথম দিকে ঝুঁকেছেন। কিন্তু ইবনু হাযম, দাঊদী, ইবনুল 'আরাবী, ইবনু হাজার

আসক্বালানী প্রমুখ বিদ্বানগণ দ্বিতীয়টির দিকে ঝুঁকেছেন। ইবনু হাযম বলেন, নামের তালিকা যুক্ত হাদীছ সমূহ যঈফ এবং আসলে এগুলির কিছুই ছহীহ নয়'। ইবনু 'আলান শারহুল আযকারে বলেন, এই মতভেদ বড় কিছু নয়। কেননা 'মওকূফ' বর্ণনা মরফূ'-এর হুকুম রাখে। কারণ নিজস্ব রায় থেকে কেউ এরূপ কথা বলতে পারে না' *(মির'আত ৭/৪৩৫-৩৬)*। ইবনুল 'আরাবী তিরমিযীর ভাষ্যে কোন কোন বিদ্বান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে আল্লাহ্র এক হাযার নাম জমা করেছেন *(ঐ, ৭/৪২৪-২৫)*।

ইবনু হাযম বলেন, আল্লাহ্র নাম ৯৯টিতে সীমাবদ্ধ। কারণ ছহীহ হাদীছে ৯৯ বলার পর একশ'-এর একটি কম (مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا) বলে খাছ করা হয়েছে *(বুখারী হা/২৭৩৬)*। তবে খাত্ত্বাবী ও জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, এর দ্বারা আধিক্য বুঝানো হয়েছে। যা উক্ত সংখ্যার বেশী হওয়াকে নিষেধ করে না' *(মির'আত ৭/৪২৪-২৫)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আসমাউল হুস্নার সংখ্যা ৯৯-তে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন দুঃখ বা কষ্টে পতিত হয়ে বলে, اللَّهُمَّ إِنِّى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِى بِيَدِكَ... أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমার এক বান্দা ও বান্দীর পুত্র। আমার ভাগ্য তোমার হাতে।... আমি তোমার নিকটে তোমার সমস্ত নামের মাধ্যমে যা তুমি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছ, আমার দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূরীকরণের প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তার সমস্ত দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দেন এবং তার বদলে তাকে খুশীতে ভরে দেন' *(আহমাদ হা/৩৭১২; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৯৭২; ছহীহাহ হা/১৯৯; মির'আত ৭/৪২৪; ইবনু কাছীর, তাফসীর আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*।

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) 'হান্নান' ও 'মান্নান' সহ আল্লাহ্র অন্যান্য গুণবাচক নাম সমূহের ব্যাখ্যা দান শেষে বলেন, উপরে বর্ণিত নাম সমূহের মর্মার্থ প্রত্যেকটিই বিশুদ্ধ। আমাদের মহান প্রতিপালক উক্ত গুণাবলী সমূহ দ্বারা ভূষিত। তাঁর গুণবাচক নাম সমূহ এবং সর্বোচ্চ গুণ সমূহ রয়েছে। তাঁর সৃষ্টি জগতে যার কোন তুলনা নেই এবং তাঁর রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *[বায়হাক্বী, আল-ই'তেক্বাদ (হাদীছ একাডেমী, ফায়ছালাবাদ, পাকিস্তান) 'আল্লাহ্র নাম সমূহের মর্ম' অনুচ্ছেদ পৃ. ২০-২১]*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/৮৪।*

ভ্রান্ত মতবাদ

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বাদারিয়া বা তাকদীরকে অস্বীকারকারীদের মাজূসী বা অগ্নিউপাসক বলে আখ্যায়িত করেছেন কি? তার কারণ কি?

উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ভাগ্যকে অস্বীকারকারীরা এ উম্মতের অগ্নি উপাসকদের ন্যায়। তারা অসুস্থ হ'লে তোমরা তাদেরকে দেখতে যাবে না। আর মারা গেলে তাদের জানাযায় যোগ দিবে না *(আবুদাঊদ হা/৪৬৯১; মিশকাত হা/১০৭, সনদ হাসান)*। এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন, আলো এবং অন্ধকারের ব্যাপারে ক্বাদারিয়াদের সাথে অগ্নি উপাসকদের মতবাদের সাদৃশ্যের কারণে রাসূল (ছাঃ) এরূপ বলেছেন। মজূসীরা ধারণা করে যে, ভাল কথা ও কর্ম আলো থেকে আসে। আর মন্দ কথা ও কর্ম অন্ধকার থেকে আসে। এভাবে তারা দ্বৈতবাদী। তেমনিভাবে ক্বাদারিয়ারা ভালো কাজকে আল্লাহ্‌র সাথে এবং মন্দকর্মকে মানুষ, শয়তান ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত করে। অথচ আল্লাহ ভালো-মন্দ উভয়েরই স্রষ্টা। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনটাই সংঘটিত হয় না। সৃষ্টি ও অস্তিত্বে আনয়নের দিক দিয়ে এ দু'টি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত এবং কর্ম ও উপার্জনের দিক দিয়ে এ দু'টি বান্দার সাথে সম্পর্কিত' *(নববী, শরহ মুসলিম ১/১৫৪; আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ ১২/২৯৫)*। আল্লাহ হ'লেন কর্মের স্রষ্টা এবং বান্দা হ'ল কর্মের বাস্তবায়নকারী'। অতএব তাওহীদের আক্বীদার সাথে ক্বাদারিয়াদের আক্বীদা পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। যা থেকে বিরত থাকা যরূরী। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/৯৫।*

২. কুর্দীদের পরিচয় ও আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : কুর্দীরা পশ্চিম এশিয়ার একটি নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী। জনসংখ্যা প্রায় পৌনে তিন কোটি। তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আর্মেনিয়ায় এদের আবাসস্থল। কুর্দী এদের প্রধান ভাষা। এদের অধিকাংশই (প্রায় ৯০%) সুন্নী মুসলিম এবং শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী। কিছু সংখ্যক ছূফী, শী'আ ও খ্রিষ্টান রয়েছে। বিভিন্ন দেশে তারা তাদের এলাকাসমূহকে 'কুর্দিস্তান' নামকরণ করলেও, তাদের কোন স্বাধীন রাষ্ট্র নেই। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ী বিখ্যাত সেনাপতি সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী ছিলেন কুর্দী ভাষী। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৮/১২৮।*

Contents

৩. ইরানের বর্তমান সরকার সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কোন্ দলভুক্ত শী'আ। তাদের আক্বীদা কি? তাদেরকে মুসলিম বলা যাবে কি?

উত্তর : ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সহ দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বারো ইমামে বিশ্বাসী ইছনা 'আশারিয়া ইমামিয়া শী'আ। নিম্নে তাদের মৌলিক কিছু আক্বীদা তাদের কিতাবসমূহ থেকে বর্ণিত হ'ল।-

(১) তাদের ইমামগণ অতীত এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় গায়েবের খবর রাখেন *(কুলাইনী, আল-কাফী, হুজ্জাহ অধ্যায় ১/২০৩)*। (২) ইমামদের চেনা ও মানা ফরয। ইমামদের অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। তাদের প্রতি রাসূলের আনুগত্যের ন্যায় আনুগত্য পোষণ করতে হবে *(আল-কাফী ১/১১০)*। এছাড়া ইমামগণ নবীগণের ন্যায় নিষ্পাপ ও তারা যে কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম করার ক্ষমতা রাখেন *(ঐ, ২২১, ২৭৮ পৃ.)*। তাদের নিকটে ফেরেশতা যাওয়া-আসা করেন *(ঐ, ১৩৫)*। (৩) আলী (রাঃ) এবং মাত্র কয়েকজন ছাহাবী ব্যতীত প্রথম তিন খলীফা সহ সকল ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর কাফের হয়ে গেছেন *(ঐ, ৮/২৪৫)*। (৪) জিবরীল যে কুরআন নিয়ে এসেছিলেন তাতে ১৭ হাযার আয়াত ছিল *(ঐ, ২/৬৩৪)*। (৫) তাদের নিকটে 'মুছহাফে ফাতেমী' রয়েছে, যা কুরআনের চাইতে তিনগুণ বড় এবং তাতে কুরআনের একটি হরফও নেই *(ঐ, ১/২৩৯)*। (৬) সুন্নীরা জাহান্নামী, তারা কাফের, নাপাক, তাদের জানাযার ছালাত আদায় করা নাজায়েয, তাদের যবেহ করা পশু খাওয়া অবৈধ, তারা ব্যভিচারের সন্তান, তারা বানর এবং শূকর, তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব *(বিহারুল আনওয়ার ৮/৩৬৮-৩৭০; আল-কাফী ১/২৩৯, ৮/১৩৫)* (৭) ইমাম ও অলীদের মাযার যিয়ারত করা ফরয। যিয়ারত পরিত্যাগকারী কাফের *(কিতাবু কামালিয যিয়ারাহ ১৮৩ পৃ.)*। (৮) হুসায়েন (রাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা বিশ বার হজ্জ এবং ওমরাহ করার চেয়েও অধিক উত্তম *(ফুরূঊল কাফী ১/৩২৪)*। (৯) ইমাম মাহদী দাঊদ (আঃ)-এর পরিবারের বিধান অনুযায়ী পৃথিবী শাসন করবেন *(আল-কাফী ১/৩৯৭)* (১০) বর্তমান ইছনা 'আশারিয়া শী'আদের ইমাম ও ইরানী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী (১৯০২-১৯৮৯) বলেন, আমাদের ইমামদের মর্যাদা এত উচ্চস্তরের যে, আল্লাহ্র কোন নিকটবর্তী ফেরেশতা বা প্রেরিত নবী উক্ত মর্যাদায় পৌঁছতে পারেননি' *(আল-হুকূমাতুল ইসলামিয়াহ ৭৫ পৃ.)*। এছাড়া স্বীয় অদ্বৈতবাদী কুফরী আক্বীদার পক্ষে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সাথে

আল্লাহ্র বিশেষ অবস্থাসমূহ রয়েছে। তিনি আমরা এবং আমরা তিনি' *(শারহু দু'আইস সাহার ১০৩ পৃ.)* ইত্যাদি।

আহলে সুন্নাত বিদ্বানগণ উপরোক্ত আক্বীদা পোষণকারীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে একমত। যেমন-

(১) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) বলেন, যে ব্যক্তি ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়, ইসলামে তার কোন অংশ নেই *(আবুবকর খাল্লাল, আস-সুন্নাহ ৩/৪৯৩)* **(২)** ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি.) বলেন, আমি প্রবৃত্তিপূজারীদের মধ্যে এদের চাইতে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী কাউকে দেখিনি' *(আবু হাতেম রাযী, আদাবুশ শাফেঈ ১৪৪ পৃ.)* **(৩)** ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) বলেন, যারা আবুবকর, ওমর, আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীগণকে গালি দেয়, তারা ইসলামের উপর আছে বলে আমি মনে করি না *(আবুবকর খাল্লাল, আস-সুন্নাহ ৩/৪৯৩)* **(৪)** ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি.) বলেন, আমি জাহমী ও রাফেযী অথবা ইহূদী ও নাছারাদের পিছনে ছালাত আদায় করাকে পরোয়া করি না। তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না, তাদের রোগীদের সেবা করা যাবে না, তাদের সাথে বিবাহ করা যাবে না, তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা যাবে না এবং তাদের যবহকৃত পশু খাওয়া যাবে না *(খালকু আফ'আলিল ইবাদ ১২৫ পৃ.)*। **(৫)** ৫ম শতকের স্পেনীয় মুজাদ্দিদ ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেন, কুরআন পরিবর্তনের দাবীদার রাফেযীরা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। মিথ্যা ও কুফরীর দিক দিয়ে এরা ইহূদী-নাছারাদের স্থলাভিষিক্ত *(কিতাবুল ফিছাল ২/২১৩)*। **(৬)** ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন, যারা ধারণা করে যে, কুরআনের মধ্যে কিছু আয়াতের কমতি রয়েছে বা গোপন করা হয়েছে... তাদের কুফরীর ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। যারা ধারণা করে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর কয়েকজন ব্যতীত সকল ছাহাবী মুরতাদ হয়ে গেছেন... তাদের কুফরীতেও কোন সন্দেহ নেই। বরং তাদের কুফরীর ব্যাপারে যারা সন্দেহ করে তারাও কাফের *(আছ-ছারেমুল মাসলূল ৫৮৬ পৃ.)*। **(৭)** ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বলেন, যারা ছাহাবীগণকে নিন্দা করে এবং গালি দেয়, তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায় এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয় *(কিতাবুল কাবায়ের ২৩৭ পৃ.)*। **(৮)** মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী (১১১৫-১২০৬ হি.) বলেন, যে ব্যক্তি ছাহাবীগণের সবাইকে 'ফাসেক' ও অধিকাংশকে 'মুরতাদ' হওয়ার

Contents

আক্বীদা পোষণ করে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করে *(আর-রিসালাহ ফির রাদ্দি 'আলার রাফেযাহ ১৮ পৃ.)*। **(৯)** আব্দুল আযীয দেহলভী (১১৫৯-১২৩৯ হি.) বলেন, আমি ইছনা 'আশারিয়াদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করে নিশ্চিত হ'লাম যে, ইসলামে তাদের কোন অংশ নেই এবং তাদের কুফরী নিশ্চিত *(মুখতাছারুত তুহফাহ ইছনা 'আশারিয়া ৩০০ পৃ.)*। **(১০)** শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি.) বলেন, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী হওয়ার কারণে খোমেনীর বক্তব্যসমূহ প্রকাশ্য কুফরী ও প্রকাশ্য শিরক। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে সেগুলি বা তার কিছু অংশ বর্ণনা করবে, সে ব্যক্তি মুশরিক ও কাফের। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম' *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ড. নাছের বিন আব্দুল্লাহ, উছূলু মাযহাবিশ শী'আতিল ইছনা 'আশারিয়াহ বই)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৯/২৩৯।*

৪. বাহাঈ কারা? এদের মতবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : বাহাঈ একটি ধর্মত্যাগী কাফের সম্প্রদায়। ১২৬০ হি. মোতাবেক ১৮৪৪ সালে বারো ইমামে বিশ্বাসী শী'আ গ্রুপ থেকেই এ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। আলী মুহাম্মাদ রেযা শীরাযী নামক এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। যার উপাধি ছিল 'বাব'। সে নিজেকে প্রথমে বাবুল মাহদী, এরপর মাহদী, তারপর রাসূল এবং পরবর্তীতে সকল রাসূলের শ্রেষ্ঠ রাসূল হিসাবে দাবী করে। আর তার উপাধির সাথে সম্পৃক্ত করে 'বাবিয়া' নামে সম্প্রদায়টি গড়ে উঠে। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে মিরযা হুসাইন আলী 'বাহাউল্লাহ' বা 'বাহাউদ্দীন' উপাধি নিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হন। অতঃপর তার অনুসারীরা বাহাঈ নামে পরিচিত হয়। এদের রচিত গ্রন্থ হ'ল 'আল-বায়ান' এবং 'আল-আক্বদাস'। তাদের দাবী এ গ্রন্থদ্বয় কুরআনকে রহিত করে দিয়েছে এবং তাদের ধর্মের আগমনের মাধ্যমে ইসলাম রহিত হয়ে গেছে। বাহাউদ্দীন ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে মারা যায়।

তাদের আক্বীদাসমূহ হ'ল- (১) 'বাব'ই তার নির্দেশ দ্বারা প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। সে-ই সব কিছুর শুরু এবং তার থেকেই সব কিছু প্রকাশিত হয়েছে। তার শরীর সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করেছে। (২) তাদের ধর্মের সৎ ব্যক্তিদের আত্মা সম্মানিত কিছুতে রূপান্তরিত হবে এবং অসৎ ব্যক্তিদের আত্মা শূকর, কুকুর ইত্যাদি নিকৃষ্ট পশুতে রূপান্তরিত হবে। (৩) তারা ১৯

সংখ্যাটিকে পবিত্র মনে করে। তাদের বছর হয় ১৯ মাসে এবং মাস হয় ১৯ দিনে। (৪) তাদের মতে, সকল নবীর মু'জিযা মিথ্যা এবং ফেরেশতা ও জিন জাতির কোন অস্তিত্ব নেই। (৫) জান্নাত-জাহান্নাম বলে কিছু নেই। (৬) তাদের মতে, কুরআনে ক্বিয়ামত বলতে 'বাহা'র প্রকাশিত হওয়া এবং মুহাম্মাদী শরী'আতের সমাপ্তি বুঝানো হয়েছে। (৭) ইস্রাঈলের উকা শহরে অবস্থিত 'ক্বাছরুল বাহজা' তাদের ক্বিবলা। (৮) তারা নারীদের জন্য পর্দা করাকে হারাম এবং মুত'আ বিবাহকে হালাল গণ্য করে। তাদের নিকট নারী-পুরুষ ভেদাভেদহীন। কেউ কারো জন্য হারাম নয়। সবাই সবার বিচরণস্থল। (৯) তাদের ছালাত তিন ওয়াক্তে নয় রাক'আত। জামা'আতে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। (১০) তাদের ছিয়াম হচ্ছে ২রা মার্চ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত ১৯ দিন। (১১) উকা শহরে 'বাহা'র কবরে যাওয়াই তাদের হজ্জ। ইরান, ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, লেবানন, ভারত, পাকিস্তান সহ ইউরোপ-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এ সম্প্রদায়ের বসবাস। শিকাগোতে এদের সর্ববৃহৎ উপাসনালয় রয়েছে। এদের প্রধান কেন্দ্র ইস্রাঈলে অবস্থিত। এদের আনুমানিক ৬০ লক্ষ অনুসারী রয়েছে *(বিস্তারিত দ্রঃ ড. তলা'আত যাহরান, আল-বাহাইয়াহ; ইহসান ইলাহী যহীর, আল-বাহাইয়াহ; নাক্বদ ওয়া তাহলীল)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৩৯৯।*

৫. কাদিয়ানীদের পরিচয় ও তাদের আক্বীদাসমূহ জানতে চাই।

উত্তর : শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অস্বীকার করায় কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের। চৌদ্দশ' হিজরীর প্রথম দিকে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর (১৮৩৫-১৯০৮) মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সম্প্রদায় জন্মলাভ করে *(পৃ. ১১৮-২২)*। গোলাম আহমাদ প্রথমে নিজেকে মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহদী দাবী করে। এরপর নিজেকে ঈসা ইবনু মারইয়াম এবং সবশেষে নিজেকে 'নবী' বলে দাবী করে। এমনকি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে *(পৃ. ১০৮)*।

নিম্নে তাদের কিছু আক্বীদা উল্লেখ করা হ'ল : (১) তারা বিশ্বাস করে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ ছালাত আদায় করেন, ছওম পালন করেন, ঘুমান, জাগ্রত থাকেন, লিখেন, সঠিক করেন, ভুল করেন, স্ত্রীর সাথে মিলিত হন ইত্যাদি *(পৃ. ৯৭)*। (২) তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী বলে স্বীকার করে না *(পৃ. ১০২)*। (৩) তারা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নবী ও

রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ *(পৃ. ১০৩, ১০৮)*। (৪) তারা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদের নিকট জিবরীল (আঃ) অহী নিয়ে আগমন করতেন *(পৃ. ১০৬)*। (৫) যারা গোলাম আহমাদকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে তারা 'কাফির' আখ্যা দিয়ে থাকে এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে *(পৃ. ১২২)*। (৬) তারা মুসলিমদের পিছনে ছালাত আদায় করাকে জায়েয মনে করে না এবং মুসলমানদের সাথে বিবাহ-শাদী হারাম মনে করে ও তাদের কবরস্থানে মুসলমানদের দাফন নিষিদ্ধ বলে' *(পৃ. ৩৪, ৩৬-৩৭)*। (৭) বৃটিশ প্রভুদের খুশী করার জন্য গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তার বায়'আত নামায় বলেন, যে ব্যক্তি ইংরেজ হুকূমতের আনুগত্য করে না, বরং তাদের বিরুদ্ধে মিছিল করে, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' *(পৃ. ১২১-২২)*। ইংরেজরা সবচেয়ে ভয় পায় মুসলমানদের জিহাদী জাযবাকে। তাই তিনি লেখেন, তোমরা এখন থেকে জিহাদের চিন্তা বাদ দাও। কেননা দ্বীনের জন্য যুদ্ধ হারাম হয়ে গেছে। এখন ইমাম ও মসীহ এসে গেছেন এবং আসমান থেকে আল্লাহ্র নূর অবতরণ করেছেন। অতএব কোন জিহাদ নেই। এখন যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে, তারা আল্লাহ্র শত্রু' *(পৃ. ১১৯)*। (৮) তাঁর লিখিত বই 'আল-কিতাবুল মুবীন'-কে তারা কুরআনের ন্যায় মনে করে, যা বিশ পারায় সমাপ্ত এবং এর বিরোধী সবকিছুকে তারা বাতিল গণ্য করে *(পৃ. ১০৮, ১১৭)*। (৯) তারা কাদিয়ান শহরকে মক্কা-মদীনার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে এবং ঐ শহরের মাটিকে তারা 'হারাম শরীফ' বলে *(পৃ. ১১১-১২)*। (১০) তারা তাদের দ্বীনকে পৃথক ও নতুন পরিপূর্ণ দ্বীন মনে করে। গোলাম আহমাদের সাথীদেরকে 'ছাহাবা' এবং তার অনুসারীদের নতুন 'উম্মত' বলে *(পৃ. ১১০)*। (১১) কাদিয়ানে তাদের বার্ষিক সম্মেলনকে তারা 'হজ্জ' মনে করে *(পৃ. ১১৬)*। এছাড়াও তাদের বহু নিকৃষ্ট আক্বীদা রয়েছে *(বিস্তারিত দ্রঃ ইহসান ইলাহী যহীর, আল-ক্বাদিয়ানিয়াহ : দিরাসাত ও তাহলীল (রিয়াদ : ১৪০৪/১৯৮৪), পৃ. ৯৪-১২৩; ১৫৪-৫৯)*।

গোলাম আহমাদের শেষ পরিণতি : 'অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স'-এর সেক্রেটারী ও সাপ্তাহিক 'আখবারে আহলেহাদীছ' পত্রিকার সম্পাদক ভারত সেরা মুনাযির মাওলানা আবুল অফা ছানাউল্লাহ্ অমৃতসরী (১৯৪৮..) অনেকগুলি মুনাযারায় তাকে পরাজিত করেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ্র আগুনঝরা বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লেখনীতে অতিষ্ঠ হয়ে গোলাম আহমাদ ১৯০৭

সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মাওলানা ছানাউল্লাহকে 'মুবাহালা' করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তাকে যেন আল্লাহ সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মৃত্যু দান করেন'। আল্লাহ মিথ্যুকের দো'আ কবুল করেন এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৩ মাস ১০ দিন পর ১৯০৮ সালের ২৬শে মে কঠিন কলেরায় আক্রান্ত হয়ে নাক-মুখ দিয়ে পায়খানা বের হওয়া অবস্থায় এই ভণ্ডনবী ঘৃণিতভাবে লাহোরে নিজ কক্ষের টয়লেটে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ মুবাহালা গ্রহণকারী সত্যসেবী আহলেহাদীছ নেতা মাওলানা ছানাউল্লাহ আমৃতসরী মৃত্যুবরণ করেন মিথ্যাবাদীর মৃত্যুর প্রায় ৪০ বছর পরে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। -ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১০/১৭০।*

৬. ইবাযীদের আক্বীদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : এদের আক্বীদা ভ্রান্ত ফিরক্বা খারেজীদের আক্বীদার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। এই ভ্রান্ত মতবাদটি হিজরী ১ম শতকে বছরায় জন্মলাভ করে। আব্দুল্লাহ বিন ইবায আত-তামীমীর নামে মতবাদটির জন্ম হ'লেও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর প্রখ্যাত ছাত্র জাবের বিন যায়েদ (২২-৯৩ হি.)-এর হাতেই মতবাদটি প্রসার লাভ করে। বর্তমান ওমানের ৮৭ ভাগ মুসলমানের মধ্যে ৭০ ভাগ এই মতবাদের অনুসারী। তাদের উল্লেখযোগ্য আক্বীদা হ'ল- (১) তাদের একদল আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা মতে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহকেই বুঝায়। কারণ আল্লাহ জানেন, বা শুনেন, বা দেখেন, বা ক্ষমতাবান বললে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য হয়। (২) তারা আল্লাহ্‌র উপরে থাকাকে এবং আরশের উপরে সমুন্নীত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান (যা কুরআন ও হাদীছের ঘোর বিরোধী)। (৩) তারা জান্নাতে আল্লাহকে দেখার বিষয়টি অস্বীকার করে (৪) তাদের মতে কুরআন মাখলূক বা সৃষ্ট। এটি সরাসরি আল্লাহ্‌র বাণী নয় (৫) তাদের একদল লোক কবরের আযাবকে অস্বীকার করে (৬) তাদের মতে ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত হবে শুধুমাত্র মুত্তাক্বীদের জন্য, পাপীদের জন্য নয়। (৭) তারা পুলছিরাত ও মীযানের পাল্লাকে অস্বীকার করে। *(বিস্তারিত দ্রঃ ড. গালিব বিন আলী আল-'এওয়াজী, ফিরাক্ব মু'আছারাহ ১/১৮৮-১৯৩; মুছত্বাফা বিন মুহাম্মাদ, আল-উছূল ওয়া তারীখুল ফেরাক্বিল ইসলামিয়াহ, ১/২৪৪-২৭৬)। -ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৯/১৯৯।*

৭. তরীকতপন্থীরা বলে থাকেন যে, আল্লাহ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়েন। একথা সত্য কি?

উত্তর : বক্তব্যটি সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে দরূদ অর্থ তাঁর রহমত নাযিল করা। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে দরূদ অর্থ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য আল্লাহ্র নিকটে রহমত প্রার্থনা করা। আর মুমিনদের পক্ষ থেকে দরূদ অর্থ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য দো'আ করা। যেরূপ তিনি শিক্ষা দিয়েছেন *(কুরতূবী, তাফসীর সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য স্বীয় উম্মতকে দরূদে ইবরাহীমী পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৩৩৭০; মুসলিম হা/৪০৬; মিশকাত হা/৯১৯)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৫/১২৫।*

৮. কিছু আলেমের মুখে শোনা যায় যে, আল্লাহ্র যিক্র পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের চেয়েও উত্তম। কেননা ছালাতের চাইতে যিকরের কথা কুরআনে বেশী এসেছে। তাদের বক্তব্য কি সঠিক?

উত্তর : যিকর অর্থ স্মরণ করা। আর আল্লাহকে স্মরণ করার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হ'ল ছালাত আদায় করা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য' *(ত্বোয়াহা হা/২০/১৪)*। ছালাতের বাইরে সর্বোত্তম যিকর হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এছাড়াও সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর ইত্যাদি। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, এগুলি ছালাত আদায়ের চাইতে উত্তম। অতঃপর যিকর দ্বারা যদি প্রচলিত 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকর অর্থ নেওয়া হয়, তবে সেটি বিদ'আত মাত্র। কেননা এমন যিকর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা ছালাতকেই বড় যিক্র বলেছেন *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। কেননা পুরো ছালাতই মূলতঃ যিক্র, দো'আ ও তাসবীহতে পরিপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছালাত সঠিক না হ'লে কোন ইবাদত সঠিক হবে না' *(ত্বাবারাণী হা/১৮৫৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*। সর্বোপরি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত হ'ল ফরয এবং অন্যান্য যিকর হ'ল নফল। আর কুরআনে যিকরের আলোচনা বেশী থাকার কারণে তার মর্যাদা ফরয ছালাতের চাইতে বেশী নয়। কাজেই সাধারণ যিক্রকে ফরয ছালাতের যিকরের চেয়ে উত্তম মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আক্বীদা। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/১১৯।*

৯. ইহূদী-খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে অনেক মুসলিম আত্মঘাতী হয়ে মারা যাচ্ছেন। আখেরাতে এদের পরিণাম কি হবে?

উত্তর : আত্মঘাতী হওয়া আত্মহত্যার শামিল। শরী'আতে যার কোন অনুমোদন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে ইসলামের পক্ষে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ শেষে যখমে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করেন *(বুখারী হা/৪২০৩ 'খায়বর যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৮৯২)*। তাছাড়া এগুলি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ নয়। বরং ইহূদী-নাছারাদের চক্রান্তে জিহাদের সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র মাত্র। মূলতঃ ইহূদী-খ্রিষ্টান রাষ্ট্র শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্ব মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিগুলির। তারা এটা না করলে পরকালে জওয়াবদিহি করতে বাধ্য হবে। এ দায়িত্ব সাধারণ নাগরিকের নয় এবং তারা এজন্য আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবে না। কারণ এটি তাদের সাধ্যের অতীত। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬; বিস্তারিত দ্রঃ 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই)*। বরং তারা এজন্য স্ব স্ব সরকারকে চাপ দিবে ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে। তাতেই তারা দায়মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম হা/১৮৫৪; তিরমিযী হা/২২৬৫; মিশকাত হা/৩৬৭১)*।

এসব আত্মঘাতীরা একদিকে আত্মহত্যাকারী হিসাবে পরকালে কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে *(বুখারী হা/৫৭৭৮; মুসলিম হা/১০৯; মিশকাত হা/৩৪৫৩)*। অন্যদিকে তাদের হাতে নিহত নিরপরাধ মানুষ হত্যার অপরাধে পরকালে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে' *(বুখারী হা/৬৬৭৫; মিশকাত হা/৫০)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*। যারা এসব কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করছে। এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তারা নিজেদের পাপভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে অন্যদের পাপের বোঝা। আর তারা যেসব মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে বিষয়ে ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদের প্রশ্ন করা হবে' *(আনকাবূত ২৯/১৩)*।

শায়খ আলবানী, উছায়মীন, আব্দুল্লাহ বিন বায, আব্দুল আযীয আলে শায়খ, ছালেহ বিন ফাওযান, আব্দুল আযীয রাজেহী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে নিহত হওয়াকে আত্মহত্যা বলে গণ্য করেছেন *(সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর ক্রমিক নং ২৭৩; উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ*

ছালেহীন ১/১৬৫-১৬৬; ফাতাওয়া শার'ঈয়াহ লিল হাছীন, পৃ. ১৬৬-১৬৯)। -*ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৮/১৯৮*।

১০. আল্লাহ বলেন, ...'তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ওদের সন্ধানে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহ'লে ওদের রাস্তা ছেড়ে দাও...' (তওবা ৯/৫)। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের যেখানেই কাফির-মুশরিকদের পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া; অতঃপর দ্বীন কবুল না করলে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক কি?

উত্তর : এটি হ'ল খারেজী চরমপন্থীদের ব্যাখ্যা। তাদের মতে 'যেখানেই পাও' এটি সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের যেখানেই পাও না কেন তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর হারাম শরীফ ব্যতীত' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ৯২ পৃ.)*।

আয়াতটি বিদায় হজ্জের আগের বছর নাযিল হয় এবং মুশরিকদের সাথে পূর্বেকার সকল চুক্তি বাতিল করা হয়। এর ফলে মুশরিকদের জন্য বায়তুল্লাহ্র হজ্জ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরের বছর যাতে মুশরিকমুক্ত পরিবেশে রাসূল (ছাঃ) হজ্জ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়। এটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ নির্দেশ মাত্র। তাদের সাথে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হ'লে মুসলিম সৈন্যদের জন্য আজও সেটা জায়েয হবে।

খারেজীপন্থী লোকেরা কুরআনের আরও দু'টি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'সাবধান! সৃষ্টি ও আদেশের মালিক কেবল তিনিই' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। 'আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই' *(ইউসুফ ১২/৪০)* এইসব আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তারা হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়কে 'কাফির' এবং তাঁদের রক্ত হালাল গণ্য করেছিল ও হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলে তাদের ধারণায় কোন মুসলিম সরকার 'মুরতাদ' হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালো' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৪৫ পৃ.)*। তাহ'লে তো এই আক্বীদার লোকেরা ক্ষমতায় গেলে কোন অমুসলিম বা কবীরা গোনাহগার মুসলিম এদেশে বসবাস করতে পারবে না। বরং এদের দৃষ্টিতে তারা প্রত্যেকে হত্যাযোগ্য আসামী হবে। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে

Contents

রাশেদীনের সময় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে মুনাফিক, ইহূদী, নাছারা, কাফের সবধরনের নাগরিক স্বাধীনভাবে বসবাস করতো।

বস্তুতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যতীত অন্য কারু প্রতি অস্ত্র ধারণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শই বাস্তব প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করেই যারা চটকদার কথা বলে জিহাদের নামে জঙ্গীবাদকে উসকে দিচ্ছে, তারা ইসলামের বন্ধু তো নয়ই, বরং ইসলামের শত্রু এবং খারেজী চরমপন্থীদের দলভুক্ত। যাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহুপূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করে গিয়েছেন *(বুখারী হা/৩৬১০; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) হা/৫৬৪২; বিস্তারিত দেখুন : জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা ৩৭-৫৭ পৃ.)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/৪২৭।*

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَزَالُ طَائِــفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَالِكَ–

ছওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০)*।

পবিত্রতা

১. টয়লেট সহ বাথরুমে ওযূ করার পর ওযূর দো'আ পাঠ করা যাবে কি? না বাইরে এসে দো'আ পড়তে হবে?

উত্তর : টয়লেটের ভিতরে উক্ত দো'আ পাঠে বাধা নেই। কেবল পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় দো'আ সহ সকল প্রকার যিকির থেকে বিরত থাকবে *(বুখারী, মুসলিম হা/৩৬৯; মিশকাত হা/৫৩৫)*। সাধারণভাবে বাথরুমে দো'আ পড়া যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করতেন' *(মুসলিম হা/৩৭৩; মিশকাত হা/৪৫৬)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/৯।*

২. ওযূর সময় কথা বলা যাবে কি? ওযূ করার সময় কথা বললে মাথার উপরে রহমতের চাদর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফেরেশতারা চলে যায়। একথার কোন ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : ওযূর সময় প্রয়োজনীয় কথা বলায় কোন দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) ওযূর সময় প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন *(বুখারী হা/৫৭৯৯; মুসলিম হা/২৭৪)*। তবে ওছমান (রাঃ) হ'তে মারফূ' সূত্রে 'ওযূ করার সময় কথা বলা থেকে বিরত থাকলে, উভয় ওযূর মাঝে সংঘটিত ছগীরা গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ *(তাহকীক সুনান দারাকুৎনী হা/৩০১, ৩০৪)*। এছাড়া ফেরেশতারা চলে যায় একথার কোন ভিত্তি নেই। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/৪১।*

৩. জনৈক বক্তা বলেন, এক বালতি গরুর পেশাবে চাদর ভিজিয়ে তা গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এভাবে বলা ঠিক হয়নি। তবে যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, সেসব প্রাণীর পেশাব-পায়খানা পবিত্র। সেটা কাপড়ে লাগলে উক্ত কাপড়ে ছালাত আদায় করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) নিজে ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করেছেন এবং অন্যদের অনুমতি দিয়েছেন *(বুখারী হা/২৩৪; মুসলিম হা/৩৬০, ৫২৪)*। এছাড়া তিনি উটের পেশাব পানের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন *(বুখারী হা/৬৮০২; মিশকাত হা/৩৫৩৯)*। অন্যদিকে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(ছহীহুল জামে'*

হা/১৭৬২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৩৩)। অর্থাৎ উটের পেশাব হালাল হওয়ার কারণেই রাসূল (ছাঃ) তা পান করার অনুমতি দিয়েছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, গরু-ছাগলের পেশাবে কাপড় ডুবিয়ে তা গায়ে দিতে হবে। কেননা এটা রুচি বিরোধী। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/৪৭।*

৪. গোসলের সময় লজ্জাস্থানে দৃষ্টি পড়লে বা খালি হাত স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে কি?

উত্তর : এতে ওযূ নষ্ট হবে না *(আবুদাঊদ হা/১৮২; তিরমিযী হা/৮৫; মিশকাত হা/৩২০)*। যে হাদীছে লজ্জাস্থান স্পর্শে ওযূ নষ্ট হবে বলা হয়েছে *(আহমাদ, ইরওয়া হা/১১৬, ১১৭; মিশকাত হা/৩৯০)*, তার অর্থ হ'ল, উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা *(টীকা দ্রঃ মিশকাত হা/৩২০)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/১১৭।*

৫. টিকটিকি ও এ জাতীয় প্রাণীর মল কাপড়ে লেগে গেলে উক্ত কাপড়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : টিকটিকি একটি কষ্টদানকারী ও বিষাক্ত প্রাণী। রাসূল (ছাঃ) একে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৩৩৫৯; মুসলিম হা/২২৩৮; মিশকাত হা/৪১১৯)*। এটি খাওয়া হারাম। কেননা আল্লাহ বলেন, তিনি তাদের জন্য পবিত্র বিষয় সমূহ হালাল করেছেন ও অপবিত্র বিষয় সমূহ নিষিদ্ধ করেছেন' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। যেটা খাওয়া হারাম, তার মলমূত্রও হারাম। অতএব তা কাপড়ে লেগে গেলে, তা পরিষ্কার করে ছালাত আদায় করতে হবে। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৪/১৪৪।*

৬. ইসলামী বিধান মতে কসাইয়ের কাজ জায়েয কি? গোশতের ছিটেফোঁটা ও রক্ত শরীরে বা কাপড়ে লাগলে ছালাত জায়েয হবে কি?

উত্তর : ইসলামী বিধান মতে কসাইয়ের কাজ জায়েয। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে অনেক ছাহাবী কসাইয়ের কাজ করতেন *(বুখারী হা/১৭১৭; মুসলিম হা/১৩১৭)*। আর গোশতের ছিটেফোঁটা বা রক্ত কাপড়ে লাগলে তাতে ছালাত জায়েয হবে। আল্লাহ তা'আলা রক্ত খাওয়া হারাম করেছেন; কিন্তু রক্তকে অপবিত্র বলেননি। সে কারণ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইস্তেহাযার রক্ত ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই' *(তাহকীক মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩০/১৫০।*

৭. পেশাব বা পায়খানা করার পর ওযূ করা যরূরী কি?

উত্তর : ওযূ করা যরূরী নয়। তবে সর্বদা ওযূ অবস্থায় থাকা নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক' *(মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১)*। তিনি আরো বলেন, ওযূ করার মাধ্যমে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ছগীরা গুনাহ সমূহ ঝরে যায় *(মুসলিম হা/২৪৫; মিশকাত হা/২৮৪)*। একদিন ফজরের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে ডেকে বললেন, কোন কাজ তোমাকে আমার আগে আগে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে? কেননা যখনই আমি জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার আগে আগে তোমার গমনের আওয়ায শুনি। জবাবে বেলাল বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আযান দিলেই তার পরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি এবং যখনই ওযূ নষ্ট হয় তখনই ওযূ করি এবং মনে করি যেন আমার উপরে আল্লাহ্র জন্য দু'রাক'আত ছালাত আবশ্যিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এজন্যই হ'তে পারে' *(তিরমিযী হা/৩৬৮৯; মিশকাত হা/১৩২৬; কাছাকাছি একই মর্মের হাদীছ বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১৩২২ নফল 'ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

এমনকি রাতে শোয়ার সময়ও যে ব্যক্তি ওযূ করে শয়ন করে, তাঁর সাথে একজন ফেরেশতা থাকে এবং সে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত দো'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তোমার অমুক বান্দাকে তুমি ক্ষমা কর। কেননা সে ওযূ অবস্থাতেই শয়ন করেছে *(ইবনু হিব্বান হা/১০৫১; ছহীহাহ হা/২৫৩৯)*। -*মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২২/২২২।*

৮. টয়লেটে পশ্চিম বা পূর্ব দিকে ফিরে বসায় কোন বাধা আছে কি? অনেকে এটাকে শরী'আত বিরোধী বা ক্বিবলার সাথে বেআদবী হিসাবে গণ্য করে। এর কোন ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই এবং এটাকে বেআদবী গণ্য করাও ঠিক নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'আমি হাফছার বাড়ীর ছাদে কোন কারণে উঠেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ক্বিবলাকে পিঠ করে হাজত সারতে দেখলাম' *(বুখারী হা/৩১০২; মুসলিম হা/২৬৬; মিশকাত হা/৩৩৫)*। জাবের (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/১৭; মিশকাত হা/৪৬৭)*। তবে টয়লেটের বাইরে খোলা স্থানে ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, '... পায়খানা-পেশাবের সময় তোমরা ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখবে না' *(বুখারী হা/৩৯৪; মুসলিম হা/২৬৪; মিশকাত হা/৩৩৪*

‘পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার’ পরিচ্ছেদ)। একদা ইবনু ওমর (রাঃ) স্বীয় উটকে সামনে রেখে কিবলার দিকে ফিরে পেশাব করলেন এবং এ ব্যাপারে প্রশ্নকারীকে বললেন, খোলা জায়গায় এরূপ করা হ’তে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যখন তোমার আর ক্বিবলার মধ্যে কোন পর্দা থাকবে, যা তোমাকে আড়াল করবে, তখন কোন বাধা নেই *(আবুদাঊদ হা/১১; মিশকাত হা/৩৭৩)*। সাইয়িদ সাবিক্ব এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহের সমন্বয় করে বলেন, উন্মুক্ত স্থানে ক্বিবলামুখী বা ক্বিবলার দিকে পিঠ করে পেশাব-পায়খানা করা নিষিদ্ধ। আর ঘেরাস্থানের মধ্যে জায়েয’ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৫-২৬ পৃ. ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়)*। *-নভেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩১/৭১।*

৯. কৃত্রিম দাঁতের পাটি ওযূ এবং ফরয গোসলের সময় খুলে রাখতে হবে কি?

উত্তর : কৃত্রিমভাবে লাগানো দাঁতের পাটি বা দাঁত খোলার প্রয়োজন নেই। ভালভাবে কুলি করাই যথেষ্ট হবে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর’ *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ছাহাবীর নাক যুদ্ধে ভেঙ্গে গেলে তাকে স্বর্ণের নাক লাগানোর নির্দেশ দেন *(আবুদাঊদ হা/৪২৩২; নাসাঈ হা/৫১৬১; মিশকাত হা/৪৪০০)*। কিন্তু তিনি তাকে ওযূর সময় তা খুলে রাখতে বলেছেন বা উক্ত ছাহাবী তা খুলে রাখতেন এরূপ কোন দলীল পাওয়া যায় না। *-এপ্রিল’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৯/২৫৯।*

১০. ঋতুর অপবিত্র কাপড়সমূহ পবিত্র কাপড় সমূহের সাথে একত্রে ধৌত করলে পবিত্রগুলিও অপবিত্র হয়ে যাবে কি? এছাড়া ঋতুর কাপড় ধৌত করার পৃথক কোন পদ্ধতি আছে কি?

উত্তর : ঋতুর অপবিত্র কাপড় অন্য পবিত্র কাপড়ের সাথে একত্রে ধৌত করলে পবিত্র কাপড় অপবিত্র হবে না। তবে পৃথকভাবে ধোয়াই রুচিশীলতার পরিচয়। ঋতুর কাপড় ধোয়ার পদ্ধতির ব্যাপারে জনৈকা মহিলা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে ধুয়ে ফেলবে *(বুখারী হা/২২৭; মুসলিম হা/২৯১; মিশকাত হা/৪৯৩)*। *-মে’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৫/২৯৫।*

১১. অতিরিক্ত গরমের কারণে পুরুষের জন্য জনসম্মুখে খালি গায়ে থাকা যাবে কি?

উত্তর : নারীর ন্যায় পুরুষেরও পর্দা আছে *(নূর ২৪/৩০)*। লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ *(বুখারী হা/৯; মুসলিম হা/৩৫)*। তাই লজ্জাশীলতার খেলাফ করা

যাবে না। তবে প্রয়োজনে খালি গায়ে থাকা যাবে। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি মাদুরের উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন, মাদুরের ও তাঁর মাঝে কোন কিছু ছিল না। মাদুর তাঁর শরীরে দাগ করে ফেলেছিল। তিনি খেজুরের ছাল ভর্তি বালিশে ঠেস দিয়েছিলেন' *(বুখারী হা/২৪৬৮; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/৫২৪০)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ১২/৩৩২।*

১২. মোযার উপর মাসাহ করার সঠিক পদ্ধতি কি?

উত্তর : ওযূ সহ পায়ে মোযা পরা থাকলে নতুনভাবে ওযূর সময়ে মোযার উপরিভাগে দুই হাতের ভিজা আংগুল পায়ের পাতা হ'তে টাখ্নু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে *(আবুদাঊদ হা/১৬১-৬২; মিশকাত হা/৫২২, ৫২৫; মুসলিম হা/২৭৪; মিশকাত হা/৫১৮)*। মুক্বীম অবস্থায় একদিন একরাত ও মুসাফির অবস্থায় তিনদিন তিনরাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা চলবে, যতক্ষণ না গোসল ফরয হয় (অথবা খুলে ফেলা হয়) *(মুসলিম হা/২৭৬; তিরমিযী হা/৯৬; মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ৬২-৬৩ পৃ.)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ২০/৩৪০।*

১৩. প্রত্যেক ওযূ শেষে লজ্জাস্থানে পানি ছিটানো নারী-পুরুষ সকলের জন্য যরূরী কি?

উত্তর : লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের উপর পানি ছিটানো নারী-পুরুষের জন্য মুস্তাহাব *(মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৫০-এর ব্যাখ্যা)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রথমে আমার নিকট যখন অহী নাযিল করা হয় তখন জিব্রীল (আঃ) আমার কাছে এসে আমাকে ছালাত ও ওযূ শিক্ষা দিলেন। ওযূ শেষ করলে তিনি হাতে পানি নিয়ে তার লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিলেন *(আহমাদ হা/১৭৫১৫; মিশকাত হা/৩৬৬; ছহীহাহ হা/৮৪১)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ১১/৪১১।*

১৪. ওযূর পর বা ছালাতরত অবস্থায় আমার মাঝে মাঝেই বায়ুর চাপ আসে। কখনো কখনো সন্দেহ হয় যে বেরিয়ে গেল কিনা। এরূপ সন্দেহ হ'লে ছালাত ভেঙ্গে ওযূ করে আসতে হবে কি?

উত্তর : এরূপ অবস্থায় ছালাত চালিয়ে যেতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, স্পষ্টভাবে বায়ূর শব্দ বা গন্ধ না পেলে ওযূ করতে হবে না *(ইবনু মাজাহ হা/৫১৫; মিশকাত হা/৩১০; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৭২; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃ. ৬৩)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৬/৪৫৬।*

ছালাত

১. জেহরী ছালাতে মুক্তাদী সূরা ফাতেহা ইমামের সাথে সাথে পাঠ করবে, নাকি এক আয়াত পরে পরে পাঠ করবে?

উত্তর : মুক্তাদী ইমামের পিছে পিছে নীরবে সূরা ফাতেহা পড়বে। জেহরী ছালাতে মুক্তাদী কিভাবে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে, এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম হা/৩৯৫; মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১২)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/১৭।*

২. পুরুষের ইমামতিতে মহিলা জামা'আত চলাকালীন অবস্থায় ইমামের ক্বিরাআতে ভুল হ'লে মহিলারা ভুল সংশোধন করে দিতে পারবে কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় মহিলাগণ মুখে ক্বিরাআতের সংশোধনী দিবেন না। কেননা রাক'আত বা অনুরূপ কোন বড় ভুলে 'হাতের উপর হাত' মারা *(বুখারী হা/১২০৩; মুসলিম হা/৪২২; মিশকাত হা/৯৮৮)* ব্যতীত তাদের জন্য সকণ্ঠে সংশোধনী দেওয়ার কোন বিধান নেই। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/২৯।*

৩. কোন কোন ছালাত আদায় না করলে গোনাহ হবে এবং কোন ছালাত আদায় না করলে গোনাহ হবে না? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : কালেমা পাঠকারী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান থাকা পর্যন্ত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ফরয। এছাড়া বাকি সকল ছালাতই নফল *(বুখারী হা/২৬৭৮; মুসলিম হা/১১; মিশকাত হা/১৬৯)*। যেকোন ফরয ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কেননা অবহেলাবশতঃ ফরয ছালাত পরিত্যাগ করা 'কুফরী'র পর্যায়ভুক্ত মহাপাপ *(মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৫৬৯, ৫৭৪, ৫৮০)*। এছাড়া নফল ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি গোনাহগার হবে না। তবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র ভালবাসা ও নৈকট্য লাভ করে *(বুখারী হা/৬৫০২)*। বান্দার ফরয ইবাদতের ঘাটতিসমূহ এর দ্বারা পূরণ করা হয় *(আবুদাঊদ হা/৮৬৪, মিশকাত হা/১৩৩০)*। আর কিছু নফল ছালাত রয়েছে, যা রাসূল (ছাঃ) কখনোই ছাড়তেন না। যেমন ফজরের সুন্নাত ও বিতর ছালাত *(বুখারী হা/১১৬৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৩, ১২৬২)*। এতদ্ব্যতীত যোহরের আগে-পরের ৬ বা ৪, মাগরিবের পরে ২ ও এশার পরের ২ রাক'আত ছালাত তিনি পারতপক্ষে ছাড়তেন না *(তিরমিযী হা/৪১৫; ঐ, মিশকাত হা/ ১১৫৯)*।

তাছাড়া ইদায়নের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ, যা আদায় করা সবার জন্য আবশ্যক। এটি ইসলামের নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর জানাযার ছালাত ফরযে কিফায়াহ, যা মহল্লার কেউ আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হয় এবং কিছু লোক আদায় করলে সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ২১৩)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/৩০।*

৪. গামছা বা অনুরূপ পাতলা কিছু গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তরঃ উভয় কাঁধ পূর্ণরূপে ঢেকে থাকলে এরূপ কাপড় গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে *(বুখারী হা/৩৫৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৭৫৪)*। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও তাক্বওয়াপূর্ণ সুন্দর পোষাক পরে আল্লাহ্র সামনে দণ্ডায়মান হওয়া যরূরী। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩১/৩১।*

৫. সুৎরাবিহীন অবস্থায় একজন মুছল্লীর কতটুকু সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে?

উত্তর : উক্ত অবস্থায় যরূরী প্রয়োজনে মুছল্লীর সিজদার স্থানের বাহির দিয়ে অতিক্রম করা যাবে *(বুখারী হা/৫০৯, মুসলিম হা/৫০৫)*। উক্ত হাদীছে بين يدي المصلي দ্বারা মুছল্লীর সিজদার স্থান পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ; ফাতাওয়া ওছায়মীন, মাসআলা নং ৬২৪)*। মসজিদ ছাড়া অন্যত্র একাকী ছালাত আদায়কারী মুছল্লী সামনে সুতরা রেখে ছালাত আদায় করবেন *(আবুদাঊদ হা/৬৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৪১)*। যদি সুতরা না রেখে ছালাত আদায় করেন, তবে তার সিজদার স্থান পর্যন্ত জায়গার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না *(বুখারী হা/৫১০; মুসলিম হা/৫০৭; মিশকাত হা/৭৭৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন বস্তুকে সম্মুখে রেখে ছালাত আদায় করবে যা তাকে লোকদের থেকে সুৎরা বা পর্দা স্বরূপ হবে, এমন অবস্থায় তার সম্মুখ দিয়ে যদি কেউ অতিক্রম করতে চায়, তাহ'লে সে যেন তাকে বাধা দেয়' *(বুখারী হা/৫০৯; মুসলিম হা/৫০৫; মিশকাত হা/৭৭৭ 'ছালাত' অধ্যায় 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য; মির'আতুল মাফাতীহ হা/৭৮৬-এর ব্যাখ্যা; উছায়মীন, আরকানুল ইসলাম ২/৪৯৩ পৃ., প্রশ্নোত্তর নং ২৬৭)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/৬১।*

৬. কোন অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির অনেক বছরের ক্বাযা ছিয়াম বা ক্বাযা ছালাত তার সন্তান আদায় করে দিতে কিংবা ফিদইয়া দিতে পারবে কি?

উত্তর : সন্তানের পক্ষ থেকে পিতার অতীত বছর সমূহের ছালাত ও ছিয়ামের ক্বাযা বা কাফফারা আদায় করা যরূরী নয়। কেননা 'একের বোঝা অন্যে বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। অনেক বছরের ক্বাযা ছালাত ও ছিয়ামের জন্য অসুস্থ ব্যক্তি নিজে আল্লাহ্র নিকটে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন *(যুমার ৩৯/৫৩)*। কেননা 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না...' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তবে অসুস্থ অবস্থায় শারীরিক অক্ষমতার কারণে প্রতি ছিয়ামের জন্য একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে *(বুখারী হা/৪৫০৫ 'তাফসীর' অধ্যায়, ২৫ অনুচ্ছেদ)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/৬৮।*

৭. 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাওম' অংশটুকু কি আযান প্রচলনের শুরু থেকেই ফজরের আযানের সাথে যুক্ত ছিল, না পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে?

উত্তর : এটা পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে। বেলাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা তিনি ফজরের আযান দেওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন। তাকে বলা হ'ল যে, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (ঘুম থেকে ছালাত উত্তম)। অতঃপর এই শব্দাবলী ফজরের আযানের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হ'ল এবং বিষয়টি এভাবেই সাব্যস্ত হয়ে গেল' *(ইবনু মাজাহ হা/৭১৬, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, যে কারণেই চালু হৌক না কেন আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের অনুমোদন পাওয়া ব্যতীত তা শরী'আত হিসাবে গণ্য হয় না। ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবীদের প্রস্তাবক্রমে এমনকি কুরআনের কয়েকটি আয়াতও নাযিল হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, ছাহাবীদের কথাই কুরআন বা হাদীছ। অতএব আযানের বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত হিসাবে গৃহীত। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৯/২০৯।*

৮. আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দো'আ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

উত্তর : আযান ও ইক্বামতের মাঝে দো'আ করার ফযীলত আছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ের দো'আ ফেরত দেয়া হয় না। অতএব তোমরা এসময় দো'আ কর' *(আহমাদ হা/১২৬০৬; তিরমিযী হা/২১২; মিশকাত হা/৬৭১)*। তিনি বলেন, 'যখন ছালাতের আযান দেওয়া হয়, তখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দো'আ কবূল করা হয়' *(মু'জামুল আওসাত্ব হা/৯১৯৫; ছহীহাহ হা/১৪১৩)*। অত্র হাদীছ সাধারণভাবে আযান

ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দো'আ কবুল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। অতএব এসময় আযানের দো'আসহ অন্যান্য দো'আ পাঠ করা যাবে *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার হা/৫০৭-এর আলোচনা দ্রঃ)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ০২/৩৬২।*

৯. আযানের পর পঠিতব্য ছহীহ এবং জাল-যঈফ দো'আ সমূহ কি কি?

উত্তর : বিশুদ্ধ নিয়ম হ'ল, আযানের জওয়াব দান শেষে প্রথমে দরূদ পড়বে *(মুসলিম হা/৩৮৪; মিশকাত হা/৬৫৭)*। অতঃপর আযানের দো'আ পড়বে *'আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ, ওয়াছ ছলা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ, ওয়াব'আছ্হু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদ্তাহ'*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দো'আ পাঠ করবে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে' *(বুখারী হা/৬১৪; মিশকাত হা/৬৫৯)*। এছাড়া আযানের অন্য দো'আও রয়েছে *(মুসলিম হা/৩৮৬; মিশকাত হা/৬৬১)*।

প্রকাশ থাকে যে, আযান একটি ইবাদত। এতে কোনরূপ কমবেশী করা জায়েয নয়। তবুও আযানের দো'আয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য যোগ হয়েছে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এর কিছু নিম্নরূপ :

(১) বায়হাক্বীতে *(১ম খণ্ড ৪১০ পৃ.)* বর্ণিত আযানের দো'আর শুরুতে *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি হাকক্বে হা-যিহিদ দাওয়াতে'* (শায) **(২)** একই হাদীছের শেষে বর্ণিত *'ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল মী'আ-দ* (শায) **(৩)** ইমাম ত্বাহাভীর 'শারহু মা'আনিল আছার'-য়ে বর্ণিত *'আ-তি সাইয়িদানা মুহাম্মাদান'* (মুদরাজ ও শায) **(৪)** ইবনুস সুন্নীর 'ফী 'আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ'তে *'ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আতা'* (বানোয়াট ও সংযোজন) **(৫)** রাফেঈ প্রণীত 'আল-মুহার্রির'-য়ে আযানের দো'আর শেষে বর্ণিত *'ইয়া আরহামার রা-হিমীন'* (ভিত্তিহীন) **(৬)** আযানের দো'আয় যোগ করা *'ওয়ারঝুক্বনা শাফা'আতাহূ ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাহ'* (বানোয়াট) **(৭)** শেষে *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ, ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম* বলা (বানোয়াট) *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪৩ পৃ. ১/২৬০-৬১; ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর ১/৫১৮ পৃ.; মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাত ২/১৬৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ পৃ. ১/৯২)*। অতএব এসব পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৮-৭৯ পৃ.)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৯/২৮৯।*

১০. যোহর, আছর, মাগরিব একত্রে জমা-ক্বছর করার ক্ষেত্রে অথবা ক্বাযা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যরূরী কি?

উত্তর : সকল ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সুন্নাত। খন্দক যুদ্ধের দিন ব্যস্ততার কারণে আছরের ছালাত ছুটে গেলে রাসূল (ছাঃ) মাগরিবের আযানের পর প্রথমে আছর তারপর মাগরিবের ছালাত আদায় করেছিলেন *(বুখারী হা/৯৪৫; মুসলিম হা/৬২৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৮৭)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যুদ্ধের ব্যস্ততার কারণে এদিন তিনি রাতের বেলা ধারাবাহিকভাবে আছর থেকে এশা পর্যন্ত ক্বাযা ছালাত আদায় করেছিলেন *(আহমাদ হা/১১৬৬২, মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/১২৯৬, সনদ ছহীহ)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/৬৯।*

১১. তাহাজ্জুদ ফউত হওয়ার আশংকা থাকায় এশার ছালাতের পর বিতর পড়লে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর পুনরায় বিতর পড়তে হবে কি?

উত্তর : পুনরায় বিতর পড়তে হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক রাতে দুই বিতর নেই' *(তিরমিযী হা/৪৭০; আবুদাঊদ হা/১৪৩৯)*। আর তাহাজ্জুদ ফউত হওয়ার আশংকা থাকলে রাতের প্রথম ভাগে বিতর ছালাতের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে সেটাই তার রাত্রির নফল ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হবে *(দারেমী হা/১৫৯৪; মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*। তাছাড়া ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারলে সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময় বিতরের ক্বাযা আদায় করবে। এতে সে রাতে বিতর আদায়ের নেকী পেয়ে যাবে' *(মুসলিম হা/৭৪৭; মিশকাত হা/১২৪৭; ছহীহুত তারগীব হা/৬৬৩)*। স্মর্তব্য যে, ফজরের ইক্বামতের পূর্ব পর্যন্ত বিতর আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিতর আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ল বা ভুলে গেল, সে যেন সকাল হ'লে বা স্মরণ হ'লে তা আদায় করে নেয়' *(আবুদাঊদ হা/১৪৩১; তিরমিযী হা/৪৬৬; মিশকাত হা/১২৬৮)*। হাদীছটির ব্যাখ্যায় শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে ছালাত শুরুর পূর্ব পর্যন্ত বিতর আদায় করা যায়। যেমন ইবনু ওমর, আয়েশা ও অনেকে করতেন। তাহাজ্জুদ বা বিতর ক্বাযা হয়ে গেলে উবাদাহ বিন ছামেত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস প্রমুখ ছাহাবীগণ ফজর ছালাতের আগে তা আদায় করে নিতেন' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৮৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮১ পৃ.)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২/৮২।*

১২. আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, বৃদ্ধ, জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিদের মসজিদে সামনের কাতারে দাঁড়াতে দিতে হবে। এটা হাদীছসম্মত কি?

উত্তর : উক্ত আমল হাদীছসম্মত। তবে কেবল বয়সে বৃদ্ধ ও সম্মানী নয় বরং ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণই ইমামের পিছনে ও নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবেন *(মুসলিম হা/৪৩২; মিশকাত হা/১০৮৯)*। এর কারণ হ'ল তাঁরা যেন ইমামের ভুলের ক্ষেত্রে তাকে সতর্ক করতে পারেন এবং প্রয়োজনে ইমামের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৯)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ২২/৩০২।*

১৩. দুই সিজদার মধ্যে দো'আ পাঠ করার সময় অনেকে শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেন। এ ব্যাপারে কোন দলীল আছে কি?

উত্তর : এব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি 'শায' *(আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ১/২১৪; ছহীহাহ হা/২২৪৭-এর আলোচনা দ্রঃ)*। অতএব তা আমলযোগ্য নয়। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৮/১৪৮।*

১৪. ইমাম ছাহেব জুম'আ ব্যতীত অন্য ওয়াক্তে মসজিদে কোন সুৎরা ছাড়াই সামনে এক কাতার স্থান খালি রেখে ইমামতি করেন। এটা জায়েয হবে কি?

উত্তর : এভাবে ছালাত আদায়ে বাধা নেই। কারণ দেওয়াল বেষ্টিত মসজিদের দেওয়াল অথবা মসজিদের ক্বিবলার দিকের খাম্বা বা খুঁটিই মুছল্লীর জন্য সুৎরা। নতুন করে ইমামের সামনে সুৎরা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। -*ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/৮৩।*

১৫. জেহরী ছালাত সমূহ বাড়িতে বা মসজিদে একাকী পড়ার ক্ষেত্রে ক্বিরাআত সরবে না নীরবে পাঠ করতে হবে? এসময় ইক্বামত দিতে হবে কি?

উত্তর : বাড়িতে বা মসজিদে, একাকী হৌক বা জামা'আতে হৌক, যে ওয়াক্তের ছালাত রাসূল (ছাঃ) যেভাবে আদায় করেছেন, তা সেভাবেই আদায় করা আবশ্যক *(বুখারী হা/৬৩১; মুসলিম হা/৬৭৪; মিশকাত হা/৬৮৩)*। তবে মসজিদে বা জনবহুল স্থানে যেখানে অপর মুছল্লীর অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেসব স্থানে নীরবে বা নীচু কণ্ঠে ক্বিরাআত করাই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাফে থাকাকালীন সময়ে এক ব্যক্তি সরবে ক্বিরাআত করলে তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকে তার রবের সাথে গোপনে কথা (মুনাজাত) বলে থাক। অতএব তোমাদের কেউ যেন কাউকে সরবে ক্বিরাআত পাঠ করে কষ্ট না দেয় *(আবুদাঊদ হা/১৩৩২; ছহীহাহ হা/১৬০৩)*। আর একাকী হৌক বা

জামা‘আতে হৌক উভয় ক্ষেত্রে ইক্বামত দেওয়া সুন্নাত *(মুসলিম হা/৬৮০, আবুদাঊদ হা/৪৩৫; ইবনু হিব্বান হা/১৬৬০)*। *-ডিসেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/৮৬।*

১৬. প্রত্যেক রাক‘আতে সূরা ফাতেহার পর একই সূরা পাঠে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। একদা রাসূল (ছাঃ) ফজরের দু’রাক‘আত ছালাতেই সূরা যিলযাল পাঠ করেন’ *(আবুদাঊদ হা/৮১৬, সনদ হাসান)*। অন্য একদিন তিনি মাগরিবের দু’রাক‘আতেই সূরা আ‘রাফ (অর্থাৎ তার কিছু অংশ) পাঠ করেন’ *(তিরমিযী হা/৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/৮৩১, সনদ ছহীহ)*। তবে এসবই সাময়িক আমল। অধিকাংশ সময় তিনি ভিন্ন ভিন্ন সূরা পাঠ করতেন। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) খুব কমই দু’রাক‘আতে একই সূরা পাঠ করেছেন’ *(যাদুল মা‘আদ ১/২০৭)*। অতএব প্রত্যেক রাক‘আতে ভিন্ন ভিন্ন সূরা বা আয়াত পাঠ করাই উত্তম। যদিও একই সূরা পাঠে বাধা নেই। *-ডিসেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/৮৮।*

১৭. সফর অবস্থায় ছালাত ক্বছর করতেই হবে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?

উত্তর : এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আল্লাহ বলেন, ‘যখন তোমরা সফর কর, তখন ছালাতে ক্বছর করায় তোমাদের কোন দোষ নেই’ *(নিসা ৪/১০১)*। সফর অবস্থায় ছালাতে ‘ক্বছর’ করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি একটি উপহার স্বরূপ। আর উপহার গ্রহণ করাই উত্তম। যেমন- ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি ছাদাক্বা। আল্লাহ তা‘আলা (ছালাত ‘ক্বছর’ করার অনুমতি দানের মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি এটি ছাদাক্বা হিসাবে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তাঁর ছাদাক্বা গ্রহণ কর’ *(মুসলিম হা/৬৮৬; মিশকাত হা/১৩৩৫)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর সাথে সফরে থেকেছি। তাঁরা সফরে দু’রাক‘আতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না’ *(বুখারী হা/১১০২; মুসলিম হা/৬৮৯; মিশকাত হা/১৩৩৮)*। তবে উক্ত সফর অবশ্যই আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের সফর হ’তে হবে, গোনাহের সফর নয় *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৬ পৃ.)*। *-ডিসেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/৯৩।*

১৮. যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত সুন্নাত ছালাত এক সালামে পড়তে হবে কি?

উত্তর : যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত কিংবা দুই রাক‘আত উভয় আমল করা যাবে *(বুখারী হা/১১৬৫; মুসলিম হা/৭২৯; মিশকাত হা/১১৫৯-৬০)*। আর চার রাক‘আত সুন্নাত এক সালামে বা দুই সালামে উভয়ভাবেই পড়া যাবে *(নাসাঈ হা/৮৭৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩২২)*।

উল্লেখ্য, ‘যোহরের পূর্বে এক সালামে চার রাক‘আত ছালাতের জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়’ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১২৭০; যঈফ তারগীব হা/৩২০; মিশকাত হা/১১৬৮, সনদ যঈফ)*। *-ডিসেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/১০৩।*

১৯. ছালাতে বুকের উপর হাত বাঁধার ক্ষেত্রে কেউ কনুই পর্যন্ত পুরো হাত অপর হাতের উপর রাখে। আবার কেউ হাতের তালু অপর হাতের তালুর উপর রাখে। এক্ষণে হাত বাঁধার সঠিক নিয়ম কি?

উত্তর : বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে রাখাই ছালাতে হাত বাঁধার সঠিক নিয়ম। ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাঃ) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। এমতাবস্থায় দেখলাম যে, তিনি বাম হাতের উপরে ডান হাত স্বীয় বুকের উপরে রাখলেন’ *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯; আবুদাঊদ হা/৭৫৫)*। একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় আরো স্পষ্টভাবে এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে ডান হাত বাম হাতের পাতা, কব্জি ও হাতের উপর রাখতেন *(নাসাঈ হা/৮৮৯, সনদ ছহীহ)*। এর দ্বারা কনুই থেকে কনুই পর্যন্ত পুরা হাতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সাহ্‌ল বিন সা‘দ (রাঃ) বলেন, ‘লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ’ত যেন তারা ছালাতের সময় ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখে *(বুখারী হা/৭৪০; মিশকাত হা/৭৯৮)*। অনুরূপভাবে বাম হাতের জোড়ের (কব্জির) উপরে ডান হাতের জোড় বুকের উপরেও রাখা যাবে *(আহমাদ হা/২২০১৭; আহকামুল জানায়েয ১/১১৮, সনদ হাসান)*।

‘ছালাতে তালুর উপর তালু রাখা সুন্নাত’ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(দারাকুৎনী হা/১০৮৫, সনদ যঈফ)*। এতদ্ব্যতীত নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে যত হাদীছ এসেছে সবই যঈফ *(দারাকুৎনী হা/১০৮৯-৯০; আবুদাঊদ হা/৭৫৬; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৯৬৩, সনদ যঈফ)*। যার একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় *(মির‘আত ৩/৬৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৮৫ পৃ.)*।

আলবানী (রহঃ) বলেন, হাতের উপর হাত রাখা এবং ধরা দু'টিই সুন্নাত। কিন্তু এ বিষয়ে পরবর্তী হানাফী বিদ্বানগণের কেউ কেউ যা বলেছেন সেটি বিদ'আত। তার নিয়ম যা তারা বলেছেন যে, ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে এমনভাবে যে, কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কব্জি ধরবে এবং বাকি তিনটি আঙ্গুল খোলা থাকবে *(ছিফাতু ছালাতিন্নবী পৃ. ৬৮, টীকা-৬)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/১০৭।*

২০. ইশরাক্ব, চাশত ও আউওয়াবীনের ছালাতের সঠিক সময় কোনটি? প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে আদায় করাই কি সুন্নাত?

উত্তর : উল্লিখিত তিনটি ছালাতই মূলতঃ একই ছালাত। সময়ের ব্যবধানের কারণে নামের ভিন্নতা হয়ে থাকে। যেমন 'শুরূক্ব' অর্থ সূর্য উদিত হওয়া। 'ইশরাক্ব' অর্থ চমকিত হওয়া। 'যোহা' অর্থ সূর্য গরম হওয়া। এই ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে একে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয় এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে 'ছালাতুয যোহা' বা 'চাশতের ছালাত' বলা হয়। আবার দুপুরের পূর্বে পড়লে এই ছালাতকেই *'ছালাতুল আউওয়াবীন'* বলে *(মুসলিম হা/৭৪৮; ছহীহাহ হা/১১৬৪; মিশকাত হা/১৩১২; মির'আত ৪/৩৫১)*। অতএব এ ছালাতটি তিনটি সময়ের যে কোন সময়ে পড়লেই যথেষ্ট হবে। উল্লেখ্য যে, মাগরিবের পরের ছয়, বিশ বা যে কোন পরিমাণ নফল ছালাতকে 'আউওয়াবীন' বলার হাদীছগুলি অত্যন্ত যঈফ *(তিরমিযী হা/৪৩৫; মিশকাত হা/১১৭৩-৭৪; যঈফাহ হা/৪৬৯, ৪৬৭, ৪৬১৭)*।

এই ছালাত বাড়ীতে পড়া 'সুন্নাত'। এটি সর্বদা পড়া এবং আবশ্যিক গণ্য করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কখনও পড়তেন, কখনো ছাড়তেন' *(মির'আত শরহ মিশকাত ৪/৩৪৪-৫৮; দ্র: ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫৪-৫৫ পৃ.)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩/১২৩।*

২১. ফরয ছালাতের আগের সুন্নাতগুলো পরে এবং পরের গুলো আগে আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : ওযর বশতঃ ফরয ছালাতের আগের সুন্নাতগুলি পরে আদায় করা যায়। ব্যস্ততার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন যোহরের পূর্বের সুন্নাত আছরের পরে আদায় করেছিলেন *(বুখারী হা/১২৩৩; মুসলিম হা/৮৩৪; মিশকাত হা/১০৪৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে না পারলে পরে তা আদায় করে নিতেন' *(তিরমিযী*

হা/৪২৬, সনদ হাসান)। এরূপভাবে জনৈক ছাহাবীকে ফজরের পূর্বের সুন্নাত পরে আদায় করতে দেখে তিনি মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন *(ইবনু মাজাহ হা/১১৫৪; আবুদাঊদ হা/১২৬৭, সনদ ছহীহ)*। তবে পরের সুন্নাত আগে পড়ার কোন বিধান নেই। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৭/১৫৭।*

২২. মাসবূক বাকী ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে প্রথমে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে হাত বাঁধবে কি?

উত্তর : মাসবূক হৌক বা সাধারণ ছালাত আদায়কারী হৌক, তাশাহহুদ থেকে উঠে দাঁড়ালে প্রথমে রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে ও বুকে হাত বাঁধবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয় রাক'আত থেকে তৃতীয় রাক'আতে উঠে দাঁড়াবার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন *(বুখারী হা/৭৩৯; মিশকাত হা/৭৯৪)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৯/১৫৯।*

২৩. জামা'আতে ছালাতরত অবস্থায় শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তর : 'আ'ঊযুবিল্লা-হ' বলে বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। ওছমান ইবনু আবিল 'আছ বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! শয়তান আমার ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে খটকা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, 'এটা একটা শয়তান যাকে 'খিনযাব' বলা হয়। সুতরাং তুমি যখন এর খটকা অনুভব করবে, তখন তা থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। অর্থাৎ 'আ'উযুবিল্লা-হ' পড়বে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। রাবী বলেন 'আমি এ আমল করাতে আল্লাহ আমার হ'তে শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূরীভূত করেন *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭ 'ওয়াসওয়াসা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, থুক মারা অর্থ থুথু ফেলা নয়। কেবল থুক শব্দ করা। যাতে মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায়। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৩/১৭৩।*

২৪. ফজরের আযানের পূর্বে মানুষকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য মসজিদের মাইকে কুরআন তেলাওয়াত, দো'আ বা ইসলামী গান গাওয়া যাবে কি?

উত্তর : ফজরের আযানের পূর্বে আযান ব্যতীত সকল প্রকার গান, তেলাওয়াত ও যিকির সম্পূর্ণরূপে শরী'আতবিরোধী কাজ *(ইবনু তায়মিয়াহ, ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ, ৪০৭ পৃ.)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সাহারীর সময় (আযান ব্যতীত) লোক জাগানোর নামে অন্য যেসব কাজ করা

হয়, সবই বিদ‘আত *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/১০৪)*। ইবনুল জাওযীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন *(তালবীসু ইবলীস ১/১২৩; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাত রাসূল (ছাঃ) ৭৬, ৭৯ পৃ.)*। *-ফেব্রুয়ারী’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৫/১৭৫।*

২৫. যিনি আযান দিবেন তার জন্য ইক্বামত দেওয়া যরূরী কি? অন্য কেউ ইক্বামত দিতে গেলে আযান দাতার অনুমতি লাগবে কি?

উত্তর : ‘আযান দাতার জন্য ইক্বামত দেওয়া যরূরী’ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/১৯৯; মিশকাত হা/৬৪৮; যঈফাহ হা/৩৫)*। অতএব শৃংখলাগত কোন সমস্যা না থাকলে যে কেউ ইক্বামত দিতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্ধারিত মুওয়াযযিনের অনুমতির প্রয়োজন নেই। *-ফেব্রুয়ারী’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৭/১৭৭।*

২৬. জামা‘আতের সাথে ছালাতরত অবস্থায় মুক্তাদীগণকে ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতে হবে কি?

উত্তর : ইমাম-মুক্তাদী উভয়েই *‘সামি‘আল্লা-হু লিমান হামিদাহ’* ও *‘আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ...’* বলবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ’ *(বুখারী হা/৬০০৮; মুসলিম হা/৬৭৪; মিশকাত হা/৬৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য’ *(বুখারী হা/৬৮৯; মুসলিম হা/৪১১; মিশকাত হা/১১৩৯)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতে পারে *(বিস্তারিত দ্রঃ মির‘আত ৩/১৮৯ ‘রুকূ’ অনুচ্ছেদ)*। একদল ওলামায়ে কেরাম কেবল মুক্তাদীর জন্য ‘রব্বানা...হামদ’ বলার ব্যাপারে মত প্রকাশ করলেও উভয়ের জন্য দু’টি বাক্য বলার বিষয়টিই ছহীহ হাদীছের অধিক নিকটবর্তী *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬২; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন্নবী ১৩৫ পৃ.)*। *-ফেব্রুয়ারী’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৯/১৭৯।*

২৭. জেহরী বা সের্রী ছালাতে মাসবূক ছানা কখন পাঠ করবে?

উত্তর: তাকবীরে তাহরীমার পরে ছানা পড়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর জামা‘আতে যোগদানকারীকে ছানা পড়তে হবে না। কেননা এটা সুন্নাত এবং উক্ত ক্ষেত্রে এটি পাঠের সময় ফউত হয়ে যায় *(নববী, আল-মাজমূ‘ ৩/৩১৮)*। এ অবস্থায় কেবল সূরা ফাতেহা পড়বে। কেননা জেহরী ছালাতে ইমামের ক্বিরাআতের সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়ার অনুমতি নেই। যেমন আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছালাত

Contents

শেষে আমাদের দিকে ফিরে বসে বললেন, 'তোমরা ইমামের ক্বিরাআত রত অবস্থায় ক্বিরাআত কর কি? লোকেরা বলল, পাঠ করি। তখন তিনি বললেন,فَلاَ تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ, 'অন্যকিছু পড়ো না, কেবলমাত্র সূরা ফাতেহা চুপে চুপে পড়বে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৮৪৪, সনদ ছহীহ)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/১৯২।*

২৮. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ আল্লাহ্র বিশেষ নিদর্শন। এসময় আল্লাহ্র প্রতি গভীর আনুগত্য ও ভীতি সহকারে জামা'আতসহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা, খুৎবা দেওয়া, হাত তুলে দো'আ ও ইস্তেগফার করা, দান-ছাদাক্বা করা সুন্নাত *(বুখারী হা/১০৪৪; মুসলিম হা/৯০১; মিশকাত হা/১৪৮৩ 'সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

পদ্ধতি : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে একবার সূর্য গ্রহণ হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করেন ও লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করে। প্রথমে তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন এবং সূরা বাক্বারাহ্র মত দীর্ঘ ক্বিরাআত করলেন। অতঃপর (১) দীর্ঘ রুকূ করলেন। তারপর মাথা তুলে ক্বিরাআত করতে লাগলেন। তবে প্রথম ক্বিরাআতের চেয়ে কিছুটা কম ক্বিরাআত করে (২) রুকূতে গেলেন। এবারের রুকূ প্রথম রুকূর চেয়ে কিছুটা কম হ'ল। তারপর তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে সিজদা করলেন। অতঃপর সিজদা শেষে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং লম্বা ক্বিরাআত করলেন। তবে প্রথমের তুলনায় কিছুটা ছোট। এরপর তিনি (৩) রুকূ করলেন, যা আগের রুকূর চেয়ে কম ছিল। রুকূ থেকে মাথা তুলে পুনরায় ক্বিরাআত করলেন। যা প্রথমের তুলনায় ছোট ছিল। অতঃপর তিনি (৪) রুকূ করলেন ও মাথা তুলে সিজদায় গেলেন। পরিশেষে সালাম ফিরালেন।

ইতিমধ্যে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল। অতঃপর ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিলেন এবং হামদ ও ছানা শেষে বললেন যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি বিশেষ নিদর্শন। কারু মৃত্যু বা জন্মের কারণে এই গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা ঐ গ্রহণ দেখবে, তখন আল্লাহকে ডাকবে, তাকবীর দিবে, ছালাত আদায় করবে ও ছাদাক্বা করবে। ... আল্লাহ্র কসম! আমি যা

জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে তোমরা অল্প হাসতে ও অধিক ক্রন্দন করতে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন। অতএব যখন তোমরা সূর্য গ্রহণ দেখবে, তখন ভীত হয়ে আল্লাহ্র যিকর, দো'আ ও ইস্তেগফারে রত হবে *(বুখারী হা/১০৫২, ১০৫৯, ১০৪৪; মুসলিম হা/৯০৭;, মিশকাত হা/১৪৮২-৮৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫৫-৫৬ পৃ.)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৪/১৯৪।*

২৯. অনেক মুছল্লীকে দেখা যায়, ইমাম রুকূতে যাওয়ার পর জামা'আতে যোগ দিয়ে রাক'আত গণ্য হওয়ার আশায় ইমাম রুকূ থেকে উঠার আগ পর্যন্ত দ্রুত সূরা ফাতেহা পাঠ করে রুকূতে যায়। এরূপ করা শরী'আতসম্মত কি?

উত্তর : উক্ত অবস্থায় ইমামের অনুসরণ করার জন্য সরাসরি তাকবীর দিয়ে রুকূতে যেতে হবে। কারণ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণের জন্য *(বুখারী হা/৬৮৯; মুসলিম হা/৪১১; মিশকাত হা/১১৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন ছালাতে আসবে আর ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পাবে, তখন রুকূতে যাবে। আর সিজদা অবস্থায় পেলে সিজদায় চলে যাবে' *(বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/২৪০৯; ইরওয়া হা/৪৯৬; ছহীহাহ হা/১১৮৮)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৭/২০৭।*

৩০. চোখ-মুখ ঢেকে ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : চোখ-মুখ ঢেকে ছালাত আদায় করা যাবে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯৬৬; মিশকাত হা/৭৬৪, সনদ হাসান)*। তবে গায়ের মাহরাম পুরুষ আগমনের সম্ভাবনা থাকলে নারীরা মুখমণ্ডল আবৃত করে ছালাত আদায় করবে *(ফাতাওয়া মারআতুল মুসলিমাহ ১/৩১৫)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৮/২০৮।*

৩১. আমরা জানি বিতর ছালাতের পর অন্য কোন ছালাত নেই। এক্ষণে এসময় জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : বিতরের পর কারণবশতঃ যেকোন ছালাত এসময় আদায় করা যেতে পারে। যেমন রাতের শেষ প্রহরে ঘুম না ভাঙ্গার আশংকা থাকলে রাতের প্রথম ভাগে বিতর ছালাতের পর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা যায়, যা তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হয় *(দারেমী হা/১৫৯৪; মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ১০/২১০।*

৩২. পুরুষ ইমামের পিছনে মহিলারা কিভাবে ছালাতে দাঁড়াবে? এছাড়া কেবল দু'জন পুরুষ ও একজন নারী হ'লে কিভাবে জামা'আত করবে?

উত্তর : মহিলারা একাকী হৌক বা একাধিক হৌক, পুরুষ ইমামের পিছনে পৃথক কাতারে দাঁড়াবে। আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি ও (আমার বৈপিত্রেয় ভাই) একজন ইয়াতীম ছেলে আমাদের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলাম। আর আমার (বৈপিত্রেয়) মা উম্মে সুলাইম আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন' *(বুখারী হা/৭২৭; মিশকাত হা/১১০৮)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৪/২২৪।*

৩৩. দু'জন মুছল্লী জামা'আত শুরু করার পর আরেকজন যোগ দিলে ইমাম সামনে চলে যাবে, না মুক্তাদীরা পিছনে চলে আসবে?

উত্তর : ইমাম সম্ভবপর পিছনে জায়গা রেখে ছালাত শুরু করবেন, যাতে পরবর্তীতে যোগদানকারী মুছল্লী পিছনে কাতার দিতে পারে। অতঃপর মাসবূক মুছল্লী ইমামের সাথে ছালাতরত মুক্তাদীকে পিছনে টেনে নিয়ে কাতার দিবেন। আর সে যদি অজ্ঞতার কারণে ইমামের পাশেই দাঁড়িয়ে যায়, তবে ইমাম উভয়কে পিছনে ঠেলে দিবেন। জাবের (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়ালেন, আর আমি এসে তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। অতঃপর জাব্বার ইবনু সাখর এসে রাসূল (ছাঃ)-এর বাম দিকে দাঁড়াল। এসময় তিনি আমাদের উভয়ের হাত ধরলেন এবং ঠেলে আমাদেরকে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন *(মুসলিম হা/৩০১০; মিশকাত হা/১১০৭)*। আর এসময় ইমাম সামনে যাওয়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে ওযরবশতঃ সামনে যাওয়ায় কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহহ ৮/২২)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/২৩২।*

৩৪. জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব বেশী, না আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব বেশী? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায় করা এবং আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা, দু'টিই সমান যরূরী *(বাক্বারাহ ২/৪৩; নিসা ৪/১০২; ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭; বুখারী হা/৫২৭; মিশকাত হা/৫৬৮)*। অতএব আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে পরে পুনরায় জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাতে উভয় নেকীই অর্জিত হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

‘নেতারা যদি ছালাতের সময়কে মেরে ফেলে বা পিছিয়ে দেয়, তাহ’লে তুমি নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করে নাও। যদি পরে তাদেরকে (জামা‘আতে) পাও, তাহ’লে পুনরায় তাদের সাথে ছালাত আদায় কর। এটা তোমার জন্য নফল হবে *(মুসলিম হা/৬৪৮; মিশকাত হা/৬০০)*। *-এপ্রিল’১৬, প্রশ্নোত্তর ৫/২৪৫।*

৩৫. টুপী ছাড়া ছালাত আদায়ে শরী‘আতে কোন বাধা আছে কি? এতে নেকীর কোন কমবেশী হবে কি?

উত্তর : এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না এবং নেকীরও কোন কমবেশী হবে না। তবে টুপী মাথায় দিয়ে ছালাত আদায় করা যীনাত বা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। সেকারণ টুপী মাথায় দিয়ে ছালাত আদায় করা উত্তম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর’ *(আ‘রাফ ৭/৩১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ফৎওয়া নং ৪১৪৩, ৬/১৭০-১৭১)*। সেকারণ ছালাতের সময় উত্তম পোষাক সহ টুপী, পাগড়ী প্রভৃতি মস্তকাবরণ ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসগত সুন্নাত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু টুপী অথবা টুপীসহ পাগড়ী বা টুপী ছাড়া পাগড়ী পরিধান করতেন *(যা-দুল মা‘আদ ১/১৩০ পৃ.)*। ছাহাবীগণ টুপী ছাড়া খালি মাথায়ও চলতেন *(মুসলিম হা/২১৩৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪৭ পৃ.)*। *-এপ্রিল’১৬, প্রশ্নোত্তর ৭/২৪৭।*

৩৬. এক মসজিদে যোহরের ছালাত আদায়ের পর অন্য মসজিদে গিয়ে ইমামতি করলে যেহেতু তার জন্য এটা নফল হবে, সেহেতু মুক্তাদীদের ছালাতও কি নফল হিসাবে গণ্য হবে?

উত্তর : মুক্তাদীদের ছালাত ফরয হিসাবেই গণ্য হবে। কারণ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করায় কোন বাধা নেই। মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং এটা তার জন্য নফল ছালাত বলে গণ্য হ’ত *(বুখারী হা/৭১১; মুসলিম হা/৪৬৫; মিশকাত হা/১১৫১, ৮৩৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৪১ পৃ.)*। *-এপ্রিল’১৬, প্রশ্নোত্তর ২২/২৬২।*

৩৭. আমাদের মসজিদে ফজর ও মাগরিবের ছালাতের পরপরই নিয়মিতভাবে একজনের নেতৃত্বে একাধিক দো‘আ সমস্বরে পাঠ করানো হয়। ফলে

মাসবূকদের মনোযোগ ব্যাহত হয়। এভাবে সমস্বরে নিয়মিত দো'আ পাঠ করা শরী'আত সম্মত কি?

উত্তর : মুক্তাদীদের শিক্ষাদানের জন্য এরূপ করা যেতে পারে। তবে তা অধিকাংশ মাসবূকের ছালাত শেষে করতে হবে। এছাড়া বিশেষ নেকী মনে করে নিয়মিতভাবে এরূপ করার কোন সুযোগ নেই। তাতে কাজটি পরবর্তীতে বিদ'আতে পরিণত হ'তে পারে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسُوا كَانَ حَدِيثُهُمْ- يَعْنِي الْفِقْهَ- إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ رَجُلٌ سُورَةً أَوْ يَأْمُرَ رَجُلاً بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ 'ছাহাবায়ে কেরাম যখন কোন আলোচনা তথা ফিক্বহী আলোচনার মজলিসে বসতেন তখন তাদের মধ্যে একজন কোন সূরা পাঠ করতেন অথবা একজনকে কুরআনের কোন একটি সূরা পাঠ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ত *(হাকেম হা/৩২২, যাহাবী, সনদ ছহীহ, বায়হাক্বী, আল-মাদখাল হা/৩১৩; ইবনু সা'দ ২/৩৭৪)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৪/২৬৪।*

৩৮. ছাত্রাবাসে থাকায় বিভিন্ন সমস্যার কারণে রাতে ঘুমাতে অনেক দেরী হয় এবং সকালে উঠতে ৮-টা বেজে যায়। এভাবে নিয়মিত ছালাত ক্বাযা করা যাবে কি?

উত্তর : প্রতিদিন এভাবে নিয়মিত ক্বাযা করা কবীরা গুনাহ। এর মাধ্যমে আপনি ছালাতের প্রতি উদাসীন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। আল্লাহ বলেন, দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীদের জন্য, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন' *(সূরা মাঊন ১০৭/৫)*। অন্যত্র আল্লাহ এটিকে মুনাফিকদের লক্ষণ হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করে। আর তিনিও তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেন। যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তারা লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে' *(নিসা ৪/১৪২)*। অতএব এভাবে নিয়মিত ছালাত ক্বাযা করা থেকে অবশ্যই তওবা করতে হবে। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/২৬৭।*

৩৯. জেহরী ছালাত তথা ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে মুক্তাদী সূরা ফাতেহা পাঠ করবে কি?

উত্তর : ইমামের ক্বিরাআতের সাথে সাথে মুক্তাদীগণও ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে নীরবে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে *(মুসলিম হা/৩৯৫; মিশকাত হা/৮২৩; আবুদাঊদ হা/৭৩৬-৩৭; তিরমিযী হা/২৫৭; মিশকাত হা/৮৫৪)*।

এক্ষণে সূরা ফাতেহা কখন পাঠ করতে হবে সে বিষয়ে ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাই চূড়ান্ত। যেমন (১) ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন ফজরের ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে বসে জিজ্ঞেস করলেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন 'তোমরা এরূপ করো না কেবলমাত্র সূরা ফাতেহা ব্যতীত। কেননা এটি পাঠ না করলে ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(আবুদাঊদ হা/৮২৩; তিরমিযী হা/৩১১; মিশকাত হা/৮৫৪, সনদ হাসান 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। (২) জেহরী ছালাতে মুক্তাদী কিভাবে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে, এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম হা/৩৯৫; মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, ১২ অনুচ্ছেদ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)। -এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩০/২৭০।*

৪০. ফজরের ছালাতের আযানের পর মসজিদ সংলগ্ন ঘুমন্ত মুছল্লীদের জামা'আতে আসার জন্য ডাকা যাবে কি?

উত্তর : আযানের পর মসজিদ থেকে সরবে ডাকাডাকি করা যাবে না। একে ইবনু ওমর (রাঃ) বিদ'আত বলেছেন *(আবুদাঊদ হা/৫৩৮; ইরওয়া হা/২৩৬, সনদ হাসান)*। তবে ব্যক্তিগতভাবে একে অপরকে ডেকে দেওয়ায় কোন বাধা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*। রাসূল (ছাঃ) ফাতেমা ও আলী (রাঃ)-কে তাহাজ্জুদের ছালাতের জন্য ডেকে দিয়েছেন *(নাসাঈ হা/১৬১২, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া তিনি প্রত্যহ ফজরের পূর্বে আয়েশা (রাঃ)-কে ডেকে দিতেন বিতর ছালাত আদায়ের জন্য *(বুখারী হা/৯৯৭)*। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছালাত পাওয়ার জন্য ঘুমন্ত ব্যক্তিকে ডেকে দেওয়া মুস্তাহাব। এটা শুধু ফরয ছালাত বা ওয়াক্ত ফউত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নয়, বরং জামা'আত পাওয়া এবং আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় ও অন্যান্য মানদূব কাজ সমূহ করার জন্যও শরী'আতসম্মত। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা ওয়াজিব সমূহের মধ্যে একটি ওয়াজিব। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তি যদিও মুকাল্লাফ নয়, কিন্তু সে গাফেল-এর ন্যায়। আর গাফেল ব্যক্তিকে সতর্ক করা ওয়াজিব *(ফাৎহুল বারী, ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩১/২৭১।*

৪১. হাদীছে আউয়াল ওয়াক্ত বলতে কি বুঝানো হয়েছে? আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : প্রত্যেক ছালাতের মোট সময়ের প্রথম অর্ধাংশকে আউয়াল ওয়াক্ত বলা হয়। মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পরের দিন যোহরের সময় জিবরীল (আঃ) এসে প্রথম দিন আউয়াল ওয়াক্তে ও পরের দিন আখেরী ওয়াক্তে নিজ ইমামতিতে পবিত্র কা'বা চত্বরে মাক্বামে ইবরাহীমের পাশে দাঁড়িয়ে দু'দিনে পাঁচ পাঁচ দশ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতের পসন্দনীয় 'সময়কাল ঐ দুই সময়ের মধ্যে' নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন *(বুখারী হা/৩৮৮৭; মুসলিম হা/১৬২; মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৩; আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯)*। আর আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বোত্তম আমল হিসাবে অভিহিত করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৪২৬; তিরমিযী হা/১৭০)*। আবার যখন লোকেরা ছালাত দেরী করে পড়বে (অর্থাৎ আউয়াল ওয়াক্তে পড়বে না), তখন একাকী ছালাত আদায় করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে *(মুসলিম হা/৬৪৮; নাসাঈ হা/৮৫৯)*। এ থেকে আউয়াল ওয়াক্তের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/২৭২।*

৪২. মাযহাবী মসজিদে ছালাত আদায়ের সময় পায়ে পা লাগাতে চাইলে মুছল্লীরা পা টেনে নেয় এবং তারা এটা মন্দ দৃষ্টিতে দেখে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

উত্তর : ছহীহ হাদীছে কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা মিলিয়ে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর নির্দেশ এসেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা কাতার সমূহে দুই ইট পরস্পরে মিলানোর ন্যায় মিলে দাঁড়াও এবং দুই কাতারের মাঝের ফাঁক নিকটবর্তী রাখ। কাঁধসমূহ সমান্তরাল রাখ ও ফাঁক বন্ধ কর। কেননা যাঁর হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, আমি শয়তানকে দেখি, কালো ছাগলের বাচ্চার মত সে তোমাদের কাতারের মাঝখানের ফাঁকে ঢুকছে' *(আবুদাঊদ হা/৬৬৭; মিশকাত হা/১০৯৩)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা কাতার সোজা কর, কাঁধ সমূহ সমানভাবে মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন স্থান ফাঁকা রেখো না' *(আবুদাঊদ হা/৬৬৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০২)*। অতএব পায়ে পা লাগিয়ে কাতারবন্দী হওয়াই সুন্নাত। এটি মুছল্লীদের সাধ্যমত নরমভাবে বুঝানোর চেষ্টা করতে

হবে। এরপরেও না বুঝলে নিজের দেহের পরিসর অনুযায়ী দাঁড়াবে। -*এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৫/২৭৫।*

৪৩. জেহরী ছালাতে ইমাম 'আমীন' বলতে ভুলে গেলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে না বললে মুক্তাদীদের আমীন বলতে হবে কি?

উত্তর : আমীন বলা ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের জন্য যরূরী। এক্ষণে ইমাম আমীন না বললেও মুক্তাদীরা আমীন বলবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন ইমাম ওয়া লাযযা-ল্লীন' বলবে, তখন তোমরা আমীন বল। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন-এর সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে' *(বুখারী হা/৭৮০; মুসলিম হা/৪১০; মিশকাত হা/৮২৫)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ২/২৮২।*

৪৪. অন্ধকার গৃহে ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : অন্ধকার গৃহে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্ধকার কক্ষে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী হা/৩৮২; মুসলিম হা/৫১২, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৭৮৬)*। তবে সামান্য হ'লেও আলোকিত স্থানে ছালাত আদায় করা উত্তম। তাতে ক্ষতিকর পোকা-মাকড় থেকে এবং মসজিদে জামা'আতের ক্ষেত্রে কাতার সোজা না হওয়ার আশংকা থেকে বাঁচা যাবে। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৫/২৮৫।*

৪৫. সফরে বেরিয়ে রাস্তায় ছালাতের সময় হয়ে গেলে নারী বা পুরুষ গাড়িতে ছালাত আদায় করে নিতে পারবে কি?

উত্তর : সফরে বের হয়ে ছালাতের সময় হ'লে যানবাহনে ছালাত পড়া যাবে *(বুখারী হা/৪০০)*। তবে ছালাতের সময় অবশিষ্ট থাকতেই গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হ'লে সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করবে। অথবা দুই ওয়াক্তের ছালাত জমা তাক্বদীম কিংবা জমা তাখীর করবে *(আবুদাঊদ হা/১২০৮; তিরমিযী হা/৫৫৩; মুসলিম হা/৭০৫ (৫১); মিশকাত হা/১৩৪৪; মির'আত হা/১৩৪৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, ৪/৩৯৬ পৃ.; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১৪০, ১৮৮)*। পরিবহনে ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত শুরু করা বাঞ্ছনীয় *(আবুদাঊদ হা/১২২৪-২৮; নায়ল ২/২৯১ পৃ.)*। তবে ক্বিবলা নির্ধারণ সম্ভব না হ'লে প্রবল ধারণার উপর ছালাত আদায় করা জায়েয *(বাক্বারাহ ২/১১৫, ২৩৯; বুখারী হা/৪৫৩৫ 'তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২/২৩৯' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৫৮৮; ইবনু মাজাহ হা/১০২০)*। আর রুকূ-

সিজদা করা অসুবিধা মনে হ'লে কেবল তাকবীর দিয়ে ও ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় মাথা রুকূর চেয়ে কিছুটা বেশী নীচু করবে *(আবুদাঊদ হা/১২২৭; মিশকাত হা/১৩৪৬)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৩/৩০৩।*

৪৬. তাহাজ্জুদ ছালাত ছুটে যাওয়ার আশংকায় রাতের প্রথম প্রহরে বিতরের পর দুই রাক'আত ছালাত আদায়ের যে বিধান রয়েছে, তা নিয়মিতভাবে কোন কারণ ছাড়াই আমল করা যাবে কি? এতে তাহাজ্জুদের পূর্ণ নেকী অর্জিত হবে কি?

উত্তর : এভাবে নিয়মিত আমল করা যাবে না। তবে যদি কেউ শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে আশংকা করে এবং উঠতে না পারে, তাহ'লে উক্ত ছালাতই তার জন্য যথেষ্ট হবে *(মির'আত ৪/২৯৮ পৃ.)*। এছাড়া ঘটনাটি সফরের হ'তে পারে। কেননা অন্য হাদীছে السهر (রাত)-এর স্থলে السفر (সফর) এসেছে। রাসূল (ছাঃ) উক্ত আমল সফরে কষ্টকর অবস্থায় করেছেন *(দারেমী হা/১৫৯৪; ইবনু হিব্বান হা/২৫৭৭৮; মিশকাত হা/১২৮৬; ছহীহাহ হা/১৯৯৩)*। অতএব এটি সাময়িক আমল হ'তে পারে, নিয়মিত নয়। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪০/৩২০।*

৪৭. তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? একবার শুরু করার পর ছেড়ে দিলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

উত্তর : তাহাজ্জুদ ছালাতের গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লাহ বলেন, 'আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করবে। এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উঠাবেন' *(ইসরা ১৭/৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল 'রাতের ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদ বা তারাবীহর ছালাত *(মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯)*। বেলাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা রাতের ছালাত আদায় কর। কারণ এটা তোমাদের পূর্বেকার নেককার লোকদের অনুসৃত রীতি, তোমাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের উপায়, গোনাহ থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম এবং পাপমোচনকারী' *(হাকেম হা/১১৫৬; তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭)*। রাতের ছালাত নিয়মিত পড়াই উত্তম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তোমরা রাতের ছালাত ছেড়ে দিয়ো না। কারণ রাসূল (ছাঃ) এ ছালাত ছাড়তেন না। যখন তিনি অসুস্থ বা দুর্বল বোধ করতেন,

তখন তা বসে আদায় করতেন *(আহমাদ হা/২৬১৫৭; আবুদাঊদ হা/১৩০৭, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল তাই, যা অল্প হ'লেও নিয়মিত করা হয় *(বুখারী হা/৬৪৬৫; মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২)*। তবে 'তাহাজ্জুদ শুরু করলে আর ছাড়া যাবে না এবং ছাড়লে গুনাহ হবে' মর্মে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ১/৩২১।*

৪৮. ছালাতে একই সূরা বারবার পড়া যাবে কি?

উত্তর : ছালাতে একই সূরা বারবার পড়া যাবে। তবে নিয়মিত পড়া ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ফজরের ছালাতে সূরা যিলযাল পর পর দু'রাক'আতে পড়েছেন' *(আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২, মির'আতুল মাফাতীহ ৪/১৯১)*। আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাত্র একটি আয়াত দ্বারা রাতের ছালাত শেষ করেন। সেটি হ'ল সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াত *(নাসাঈ হা/১০১০; মিশকাত হা/১২০৫, সনদ ছহীহ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। নিঃসন্দেহে সেটি ছিল আয়াতের গুরুত্ব ও মর্ম অনুধাবনের বিষয়। যে ক্ষমতা সবার নেই। অতএব এগুলি নিয়মিত করা যাবে না। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪/৩২৪।*

৪৯. ইমামের পিছনে প্রথম কাতার থেকে শারঈ পর্দাসম্মতভাবে মহিলারা কাতারের বামে ও পুরুষরা ডানে দাঁড়ায়। এভাবে জামা'আতে ছালাত আদায় বৈধ হবে কি? উল্লেখ্য যে, মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতির কারণে মসজিদের পিছনের দিকে ছালাতের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে যায়।

উত্তর : সাধারণভাবে মহিলারা পুরুষদের পিছনের কাতারে দাঁড়াবে *(বুখারী হা/৩৮০; মুসলিম হা/৬৫৮)*। আর মহিলাদের জন্য মসজিদে জামা'আতে আসা ফরয নয়। এরপরেও আসলে এবং ব্যবস্থাপনা না থাকলে ওযরবশতঃ পুরুষদের কাতারের ডানে বা বামে পর্দা বা দেওয়াল দ্বারা ঘেরা স্থানে মহিলারা দাঁড়াতে পারে *(নববী, আল-মাজমূ' ৩/৩৩১; আল-মাবসূত্ব ১/১৮৩)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৯/৩২৯।*

৫০. ছালাত অবস্থায় টুপি পড়ে গেলে তুলে নেয়া যাবে কি?

উত্তর : ছালাত অবস্থায় টুপি পড়ে গেলে তুলে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা টুপী ছালাতের আবশ্যিক পোষাক নয়। তবে তা তুলে নেওয়াতেও

দোষ নেই। কেননা ছালাত অবস্থায় খুশূ-খুযূ বিনষ্ট না করে ছোটখাট কাজ করা যায়। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি ছালাতে ইমামতি করছিলেন, আর আবুল 'আছের মেয়ে উমামা তাঁর কাঁধে ছিল। তিনি যখন রুকূ' করতেন তখন বাচ্চাটি রেখে দিতেন, আর যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন পুনরায় কাঁধে করে নিতেন *(বুখারী হা/৫৯৯৬; মুসলিম হা/৫৪৩; মিশকাত হা/৯৮৪)*। উল্লেখ্য, উমামাহ ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা যয়নবের মেয়ে। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৫/৩৩৫।*

৫১. তওবার জন্য কোন ছালাত আছে কি? আমাদের গ্রামের মানুষ জামা'আতবদ্ধভাবে তওবার ছালাত আদায় করে। এটা শরী'আতসম্মত কি?

উত্তর : তওবার জন্য একাকী দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের বিধান রয়েছে। তবে জামা'আতবদ্ধভাবে নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন লোক যদি গুনাহ করার পর পবিত্রতা অর্জন করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তাকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। তারপর তিনি এ আয়াত পড়েন- 'যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে... *(আলে ইমরান ৩/১৩৫; আবুদাঊদ হা/১৫২১; মিশকাত হা/১৩২৪)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং সেখানে একাগ্রতার সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন' *(আহমাদ হা/২৭৫৮৬, ছহীহাহ হা/৩৩৯৮)*।

তবে জামা'আতবদ্ধভাবে তওবার ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। বরং শরী'আতের নির্দেশনা ব্যতীত কোন ছালাত জামা'আতে আদায় করা বিদ'আত *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/৪১৪; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৩৩৪)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৭/৩৩৭।*

৫২. বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত কখন, কিভাবে পড়তে হয়?

উত্তর : বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূত রুকূর পূর্বে ও পরে দু'ভাবেই পড়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৯, ১২৯৪; ইবনু মাজাহ হা/১১৮৩-৮৪; মির'আত ৪/২৮৬-৮৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭ পৃ.)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কারো বিরুদ্ধে বা কারো পক্ষে দো'আ করতেন, তখন রুকূর পরে কুনূত পড়তেন *(বুখারী হা/৪৫৬০; মুসলিম হা/৬৭৫; মিশকাত হা/১২৮৮)*। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, রুকূর পরে কুনূতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতি সম্পন্ন এবং এর উপরেই খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন *(বায়হাক্বী ২/২১১-১২; মির'আত ৪/৩০০; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৫৬৭)*। এসময় হাত তোলা সম্পর্কে ছাহাবীগণ থেকে কিছু আছার পাওয়া যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৬ পৃ.)*। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, বিতরের কুনূত হবে রুকূর পরে এবং এ সময় হাত উঠিয়ে দো'আ করবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৭-২১)*। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনূতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী ও ইমাম কারখীও এটাকে পসন্দ করেছেন *(মির'আত ২/২১৯; ঐ, ৪/৩০০ পৃ.; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৬-৬৭ পৃ.)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৪/৩৪৪।*

৫৩. সশব্দে আমীন বলার ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর কিরূপ উঁচু করা যাবে? জনৈক আলেম বলেন, পাশের দুইজন পর্যন্ত শুনতে পায় এরূপ জোরে বলতে হবে। এক্ষণে সঠিক সমাধান কি?

উত্তর : ইমাম-মুক্তাদী উভয়ে স্বাভাবিক স্বরের চেয়ে একটু উঁচু স্বরে আমীন বলবে। হাদীছে আমীন বলার ক্ষেত্রে 'রাফা'আ', 'মাদ্দা', 'জাহারা' ইত্যাদি শব্দ এসেছে। যার দ্বারা স্বাভাবিক ক্বিরাআতের চেয়ে উঁচু স্বরে বলা বুঝায়। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর মতে, আমীনের শব্দে মসজিদ যেন গুঞ্জরিত হয়ে উঠে *(বুখারী তা'লীক্ব ১/১০৭ পৃ., হা/৭৮০; ফাৎহুল বারী হা/৭৮০-৮১)*। 'পাশের দু'জন পর্যন্ত শুনতে পায় এরূপ জোরে বলতে হবে' কথাটি ভিত্তিহীন। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩০/৩৫০।*

৫৪. আমি যে মসজিদে ফজরের ছালাত আদায় করি সেখানকার ইমাম ছাহেব ছালাতের পর কিছু বিদ'আতী আমল করেন। তাই আমি মসজিদের মধ্যে মুছাল্লা ছেড়ে পৃথক স্থানে যিকির-আযকার করে ইশরাক্বের ছালাত আদায় করি। এতে নেকীর কোন কমতি হবে কি?

উত্তর : ফজরের ছালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে তাসবীহ-তাহলীল করার বিশেষ ফযীলত রয়েছে *(তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১)*।

এছাড়া ফজরসহ যেকোন ফরয ছালাত শেষে মুছল্লী যতক্ষণ স্বীয় স্থানে বসে তাসবীহ-তাহলীল করে, ততক্ষণ ফেরেশতামণ্ডলী তার জন্য দো‘আ করতে থাকে এই মর্মে যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর ও তার উপর রহম কর *(বুখারী হা/৪৪৫, মুসলিম হা/৬৪৯; মিশকাত হা/৭০২)*। অন্য বর্ণনায় ‘মুছাল্লা’-এর স্থানে ‘মসজিদ’ বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/৩৩০)*। অতএব প্রশ্নকারী যেহেতু মসজিদের বাইরে যাননি সেহেতু নেকীর কোন কমতি হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে ইমাম ছাহেবকে বিদ‘আতী আমল থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। *-জুলাই’১৬, প্রশ্নোত্তর ০৪/৩৬৪।*

৫৫. মহিলারা গৃহাভ্যন্তরে ছালাতের সময় সুগন্ধি মেখে থাকলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : না। কারণ মসজিদে গমনের ক্ষেত্রে মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। বাড়িতে নয় *(আবুদাঊদ হা/৫৬৫; মুসলিম হা/৪৪৩; মিশকাত হা/১০৫৯-৬১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পুরুষের জন্য সুগন্ধি যাতে রং নেই এবং নারীর জন্য রং যাতে সুগন্ধি নেই। রাবী সাঈদ বিন আবু ‘আরূবাহ বলেন, আমি মনে করি যে, এর দ্বারা তারা অর্থ নিতেন, যখন নারী বাইরে যাবে। কিন্তু যখন সে তার স্বামীর কাছে থাকবে, তখন যা খুশী সুগন্ধি লাগাবে’ *(আবুদাঊদ হা/৪০৪৮; মিশকাত হা/৪৩৫৪)*। *-জুলাই’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৭/৩৭৭।*

৫৬. আমাদের এলাকায় মসজিদে দেখা যায় যে, ইক্বামত শুরু হওয়ার পর মুছল্লীরা না দাঁড়িয়ে ‘ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ’ বলার পর দাঁড়ায়। এরূপ আমলের সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এরূপ আমল সিদ্ধ নয়। বরং যখনই ইক্বামত শুরু হবে, তখনই মুছল্লীরা দাঁড়াবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে আসার পূর্বে ইক্বামত দেওয়া হ’ত এবং ছাহাবীগণ দাঁড়িয়ে কাতার ঠিক করে নিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে তাঁর স্থানে দাঁড়াতেন। পক্ষান্তরে আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘ছালাতের ইক্বামত হ’লে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না’ *(বুখারী হা/৬৩৬, ৬৩৮)*। উভয় হাদীছের সমন্বয় করে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল মূলতঃ মুছল্লীদের দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার কষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে’ *(ফাৎহুল বারী ২/১৪১ ও ১৪২ পৃ., ‘আযান’*

অধ্যায়-১০ 'ইক্বামতের সময় ইমামকে দেখলে লোকেরা কখন দাঁড়াবে' অনুচ্ছেদ-২২)। -জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৯/৩৭৯।

৫৭. নাবালক শিশু কুরআন মুখস্থ করায় ও পড়ায় অধিক যোগ্য হ'লে ফরয বা নফল ছালাতে ইমামতি করতে পারবে কি?

উত্তর : নাবালক ইমাম যদি কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী হয়, তাহ'লে তার পিছনে ফরয ছালাত সহ সবধরনের ছালাত জায়েয। কনিষ্ঠ ছাহাবী আমর বিন সালামা বিন ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, এক সফরে লোকেরা দেখল যে, আমার চেয়ে অধিক কুরআন জানা আর কেউ নেই। কেননা আমি পথিকদের নিকট হ'তে আগেই তা মুখস্থ করেছিলাম। তখন তারা আমাকে সামনে বাড়িয়ে দিল। অথচ তখন আমি ছয় বা সাত বছরের বালক মাত্র *(বুখারী হা/৪৩০২; মিশকাত হা/১১২৬)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ২১/৩৮১।*

৫৮. হাফহাতা বা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : হাফহাতা গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা এতে দু'কাঁধ ঢাকা থাকে। কিন্তু স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় জায়েয নয়। কারণ এতে দু'কাঁধ খোলা থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যেন এমন এক কাপড়ে ছালাত আদায় না করে যাতে কাপড়ের কিছু অংশ তার দু'কাঁধের উপর না থাকে *(বুখারী হা/৩৫৯; মুসলিম হা/৫১৬; মিশকাত হা/৭৫৫)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৫/৩৮৫।*

৫৯. স্বামী স্ত্রীকে জোরপূর্বক মাযহাবী তরীকায় ছালাত আদায়ে বাধ্য করে। এক্ষণে উক্ত স্ত্রীর জন্য করণীয় কি?

উত্তর : আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। অতএব স্ত্রীকে ধৈর্যের সাথে সময় নিয়ে স্বামীকে বুঝাতে হবে এবং তার হেদায়াতের জন্য বেশী বেশী দো'আ করতে হবে। কোন ভাবেই একত্রে থাকা সম্ভব না হ'লে স্ত্রী ইচ্ছা করলে খোলা-র মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে *(বুখারী হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৬/৩৮৬।*

৬০. নারীকে ছালাতের সময় মুখ খুলে রাখতে হয়। এক্ষণে সফর অবস্থায় বাসে বা জনবহুল স্থানে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর : এরূপ অবস্থায় নারীরা মুখমণ্ডল ঢেকে ছালাত আদায় করবে। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, মুহরিম মহিলা যেকোন কাপড় পরিধান করবে।... এবং চাইলে তার চেহারার উপর কাপড় টেনে দিবে' *(বায়হাক্বী ৫/৪৭ পৃ., হা/৮৮৩২; ইরওয়া হা/১০২৩)*। আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, ইহরামের পূর্বে আমরা মাথায় চিরুনী করতাম এবং মুহরিম অবস্থায় আমরা পরপুরুষ থেকে চেহারা ঢাকতাম *(হাকেম ১/৬২৪, হা/১৬৬৮; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১০২৩, সনদ ছহীহ)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৩/৪০৩।*

৬১. কি কি এবং কোন আকৃতির বস্তু দ্বারা ছালাতে সুৎরা দেওয়া যাবে?

উত্তর : সুৎরার উদ্দেশ্য আড়াল করা। তা যে কোন বস্তু দ্বারা হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) কখনো সওয়ারীকে সুৎরা হিসাবে গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/৫০৭; মুসলিম হা/৫০২; মিশকাত হা/৭৭৪)*। এমনকি তিনি হাওদার পিছনের কাঠের ন্যায় সামান্য উঁচু কিছু হ'লেও তা দ্বারা সুৎরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম হা/৪৯৯; মিশকাত হা/৭৭৫)*। এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'সুৎরার সর্বনিম্ন পরিমাণ হ'ল হাওদার পিছনের কাঠ পরিমাণ। যা প্রায় হাতের তিনভাগের দুইভাগ পরিমাণ বস্তু (তথা এক ফুট)। অতএব এরূপ কিছু মুছল্লীর সামনে রাখলেই সুৎরার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে *(নববী, শরহ মুসলিম ৪/২১৬)*। উল্লেখ্য যে, দাগ টেনে সুৎরা দেওয়ার হাদীছ যঈফ *(আবুদাউদ হা/৬৮৯; মিশকাত হা/৭৮১; যঈফুল জামে' হা/৫৬৯)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৪/৪০৪।*

৬২. চিকিৎসাকর্মে বিশেষত অপারেশনে নিয়োজিত থাকা কালে নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় প্রায় নিয়মিতভাবে ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। এতে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

উত্তর : এভাবে নিয়মিত ছালাত ক্বাযা করা যাবে না। যুদ্ধের ময়দানেও আল্লাহ তা'আলা যথাসময়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন *(নিসা ৪/১০২)*। তবে এরূপ পরিস্থিতিতে মাঝে-মধ্যে দু'ওয়াক্তের ছালাত সুন্নাত ছাড়াই একত্রে জমা করে পড়া যেতে পারে। যেমন যোহর ও আছর পৃথক এক্বামতের মাধ্যমে ৪+৪=৮ (ثَمَانِيًا) এবং মাগরিব ও এশা অনুরূপভাবে ৩+৪=৭ (سَبْعًا) রাক'আত। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস

করা হ'ল, এটা কেন? তিনি বললেন, যাতে উম্মতের কষ্ট না হয়' *(বুখারী হা/১১৭৪)*।

ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগগ্রস্ত মহিলা ও বহুমূত্রের রোগী বা অন্যান্য কঠিন রোগী, বাবুর্চী এবং কর্মব্যস্ত ভাই-বোনেরা বিশেষ ওযর বশতঃ সাময়িকভাবে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন' *(নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬-৪০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৭-১৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৮ পৃ.)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৪/৪১৪।*

৬৩. রাসূল (ছাঃ) প্রথম কাতারে ছালাত আদায়কারীদের জন্য তিনবার ও ২য় কাতারে আদায়কারীদের জন্য ১ বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। বর্তমানে কি এটা ইমাম ছাহেবদের জন্য প্রযোজ্য হবে? তারা এটা কখন করবেন? সশব্দে না নীরবে করবেন?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) প্রথম ও দ্বিতীয় কাতারে ছালাত আদায়কারীদের জন্য যে দো'আ করেছিলেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯৯৬)* তা উক্ত কাতারদ্বয়ে ছালাত আদায়কারী মুছল্লীদের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তবে এ দো'আ ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। তা পরবর্তী ইমামগণের জন্য অনুসরণীয় নয়। যেমনটি রাসূল (ছাঃ) চুল ছোটকারী হাজীদের জন্য একবার ও মাথা মুণ্ডনকারী হাজীদের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন *(বুখারী হা/১৭২৮; মুসলিম হা/১৩০২)*। এর মাধ্যমে তিনি মূলতঃ উক্ত আমলের ফযীলত বুঝিয়েছেন। পরবর্তী ইমামদের এরূপ ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেননি। অতএব বর্তমান ইমামগণ উক্ত হাদীছে বর্ণিত ফযীলত বর্ণনা করে মুছল্লীদেরকে প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন দো'আ পাঠ করবেন না। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৮/৪১৮।*

৬৪. বিতর ছালাতে নির্ধারিত কুনূত পাঠের পর কুনূতে নাযেলাহ্র দো'আ সহ অন্য কোন দো'আ পাঠ করা যাবে কি? বিশেষত এটা পুরো রামাযান নিয়মিতভাবে পাঠ করা যাবে কি?

উত্তর : দো'আ কুনূতের সাথে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পাঠ করা যাবে (*ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৭২)*। ওমর (রাঃ)-এর যুগে ছাহাবীগণ দীর্ঘ সময় ধরে কুনূতের দো'আ পাঠ করতেন *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১১০০; মিশকাত হা/১৩০১, সনদ ছহীহ)*। ওছায়মীন বলেন, বর্ণিত দো'আর সাথে

মিলিয়ে অন্য দো'আ বৃদ্ধি করাতে কোন বাধা নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৮১, প্রশ্ন নং ৭৭৮)*। তবে তা নিয়মিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) একমাস কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন, অতঃপর তা ছেড়ে দেন *(আবুদাঊদ হা/১৪৪৫; মিশকাত হা/১২৯১)*। আবু মালেক আল-আশজাঈ বলেন, আমি আমার আব্বাকে বললাম, আপনি রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর, ওছমান এবং আলীর পিছনে এখানে কূফায় ছালাত আদায় করেছেন প্রায় পাঁচ বছর। তারা কি কখনো একটানা কুনূত পড়তেন? আব্বা বলেন, বেটা! এটি নব্যসৃষ্ট' *(তিরমিযী হা/৪০২; মিশকাত হা/১২৯১-৯২)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ২২/৪২২।*

৬৫. জুম'আর ছালাতের ন্যায় বিতর ছালাতে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক নিয়মিত পঠিতব্য কোন সূরা আছে কি?

উত্তর : আছে। রাসূল (ছাঃ) 'ছালাতুল বিতর'-এর প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/১১৭১; নাসাঈ হা/১৭৩৪; মিশকাত হা/১২৭২)*। ঐ সাথে ফালাক্ব ও নাস পড়ার কথাও এসেছে *(আবুদাঊদ হা/১৪২৪, দারেমী, মিশকাত হা/১২৬৯)*। এসময় তিনি শেষ রাক'আতে ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না *(নাসাঈ হা/১৭০১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১৬৫-৬৬)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৬/৪২৬।*

৬৬. আমাদের মসজিদে আযানের পূর্বে মাইকে 'আছ-ছালাতু আস-সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ' ইত্যাদি পাঠ করে তারপর আযান দেওয়া হয়। ইমাম ছাহেবের বক্তব্য এগুলি পড়লে নেকী, না পড়লে গুনাহ নেই। এ কথা কি ঠিক?

উত্তর : এগুলি বলা যাবে না। কারণ এগুলি বিদ'আতী রেওয়াজ মাত্র। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। শুধু ফজর নয়, কোন আযানের পূর্বেই দরূদ পাঠ, কুরআন পাঠ বা আহ্বানসূচক অন্য কিছু পাঠ করা বা বক্তব্য রাখা কিছুরই কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের স্বর্ণযুগে এগুলির কোন প্রচলন ছিল না *(ইবনু তায়মিয়াহ, ইখতিয়ারাতুল ফিক্বহিইয়াহ, ৪০৭ পৃঃ; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৪/৪০)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ইবনুল জাওযী (রহঃ)ও একে বিদ'আত বলেছেন *(ফাৎহুল বারী ২/৯২; তালবীসু ইবলীস ১/১২৩)*। অনেকে আযানের দো'আর সাথে অনেক কিছু যোগ করেন, যা ভিত্তিহীন। তাছাড়া উক্ত দো'আ

মাইকে পাঠ করা আরও অন্যায়' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৭৯)*। উল্লেখ্য যে, ইমাম ছাহেবের উক্ত কথাগুলি অত্যন্ত আপত্তিকর। এভাবেই মুসলিম সমাজে শিরক ও বিদ'আত সমূহের প্রচলন হয়েছে। অতএব দলীল ব্যতীত কোন আলেমের কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ১/৪৪১।*

৬৭. কাদিয়ানীদের মসজিদে তাদের সাথে জামা'আতে বা একাকী ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : তাদের সাথে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ তারা কাফের সম্প্রদায়। যদিও তারা মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজেদেরকে 'মুসলিম' বলে প্রচার করে। এদের সাথে কোনরূপ ইবাদতে শরীক হওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের মনে এমন সব কুমন্ত্রণা প্রবেশ করিয়ে দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করে। অতএব যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/১২১; কাদিয়ানীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হ'লে পড়ুন : ফেব্রুয়ারী ২০১৬, প্রশ্নোত্তর ১০/১৭০)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩/৪৪৩।*

৬৮. ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন সহ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমলসমূহ করলে মসজিদের অনেক মুছল্লী গাল-মন্দ করে। এক্ষণে সাময়িকভাবে এগুলি করা হ'তে বিরত থাকা যাবে কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় সুন্নাত পরিত্যাগ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) ভবিষদ্বাণী করেছেন, 'তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসছে, যখন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০২৪০; ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪)*। ছালাত ইসলামী শরী'আতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূল (ছাঃ) তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/৬৩১)*। সুতরাং যেকোন উপায়ে মুছল্লীদের বুঝিয়ে মসজিদেই ছালাত আদায় করতে হবে এবং সুন্নাতের উপর দৃঢ় থাকতে হবে। নিরুপায় হ'লে বাড়ীতে ছালাত আদায় করবে। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪/৪৪৪।*

৬৯. বিদেশে কর্মরত অবস্থায় সবসময় ছালাত ক্বছর করা যাবে কি?

উত্তর : দীর্ঘ সময়ের জন্য কোন দেশে অবস্থান করার নিয়ত করলে সেখানে পুরো ছালাতই আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর

মুক্বীম হ'লে সেখানে আর ক্বছর করেননি। কিন্তু ১০ম হিজরী সনে মদীনা থেকে মক্কায় হজ্জ করতে গিয়ে ক্বছর করেছিলেন, যদিও তাঁর জন্মস্থান ছিল মক্কা। তাঁর সাথে বহুসংখ্যক ছাহাবী ছিলেন, মক্কায় যাদের বাড়ি-ঘর ও নিকটাত্মীয় ছিল। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কাউকেই পূর্ণ ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেননি *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২১৬)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) সেখানে জুম'আ আদায় না করে যোহর ছালাত আদায় করেছিলেন *(ইরওয়া হা/৫৯৪)*। মনে রাখতে হবে যে, ক্বছর করা ইচ্ছাধীন বিষয়। বাধ্যগত বিষয় নয় *(নিসা ৪/১০১)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৬/৪৪৬।*

৭০. আমি একটি মসজিদের বেতনভুক মুওয়াযযিন। কিন্তু কর্মব্যস্ততার কারণে যোহর ও আছরের ছালাতে আযান দিতে পারি না। এজন্য আমি দায়ী হব কি?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা' অধ্যায়)*। সুতরাং কৌশলে বা অবাধ্য হয়ে এরূপ করলে অবশ্যই গুনাহগার হ'তে হবে। আর যদি বিষয়টি কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে তবে কোন সমস্যা নেই। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/১২।*

৭১. বিতর ছালাতে কুনূত পাঠের সময় ইমাম সশব্দে কুনূত পাঠ করে এবং মুক্তাদীগণ আমীন বলে। এরূপ পদ্ধতি সঠিক কি?

উত্তর : হ্যাঁ সঠিক। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মাস যাবৎ যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলাহ পড়েছিলেন। তিনি শেষ রাক'আতে রুকূর পরে দো'আয়ে কুনূত পড়তেন এবং মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলতেন *(আবুদাঊদ হা/১৪৪৩; মিশকাত হা/১২৯০; মির'আত ৪/৩০৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬৭ পৃ.)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ১০/৪৫০।*

৭২. ইক্বামত শুরু হয়ে গেলে সুন্নাত ছালাতের ১ম রাক'আত আদায়রত অবস্থায় আমার করণীয় কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিবে এবং জামা'আতে শরীক হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন ছালাতের ইক্বামত হবে, তখন ফরয ছালাত ব্যতীত কোন

ছালাত নেই *(মুসলিম হা/৭১০; মিশকাত হা/১০৫৮)*। *-সেপ্টেম্বর’১৬, প্রশ্নোত্তর ১১/৪৫১।*

৭৩. আমাদের ইমাম ছাহেব প্রতিদিন ফজর ছালাতের শেষ রাক‘আতে হাত তুলে দো‘আ করেন। এমনকি একদিন দো‘আ করতে ভুলে গেলে সহো সিজদাও দিয়েছেন। এভাবে দোআ কুনূত নিয়মিত পড়ার কোন বিধান শরী‘আতে আছে কি? প্রতিদিন এরূপ করতে যেসব মুছল্লী ইচ্ছুক নয় তাদের জন্য করণীয় কি?

উত্তর : এভাবে নিয়মিতভাবে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা জায়েয নয় *(তিরমিযী হা/৪০২; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫৪৫৫-৫৭; মিশকাত হা/১২৯১-৯২)*। আর এর জন্য সহো সিজদা দেওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বিপদাপদের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করতেন। পরে তা ছাড়তেন *(যাদুল মা‘আদ ১/২৭৩)*। অতএব ইমাম ছাহেবকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর যিদ করলে তাকে পরিবর্তন করে অন্য ইমাম রাখতে হবে। *-সেপ্টেম্বর’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৭/৪৫৭।*

৭৪. দুই সিজদার মাঝে শরী‘আত নির্দেশিত কোন দো‘আ আছে কি? এছাড়া এসময় যেকোন মাসনূন দো‘আ পাঠ করা যাবে কি?

উত্তর : অবশ্যই দো‘আ রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে বসে বলতেন, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ (আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়াহ্দিনী ওয়া ‘আ-ফিনী ওয়ারযুক্বনী) অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎ পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন’ *(ইবনু মাজাহ হা/৮৯৮; আবুদাঊদ হা/৮৫০; মিশকাত হা/৯০০; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৬ পৃ.)*। এসময় নির্ধারিত দো‘আ পাঠ করাই উত্তম। তবে অন্য মাসনূন দো‘আও পাঠ করা যেতে পারে। *-সেপ্টেম্বর’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৮/৪৫৮।*

৭৫. আমাদের এখানে বর্তমানে যোহরের ছালাতের সময় হয় ১২ টা ৫ মিনিটে। কিন্তু আশপাশের আহলেহাদীছ, হানাফী সব মসজিদে ১টা থেকে ১টা ৩০ এর মধ্যে ছালাত হয়। এক্ষণে আমার জন্য বাড়ীতে ছালাত আদায় করে নিতে হবে কি?

উত্তর : না। মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে হবে। আউয়াল ওয়াক্ত বলতে ওয়াক্তের শুরুকে বুঝানো হয় না। বরং ওয়াক্তের প্রথমভাগকে বুঝানো হয়। জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আউয়াল ও আখেরী ওয়াক্তে দু'দিন ছালাত আদায় করে বলেন, উক্ত দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়কালই হ'ল আপনার উম্মতের জন্য ছালাতের ওয়াক্ত وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ *(আবুদাঊদ হা/৩৯৩; তিরমিযী হা/১৪৯; মিশকাত হা/৫৮৩ 'ছালাতের সময়কাল' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে ঐ দুই ওয়াক্তের প্রথমার্ধে ছালাত আদায় করলে সেটাই হবে আউয়াল ওয়াক্তে। যেমন ২০ শে আগস্ট ঢাকায় যোহর শুরু হচ্ছে ১২-০৪ মিঃ ও আছর শুরু হচ্ছে ৩-২২ মিঃ। এ দুই প্রান্ত সীমার মধ্যবর্তী সময়ের প্রথমভাগে আউয়াল ওয়াক্ত ধরা হবে। প্রশ্নে বর্ণিত সময় প্রথমার্ধের মধ্যেই রয়েছে। তবে হাদীছে যেহেতু ছালাত আগেভাগে পড়ার ব্যাপারে তাকীদ এসেছে *(আহমাদ, আবুদাঊদ হা/৪২৬; মিশকাত হা/৬০৭)*, সেহেতু প্রথমার্ধের প্রথম দিকে পড়াই উত্তম। তবে এর জন্য জামা'আত ত্যাগ করা যাবে না। কারণ ছালাত জামা'আতে আদায় করা যরূরী এবং তাতে ফযীলত বেশী *(বাক্বারাহ ২/৪৩, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০৭৭; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৩)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৪৭৮।*

৭৬. জনৈক আলেম বলেন, রাসূল (ছাঃ) সূরা ফাতেহা পড়ার পর মাঝে মাঝে জোরে আমীন বলতেন লোকদেরকে এ ব্যাপারে জানানোর জন্য। এটা তার সবসময়কার আমল ছিল না। একথার সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ইমাম যখন সশব্দে সূরা ফাতেহা শেষ করবেন, তখন মুক্তাদীগণও সাথে সাথে সশব্দে আমীন বলবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যখনই ইমাম ওয়া লাযযা-ল্লীন' বলবেন, অন্য বর্ণনায় যখন 'আমীন' বলবেন, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন-এর সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল

গুনাহ মাফ করা হবে' *(বুখারী হা/৭৮০; মুসলিম হা/৪১০; মিশকাত হা/৮২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে সশব্দে আমীন বলতেন, যার আওয়ায উচ্চ হ'ত' *(আবুদাঊদ হা/৯৩২; তিরমিযী হা/২৪৮; ইবনু কাছীর, দারেমী হা/১২৪৭; মিশকাত হা/৮৪৫)*। উল্লেখ্য যে, নিম্ন স্বরে আমীন বলার হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/২৪৯; নায়ল ৩/৭৫)*।

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে '*গায়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লাযযোয়া-ল্লীন*' পড়ে জোরে আমীন বলতে শুনেছি' *(তিরমিযী হা/২৪৮; আবুদাঊদ হা/৯৩২; মিশকাত হা/৮৪৫)*। তাবেঈ বিদ্বান আত্বা (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ও তাঁর মুক্তাদীগণ এত জোরে 'আমীন' বলতেন যে, মসজিদে নববী গমগম করে উঠত *(বুখারী তা'লীক্ব ৩/৩১৫, অনুচ্ছেদ নং ২৬২ হা/৭৮০; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৬৪০)*। জোরে 'আমীন' বলার প্রমাণে সতেরটি হাদীছ এবং ছাহাবীদের তিনটি আছার পাওয়া যায় *(নায়লুল আওত্বার ২/১২২ পৃ.)*। এমনকি হানাফী আলেমদের নিকটেও নীরবে আমীন বলার হাদীছের সনদ ছহীহ নয়। যেমন আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'নীরবে আমীন' বলার সনদে ত্রুটি আছে। সঠিক ফৎওয়া হ'ল জোরে 'আমীন' বলা' *(শরহে বেকায়াহ ১৪৬ পৃ.)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/১০৪।*

৭৭. ফজরের আযানের কতক্ষণ পূর্বে সাহারীর আযান দিতে হবে?

উত্তর : উভয় সময়ের মধ্যে এমন পার্থক্য থাকবে, যাতে একজন ব্যক্তি সহজে ফজরের আযানের পূর্বে রান্না ও খাদ্য গ্রহণ সম্পন্ন করতে পারে। তা একঘণ্টা বা তার কিছু কমবেশী হ'তে পারে। যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে ফজরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় বেলাল (রাঃ) সাহারীর আযান দিতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) ফজরের আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বেলালের আযান শুনে খাও, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে পাও' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০)*। তবে কারো হাতে খাবার থাকা অবস্থায় আযান হয়ে গেলে সাহারী খাওয়া সম্পন্ন করবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাবার পাত্র অথবা পানির পাত্র হাতে নেয়, আর এ সময় আযান শুনে, তখন সে যেন তা রেখে না দেয়; বরং খাওয়া শেষ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮ 'ছওম' অধ্যায়)*।

Contents

সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বেলালের আযান যেন তোমাদেরকে সাহারী খাওয়া থেকে বিরত না করে। কেননা সে রাত্রি থাকতে আযান দেয় এজন্য যে, যেন তোমাদের তাহাজ্জুদ গোযার মুছল্লীগণ (সাহারীর জন্য) ফিরে আসে ও তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তিগণ (তাহাজ্জুদ বা সাহারীর জন্য) জেগে ওঠে' *(মুসলিম হা/১০৯৪; মিশকাত হা/৬৮১; কুতুবে সিত্তাহ্র সকল গ্রন্থ তিরমিযী ব্যতীত, নায়ল ২/১১৭-১)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে যে, উভয় আযানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুবই কম ছিল। একজন নামতেন, অন্যজন উঠতেন *(মুসলিম হা/১০৯২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'বিদ্বানগণ এর অর্থ করেছেন এই মর্মে যে, বেলাল ছুবহে ছাদিক-এর পূর্বেই আযান দিতেন। অতঃপর ফজর উদিত হওয়ার পর মিনার থেকে অবতরণ করে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে জাগাতেন। অতঃপর ইবনে উম্মে মাকতূম পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল সেরে এসে ফজরের ওয়াক্তের শুরুতেই আযান দিতেন' *(তানক্বীহুর রুওয়াত শরহ মিশকাত ১/১৩০ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬ হা/৬৮০-এর ব্যাখ্যা)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৪৭৭।*

জুম‘আ ও ঈদ

১. ঈদের মাঠে মিম্বার কখন থেকে চালু হয়েছে? জনৈক আলেম কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, রাসূল (ছাঃ) মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে ঈদের খুৎবা দিতেন। এক্ষণে এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ঈদের খুৎবায় মিম্বার ব্যবহার করতেন না। উমাইয়া খলীফা মারওয়ান বিন হাকাম (৬৪-৬৫ হি.) সর্বপ্রথম ঈদগাহে মিম্বার ব্যবহার করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে পৌঁছে প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুছল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। তখন তারা স্ব স্ব কাতারে বসে থাকত। ... রাবী বলেন, মানুষ এভাবে আমল করতে থাকে। পরে আমি মারওয়ানের সাথে ঈদুল ফিৎর অথবা ঈদুল আযহায় গেলাম। তখন তিনি মদীনার আমীর ছিলেন। মাঠে এসে দেখি কাছীর ইবনুছ ছাল্ত মাটি ও কাঁচা ইট দ্বারা একটি মিম্বার তৈরী করেছে। মারওয়ান মিম্বারে চড়ে ছালাতের পূর্বে খুৎবা দিতে চাইলে আমি তার কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু তিনি জোরপূর্বক মিম্বারে উঠে ছালাতের পূর্বে খুৎবা দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম! তোমরা (রাসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করলে। মারওয়ান বললেন, আবু সাঈদ! তুমি যে নিয়ম জান ঐ নিয়ম এখন চলবে না। আমি বললাম, আমি যে নিয়ম জানি তাতেই কল্যাণ রয়েছে। তখন মারওয়ান বললেন, মানুষ ছালাতের পর আমার খুৎবা শুনার জন্য বসে না। তাই আমি খুৎবাকে ছালাতের পূর্বে এনেছি’ *(বুখারী হা/৯৫৬; মুসলিম, হা/৮৮৯ ‘ঈদায়েন-এর ছালাত’ অধ্যায়)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘মারওয়ান ঈদের দিন মিম্বার নিয়ে বের হ’লেন এবং ছালাতের পূর্বেই খুৎবা শুরু করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘হে মারওয়ান! তুমি সুন্নাতের বিরোধিতা করলে। ঈদের দিন তুমি মিম্বার বের করলে যা কখনো এখানে বের হয়নি! আবার তুমি ছালাতের পূর্বে খুৎবাও শুরু করলে? একথা শুনে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি কে? লোকেরা বলল, অমুক। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ ‘মুনকার’ কিছু দেখলে তা যেন হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। নইলে যবান দিয়ে। নইলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হ’ল দুর্বলতম ঈমান *(আবুদাঊদ হা/১১৪০)*। এই হাদীছ শুনানোর মাধ্যমে তিনি

ঐ ব্যক্তির প্রতিবাদকে সমর্থন করলেন এবং প্রকারান্তরে তিনি ছালাতের পূর্বে খুৎবা ও মিম্বার উভয়েরই প্রতিবাদ করলেন।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে মিম্বার মসজিদ হ'তে বের করে মাঠে নিয়ে যাওয়া হ'ত না, সর্বপ্রথম মারওয়ান ইবনুল হাকাম এটি করেছেন' *(যাদুল মাআদ ১/৪৩১ পৃ.)*।

উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খলীফা মারওয়ানই তার শাসনামলে সর্বপ্রথম ঈদগাহে মিম্বারের প্রচলন ঘটান। আবু সাঈদ (রাঃ) ও অন্যান্যগণ যার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

এক্ষণে রাসূল (ছাঃ) ঈদের খুৎবা মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে দিয়েছেন মর্মে প্রশ্নকারীর উপস্থাপিত দলীলগুলির বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

(১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি কুরবানীর ঈদে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি যখন খুৎবা শেষ করলেন, তখন মিম্বার থেকে নামলেন' *(আহমাদ হা/১৪৯৩৮; আবুদাঊদ হা/২৮১০; তিরমিযী হা/১৫২১)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি মুত্ত্বালিব ও জাবের (রাঃ)-এর মাঝে ইনক্বিতা' বা ছিন্ন সূত্রিতার দোষে দুষ্ট...। রাবী মুত্ত্বালিব একজন মুদাল্লিস রাবী। অতএব এরূপ বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া অন্য বর্ণনায় এ হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে মিম্বারের কথা উল্লেখ নেই *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৩-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

(২) অন্যত্র জাবের (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) ঈদের খুৎবা শেষে অবতরণ করে নারীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন' *(বুখারী হা/৯৭৮)*। এ হাদীছের ব্যাপারে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'ইতিপূর্বে 'মুছাল্লার দিকে বের হওয়া' অনুচ্ছেদে পাওয়া গেছে যে, রাসূল (ছাঃ) ঈদের মুছাল্লায় মাটির উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তাই সম্ভবতঃ রাবী স্থান পরিবর্তনকে অবতরণ করা শব্দে এনেছেন' (ضَمَّنَ النُّزُوْلَ مَعْنَى الاِنْتِقَالِ) *(ফাৎহুল বারী, ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ ২/৪৬৭)*।

(৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ঈদের মুছাল্লা সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ঈদের দিন রাসূল

(ছাঃ) (أَتَى الْعَلَمَ الَّذِى عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ) কাছীর বিন ছালতের বাড়ির সামনে যে নিশানা ছিল সেখানে আসলেন এবং ছালাত আদায়ের পর খুৎবা দিলেন *(বুখারী হা/৯৭৭)*।

উল্লেখ্য যে, হাদীছে বর্ণিত নিশানা এবং কাছীর ইবনুছ ছাল্‌তের বাড়ী কোনটিই রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না। বরং তা পরবর্তীতে তৈরী। কারণ হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ)-এর মুছাল্লা ছিল খোলা ময়দান। সেখানে কোন সুৎরা বা নিশানা ছিল না। ফলে তার সামনে একটি বর্শা পুঁতে দেওয়া হ'ত এবং তিনি সেদিকে ফিরে ছালাত আদায় করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৩০৪, ইবনু রজব হাম্বলী, ফাৎহুল বারী হা/৯৭৭ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। অর্থাৎ পরবর্তীতে সেখানে বাড়ি এবং নিশানা নির্মিত হওয়ার পর ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে সেগুলির মাধ্যমে স্থানটি চিনিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র।

(৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে জুম'আ, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎরের খুৎবা দিতেন'। এ হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৩)*।

সুতরাং সার্বিক পর্যালোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ঈদের খুৎবা মিম্বারে দেয়ার প্রমাণে কোন বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য দলীল নেই। সুতরাং মিম্বারহীন খোলা ময়দানে দাঁড়িয়েই খুৎবা দিতে হবে। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/৪০।*

২. ঈদের ছালাতে ছানা পড়তে হবে কি? যদি পড়তে হয়, তবে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো ছানা পাঠের আগে না পরে দিতে হবে?

উত্তর : ছানা পড়তে হবে এবং তা তাকবীরে তাহরীমার পর ও অতিরিক্ত তাকবীরের পূর্বে পাঠ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন ছালাত শুরু করতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমার পর দো'আয়ে ইস্তিফতাহ বা ছানা পড়তেন *(মুসলিম হা/৭৭১; মিশকাত হা/৮১৩, 'তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ্য' অনুচ্ছেদ)*। ঈদের ছালাতেও অনুরূপভাবে প্রথম তাকবীরের পর ছানা পাঠ করতে হবে *(ইবনু কুদামা, মুগনী, মাসআলা নং ১৪১৬; নববী, আল-মাজমূ' ৫/২০; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/২৪০)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৪/৪৪।*

৩. চাঁদ দেখার দো'আটি কি কেবল ঈদের চাঁদের সাথে নির্দিষ্ট না ১২ মাস নতুন চাঁদ দেখলে উক্ত দো'আটি পাঠ করা যাবে?

উত্তর : দো‘আটি কেবল ঈদে নয় বরং প্রতি মাসে নতুন চাঁদ দেখে পাঠ করতে হবে। দো‘আটি হ’ল- *আল্লা-হু আকবর, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ ‘আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লা-হ*। **অর্থ :** আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাথে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাথে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাথে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশী হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার রব আল্লাহ’ *(দারেমী হা/১৬৮৭-৮৮; তিরমিযী হা/৩৪৫১; মিশকাত হা/২৪২৮; ছহীহাহ হা/১৮১৬)*। *-জুন’১৬, প্রশ্নোত্তর ২৫/৩৪৫।*

৪. জুম‘আর ছালাতের খুৎবা শুরুর পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করার পর আযান শুরু হয়ে গেলে আযান শোনা ও তার জবাব দেওয়া যরূরী, নাকি আযান চলাকালীন অবস্থায় সুন্নাত ছালাত আদায় যরূরী হবে?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বল’ *(বুখারী হা/৬১১; মুসলিম হা/৩৮৩)*। অতএব আযানের জবাব দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সংক্ষেপে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করার পর বসে খুৎবা শ্রবণ করাই উত্তম হবে *(ইবনু কুদামা, মুগনী ১/৩১১)*। আদবের স্বার্থে উক্ত ছালাত খত্বীবের সামনে না পড়ে বারান্দায় পড়ে ভিতরে গিয়ে বসা ভাল হবে। *-নভেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/৫৩।*

৫. জুম‘আর দিন সর্বাগ্রে মসজিদে প্রবেশের ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করে সুগন্ধি মেখে মসজিদে এল ও সাধ্যমত নফল ছালাত আদায় করল। অতঃপর চুপচাপ ইমামের খুৎবা শ্রবণ করল ও জামা‘আতে ছালাত আদায় করল, তার পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত এবং আরও তিনদিনের গোনাহ মাফ করা হয়’ *(বুখারী হা/৮৮৩; মিশকাত হা/১৩৮১)*। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন ভালভাবে গোসল করে। অতঃপর সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে যায় এবং (আগে ভাগে নফল ছালাত শেষে) ইমামের কাছাকাছি বসে ও মনোযোগ দিয়ে খুৎবার শুরু থেকে শুনে এবং অনর্থক কিছু না করে, তার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের অর্থাৎ দিনের ছিয়াম ও রাতের নফল ছালাতের সমান নেকী হয়’ *(আহমাদ হা/১৬২১৭; তিরমিযী হা/৪৯৬;*

Contents

মিশকাত হা/১৩৮৮)। তিনি আরও বলেন, 'জুম'আর দিন ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন ও মুছল্লীদের নেকী লিখতে থাকেন। এদিন সকাল সকাল যারা আসে, তারা উট কুরবানীর সমান নেকী পায়। তার পরবর্তীগণ গরু কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ ছাগল কুরবানীর, তার পরবর্তীগণ মুরগী কুরবানীর ও তার পরবর্তীগণ ডিম ছাদাক্বার সমান নেকী পায়। অতঃপর খত্বীব দাঁড়িয়ে গেলে ফেরেশতাগণ দফতর গুটিয়ে ফেলেন ও খুৎবা শুনতে থাকেন' *(বুখারী হা/৮৮১, ৯২৯; মুসলিম হা/৮৫০; মিশকাত হা/১৩৮৪)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২০/১৪০*।

৬. জুম'আর খুৎবা প্রদানের সময় লাঠি নেওয়া কি যরূরী?

উত্তর : যেকোন খুৎবায় বা বক্তব্যের সময় হাতে লাঠি নিয়ে বক্তব্য দেওয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত। হাকাম ইবনে হুযন আল-কুলফী বলেন, 'আমি সপ্তম অথবা অষ্টম দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করুন। ... আমরা সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। অবশেষে আমরা একদিন তাঁর সাথে জুম'আর ছালাতে যোগ দিলাম। তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবায় দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ্র প্রশংসা করে বললেন, 'হে জনগণ! আমি যা আদেশ করছি তোমরা তা পুরোপুরি আদায় করতে সক্ষম নও। কাজেই মধ্যম পথ অবলম্বন কর এবং মানুষকে সুসংবাদ দাও' *(আবুদাঊদ হা/১০৯৬, সনদ হাসান; ইরওয়া ৩/৭৮ পৃ., হা/৬১৬)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা প্রদান করতেন' *(মুসনাদে আব্দুর রাযযাক হা/৫২৪৬; ইরওয়াউল গালীল ৩/৭৮ পৃ., সনদ ছহীহ)*।

কোন কোন বিদ্বান মিম্বার তৈরীর পর রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নেননি বলে মত প্রকাশ করেছেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৪১১ পৃ.)*। কিন্তু তার পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন সাধারণ আলোচনার সময় মসজিদে মিম্বরে বসে লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে বললেন, ত্বাইয়েবা অর্থাৎ মদীনা শহর... *(মুসলিম হা/২৯৪২; মিশকাত হা/৫৪৮২)*। এটি প্রমাণ করে যে, মিম্বরে বসা অবস্থাতেও তার হাতে লাঠি ছিল। এছাড়া ছাহাবীগণের মধ্যেও মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হিশাম

বিন ওরওয়া বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-কে খুৎবা দিতে দেখেছি। এমতাবস্থায় তাঁর হাতে লাঠি ছিল' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৬৫৯)*।

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু জুম'আ নয়, বরং যেকোন খুৎবা বা বক্তব্য দেওয়ার সময় হাতে লাঠি রাখা সুন্নাত। উল্লেখ্য যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ থাকার কারণে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন' বলে সমাজে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৭/১৬৭।*

৭. ঈদগাহের মাঠে খেলাধুলা সহ বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

উত্তর : ঈদগাহের মাঠে বিজয় দিবস, পহেলা বৈশাখ ও অন্যান্য দিবস পালনার্থে কোন অনুষ্ঠান করা শরী'আতে বৈধ নয়। কারণ অমুসলিমদের অনুকরণে পালিত এসব দিবসের সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই। খেলাধুলা থেকেও দূরে থাকা কর্তব্য। কেননা এতে ঈদগাহের ধর্মীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩/২০৩।*

৮. আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব প্রত্যেক জুম'আর দিন ফজরের ছালাতের ২য় রাক'আতে হাত তুলে দো'আ করেন। এটা কি শরী'আতসম্মত?

উত্তর : বিশেষ কারণবশতঃ কুনূতে নাযেলাহ যে কোন ওয়াক্তেই পাঠ করা যায় *(বুখারী হা/৭৯৭; মুসলিম হা/৬৭৮; নাসাঈ হা/১০৭৬)*। রাসূল (ছাঃ) দীর্ঘ এক মাস যাবৎ কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেছিলেন *(বুখারী হা/১০০২,৪০৯৪; মুসলিম হা/৬৭৭; মিশকাত হা/১২৮৯-৯০)*। কিন্তু কোন দিন নির্ধারণ করেননি। অতএব জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে নিয়মিতভাবে এটি পাঠ করা বিদ'আত। ইমাম নাখঈ, তাঊস, মাকহূল প্রমুখ বিদ্বানগণ জুম'আর দিনকে কুনূতে নাযেলাহ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করাকে বিদ'আত বলেছেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৪৫৫-৫৭)*। সুতরাং এভাবে নির্দিষ্ট না করে প্রয়োজনমত যেকোন দিন যেকোন ওয়াক্তে এটা পাঠ করা যাবে। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৫/২১৫।*

৯. কোন এক বাসায় মহিলারা একত্রিত হয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান ও নিজেরা জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

উত্তর : এভাবে বাড়ীতে বা মসজিদে মহিলাদের ইমামতিতে জুম'আর ছালাত আদায়ের নিয়ম ইসলামী শরী'আতে নেই। বরং তারা মসজিদে গিয়ে পুরুষ

ইমামের পিছনে জুম'আর ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/৩২৪; মুসলিম হা/৮৯০; আবুদাঊদ হা/১০৬৭; মিশকাত হা/১৩৭৭, ১৪৩১)*। তবে ফরয ও তারাবীহ্‌র জামা'আতে তাদের ইমামতি করার দলীল রয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৫৯১, দারাকুৎনী প্রভৃতি ইরওয়া হা/৪৯৩)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৪/২৫৪।*

১০. একটি জমি নিয়ে কোর্টে মামলা চলছে। এমতাবস্থায় উক্ত জমিতে ঈদগাহ বানানো যাবে কি?

উত্তর : স্থায়ীভাবে ঈদগাহ হিসাবে নির্দিষ্ট করা যাবে না। কারণ মামলা চলায় এর মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি। তবে সকলের সম্মতিক্রমে সাময়িকভাবে ঈদের ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। স্থায়ী ঈদগাহ বা মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফকৃত হওয়া যরূরী *(বুখারী হা/২৭৭৪; মুসলিম হা/৫২৪)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ১১/২৯১।*

১১. আমাদের এলাকায় একদল ভাই নির্দিষ্টভাবে জুম'আর দিন তাহাজ্জুদের জন্য যুবকদের একত্রিত করে। এভাবে তাহাজ্জুদ তথা রাত্রি জাগরণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : বরকত ও ফযীলতের আশায় কেবল জুম'আর রাত্রিকে নির্দিষ্ট করে জাগরণ করা নিষিদ্ধ। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কেবল জুম'আর রাত্রিকে জাগরণের জন্য নির্দিষ্ট না করে। অনুরূপভাবে কেবল জুম'আর দিনকে নির্দিষ্ট করে ছিয়াম পালন না করে, তার একদিন আগে বা পরে ছিয়াম রাখা ব্যতীত *(মুসলিম হা/১১৪৪; মিশকাত হা/২০৫২ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। আর কোন দিনকে নির্দিষ্ট করে পূর্ব ঘোষণার মাধ্যমে একত্রিতভাবে নিয়মিত তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের ব্যাপারেও শরী'আতে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/৬০-৬১)*। তবে ফযীলতের প্রত্যাশা ব্যতীত স্রেফ তা'লীমের জন্য মাঝে-মধ্যে জামা'আতের সাথে রাত্রি জাগরণ করায় কোন বাধা নেই। যেমন মহিলাদের দাবীক্রমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের তা'লীমের জন্য একটা দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/১১৩৫, ৭৩১০; মুসলিম হা/৭৭২, ২৬৩৩; মিশকাত হা/১৭৫৩)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৩১৪।*

১২. সফর অবস্থায় জুম'আর সাথে আছরের ছালাত জমা করা যাবে কি?

উত্তর : সফর অবস্থায় ছালাত জমা করা যাবে। কারণ জুম'আ যোহরের স্থলাভিষিক্ত *(মু'জামুল কাবীর হা/৯৫৪৫, ৯৫৪৭; তামামুল মিন্নাহ ১/৩৪০; মাজমা'উয*

যাওয়ায়েদ হা/৩১৭১, সনদ হাসান)। রাসূল (ছাঃ) যোহরের সাথে আছরের ছালাত জমা করেছেন। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধে মনযিল ত্যাগের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আছর-এর ছালাত একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য ঢলার পূর্বে প্রস্থান করতেন, তখন যোহরকে বিলম্ব করে যোহর ও আছর একত্রে পড়তেন *(আবুদাঊদ হা/১২০৮; মিশকাত হা/১৩৪৪ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩১৬।*

১৩. আমাদের সমাজ অন্য গ্রামে হওয়ায় পিতার অছিয়ত অনুযায়ী আমি সেখানেই জুম'আর ছালাত আদায় করি। গ্রামে জুম'আ আদায় না করায় গ্রামের লোকজন অসন্তুষ্ট। এভাবে নিজ গ্রামের মসজিদ ছেড়ে নিয়মিতভাবে অন্য মসজিদে জুম'আ আদায় করায় কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : পিতার অছিয়ত মানতে গিয়ে নিকটবর্তী মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে ছালাত আদায় করা কিংবা নিয়মিতভাবে সেখানে জুম'আর ছালাত আদায় করা উচিত নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের নিজ মসজিদেই ছালাত আদায় করা উচিত। অন্য মসজিদের সন্ধান করবে না' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/১৩৩৭৩; ছহীহাহ হা/২২০০)*। তবে অধিক জ্ঞান অর্জন বা বড় জামা'আতে অংশগ্রহণ করার জন্য অন্য মসজিদে যেতে কোন বাধা নেই *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৪১-৪২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জামা'আত যত বড় হয়, সেটি আল্লাহ্র নিকট তত প্রিয় হয়' *(বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫২)*। অবশ্য যেরার মসজিদ বা বিদ'আতী মসজিদ ছেড়ে ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে পরিচালিত মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় অবশ্য প্রয়োজনীয় *(তওবা ৯/১০৭-০৯)*। এক্ষেত্রে কারু বাধা মানা চলবে না। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৮/৩৩৮।*

১৪. জুম'আর দিন আমাদের মসজিদে পিতা-মাতাগণ ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসে, যারা মুছল্লীদের সামনে দিয়ে দৌড়াদৌড়ি, মারামারি করে ছালাতে বিঘ্ন ঘটায়। এভাবে তাদেরকে মসজিদে আনা যাবে কি?

উত্তর : বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে আসায় কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে এটি করেছেন। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লোকদের ইমামতি করতে দেখেছি, এমতাবস্থায় নাতনী উমামা বিনতে আবুল 'আছ তার কাঁধে ছিল। যখন তিনি রুকূতে যেতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন এবং যখন সিজদা থেকে উঠতেন, তখন তাকে

(পুনরায় কাঁধে) ফিরিয়ে নিতেন *(বুখারী হা/৫৯৯৬; মুসলিম হা/৫৪৩; মিশকাত হা/৯৮৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদিন খুৎবাদান কালে হাসান ও হোসাইন তাদের পরিহিত লাল পোষাক ঝুলিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসে। তখন তিনি খুৎবা বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে এসে তাদের কোলে উঠিয়ে নেন ও পুনরায় মিম্বরে ফিরে গিয়ে বলেন, আল্লাহ সত্যই বলেছেন, 'তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেৎনা ব্যতীত কিছুই নয়' *(তাগাবুন ৬৪/১৫; নাসাঈ হা/১৪১৩; মিশকাত হা/৬১৫৯)*। অতএব তাদেরকে মসজিদে আনা জায়েয হ'লেও পিতা-মাতা অবশ্যই তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, যাতে মুছল্লীদের সমস্যা না হয়। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৯/৩৩৯।*

১৫. পুরুষদের সাথে নারীদের ঈদের ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা না থাকলে একই ইমাম পুরুষদের ছালাত আদায় করিয়ে পরে মহিলাদের নিয়ে পৃথক জামা'আত খুৎবা সহ ছালাত আদায় করাতে পারবে কি?

উত্তর : পারবে। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে পিছনে এশার ছালাত পড়তেন এবং পরে নিজ মহল্লায় গিয়ে আবার তাদের ইমামতি করতেন *(বুখারী হা/৭১১, মুসলিম হা/৪৬৫)*। এক্ষণে ইমাম না পাওয়ার কারণে যদি এরূপ করতে হয়, তাহ'লে তাতে কোন বাধা নেই। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৫/৪৪৫।*

১৬. জুম'আর খুৎবা বসে দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : অতি দুর্বল ও একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় ব্যতীত বসে খুৎবা দেওয়া যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২৩২, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫২৬৬)*। দুই খুৎবার মাঝখানে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বসতে হবে, এটাই বিধিবদ্ধ সুন্নাত *(বুখারী হা/৯২০; মুসলিম হা/৮৬২; মিশকাত হা/১৪১৫ 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। এ যুগে বিভিন্ন মসজিদে জুম'আর খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে বাংলায় যে 'বয়ান' দেওয়া হয়, তা পরিষ্কারভাবে সুন্নাত বিরোধী আমল এবং একেবারেই ভিত্তিহীন। দুই খুৎবার সুন্নাতী তরীকার বাইরে এটি তৃতীয় খুৎবার স্থান দখল করেছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪০/৪৮০।*

মসজিদ

১. মাযার কেন্দ্রিক মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : মাযার কেন্দ্রিক মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ এর উদ্দেশ্যই হ'ল শিরকের প্রতি মুছল্লীদের প্রলুব্ধ করা ও তাদেরকে মাযারমুখী করা। জানা-অজানা কবর ও ভুয়া কবর নিয়েই বহু স্থানে মাযার নাম দিয়ে নযর-নেয়ায ও ওরসের জমজমাট ব্যবসা চলছে। আর এইসব স্থানে দ্বীনদার মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য বানানো হয় মসজিদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে কুফরীর উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা ক্বোবায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল, যা 'মসজিদে যেরার' নামে খ্যাত *(তওবা ৯/১০৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে সেই মসজিদ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ যুগের এইসব মসজিদ শিরকের উদ্দেশ্যে নির্মিত। অতএব এখানে ছালাত জায়েয হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭২; মিশকাত হা/১৬৯৮)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২/২।*

২. বিশ বছর পূর্বে আমার দাদারা আমাদের মসজিদটি আহমাদিয়া জামা'আতের নামে লিখে দিয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত হন। বর্তমানে তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করছেন। কিন্তু মসজিদ তাদের নামেই লেখা আছে। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : আদালতে ঘোষণাপত্র দলীল সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত রেজিস্ট্রি পরিবর্তন করে 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ' নামে নতুনভাবে রেজিস্ট্রি করতে হবে। অন্যথায় সুযোগ সন্ধানীরা পুনরায় মসজিদটি দখলের অপচেষ্টা চালাবে। এখুনি নাম পরিবর্তন করা না গেলেও উক্ত মসজিদে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলসম্পন্ন ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। মনে রাখতে হবে যে, আহমাদিয়া জামা'আত শেষনবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মানে না। সেকারণ ওরা মুসলমান নয়। ওদের নবী হ'ল পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর যেলার কাদিয়ান শহরের ভণ্ডনবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮ খৃ.)। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/২১।*

৩. কারণবশতঃ এলাকার মসজিদে ছালাত আদায় না করে দূরের কোন মসজিদে আদায় করলে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

Contents

উত্তর : কোন বাধা নেই। বিশেষতঃ অধিক পদচারণা এবং বড় জামা'আতে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে অধিক নেকী লাভের আশায় এরূপ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছালাতের নেকী অর্জনের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা নেকীর ভাগিদার, যে অধিক দূর থেকে আগমনকারী *(বুখারী হা/৬৫১; মুসলিম হা/৬৬২; মিশকাত হা/৬৯৯)*। তিনি বলেন, একাকী পড়ার চেয়ে দু'জনে, দু'জনের চেয়ে তিন জনে ছালাত আদায় করা উত্তম। এভাবে যত মুছল্লী বেশী হবে, ততই তা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয়তর হবে *(আবুদাঊদ হা/৫৫৪; আহমাদ হা/২১৩০৩; মিশকাত হা/১০৬৬)*। মু'আয (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীতে এশার ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর নিজ এলাকায় এসে পুনরায় উক্ত ছালাতের ইমামতি করতেন *(বুখারী হা/৭০১; মিশকাত হা/১১৫০)*। অতএব যত্রতত্র মসজিদ নির্মাণ না করে বড় বড় জামা'আতগুলোকে সাধ্যপক্ষে টিকিয়ে রাখা কর্তব্য। তবে আক্বীদাগত কারণে পৃথক মসজিদ নির্মাণে ও দূরে হ'লেও সেখানে যাওয়ায় কোন বাধা নেই। -*মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৩/২৩৩।*

৪. বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে দেখা যাচ্ছে, বহু অর্থ খরচ করে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সিংহাসন সদৃশ মিম্বার তৈরী করা হচ্ছে। এটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : মসজিদ অধিক সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমকপূর্ণ করা নিষেধ। মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নেয় এরূপ বস্তু সেখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে *(বুখারী হা/৫৯৫৯; মিশকাত হা/৭৫৮, ৭৫৭; আবুদাঊদ হা/৪৪৮; নাসাঈ হা/৬৮৯; মিশকাত হা/৭১৮-১৯)*। সুতরাং মিম্বার এমনভাবে তৈরী করা যাবে না, যা মুছল্লীর দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং অপব্যয়ের শামিল হয়। শরী'আতে সরলতা পসন্দনীয় এবং সকল প্রকার বাড়িবাড়ি ও অপব্যয় পরিত্যাজ্য *(আ'রাফ ৭/৩১; ইসরা ১৭/২৬-২৭)*। -*অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/২২।*

৫. খ্রিষ্টানদের পরিচালিত কলেজ হওয়ায় সব জায়গায় ক্রুশের ছবি রয়েছে। এক্ষণে কলেজে অবস্থানরত সময়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : ক্রুশের ছবিসহ দৃষ্টি আকর্ষক কিছু সামনে রেখে ছালাত আদায় করা যাবে না *(বুখারী হা/৩৭৪; আবুদাঊদ হা/২০৩০)*। বরং সামনে ছবি নেই এমন স্থানে ছালাত আদায় করতে হবে। তবে সর্বোত্তম হ'ল অমুসলিমদের স্কুল পরিত্যাগ করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে আদায় করা যায়, এরূপ মুসলিম পরিবেশে পড়াশুনা করা। -*ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/১৯৬।*

৬. মসজিদে জুম'আর ছালাতের আগে বা পরে মুছল্লীদের জানার স্বার্থে ইমামের নেতৃত্বে প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : ছালাতের পূর্বে এরূপ আয়োজন করা যাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন ছালাতের পূর্বে মসজিদে খুৎবা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে একত্রিত হ'তে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/১০৭৯, ছহীহুল জামে' হা/৬৮৮৫, সনদ হাসান)*। তবে ছালাতের পরে কোন বাধা নেই। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/৪৯।*

৭. মাসজিদুল আক্বছায় যদি কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করেন, তাহ'লে তার বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে' মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

উত্তর : উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহ্র কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্র হুকুম মত ন্যায়বিচার ও এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে কেবলমাত্র ছালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তার গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেন তার মা তাকে সেদিনই প্রসব করেছে। এরপর নবী করীম (ছাঃ) বলেন, প্রথম দু'টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাঁকে দান করা হয়েছে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮; ইবনু খুযায়মাহ হা/১৩৩৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৭৮)*। অর্থাৎ তার (ছগীরা) গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যাবে।

হাদীছে 'নির্মাণ কাজ শেষ করে' অর্থ মূল কাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ করে। কেননা তখনও আনুসঙ্গিক কাজ সমূহ বাকী ছিল। যেজন্য মৃত্যুর পরেও আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁকে স্বীয় মেহরাবে এক বছর লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে রাখা হয়। জিনেরা ভয়ে তাঁর কাছে যায়নি। ফলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মাধ্যমে তারা কাজ শেষ করে ফেলে। অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে কিছু উইপোকার মাধ্যমে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সুলায়মানের লাশ মাটিতে পড়ে যায়। আর তখনই জিনেরা তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারে *(সাবা ৩৪/১৪; নবীদের কাহিনী ২/১৫৯-৬০ পৃ.)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৩/২৬৩।*

৮. 'মসজিদে দুনিয়াবী কথা বললে ১৭ বছরের ইবাদত বাতিল হয়ে যায়' মর্মে কোন ছহীহ বর্ণনা আছে কি?

উত্তর : এ মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন বর্ণনা নেই। আর মসজিদে দুনিয়াবী কথা বললে চল্লিশ বছরের আমল বাতিল হয়ে যায় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব ১/৮৩৩; 'আজলূনী, কাশফুল খাফা হা/২৪৪০; ছাগানী, আল-মাওযূ'আত হা/৪০)*। বরং মুছল্লীদের অসুবিধা সৃষ্টি না হ'লে মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা যায়। যেমন জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে ছাহাবায়ে কেরাম মসজিদে জাহেলী যুগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরস্পর আলোচনা এবং হাসাহাসি করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা শুনে মুচকি হাসতেন *(মুসলিম হা/৬৭০; মিশকাত হা/৪৭৪৭)*। তবে অন্য মুছল্লীদের মনোযোগ যাতে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে গভীরভাবে নযর রাখতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) কোন মুছল্লী ছালাতরত অবস্থায় থাকলে অন্যদেরকে কুরআন পর্যন্ত নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন *(আহমাদ হা/১৯০৪৪; মিশকাত হা/৮৫৬, সনদ ছহীহ)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৭৩।*

৯. আমাদের মসজিদের ভিতরের এক কর্ণারে ডাষ্টবিন রাখা আছে, যা অনেক সময় নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করে। এক্ষণে মসজিদের ভিতরে ডাস্টবিন রাখা জায়েয হবে কি?

উত্তর : মসজিদে ডাষ্টবিন রাখা যাবে না। বরং তা মসজিদের বাইরে কোন স্থানে রাখতে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, জনৈক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মসজিদ পেশাব করা বা আবর্জনা ফেলার স্থান নয়। মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ্র যিকির, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য' *(মুসলিম হা/২৮৫, মিশকাত হা/৪৯২)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন' *(তিরমিযী হা/৫৯৪; আবুদাঊদ হা/৪৫৫; মিশকাত হা/৭১৭)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/১১২।*

১০. মসজিদের বারান্দা কি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত? বারান্দায় মসজিদে প্রবেশের ছালাত ও দো'আ পাঠ করা যাবে কি?

উত্তর : মসজিদের বারান্দা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৩৪)*। মসজিদের ভিতর এবং বারান্দা এগুলি মসজিদ নির্মাণের নিয়ম মাত্র

এবং সব স্থানে একই নেকী অর্জিত হবে। তাই মসজিদের বারান্দায় ডান পা রাখার সময়েই দো'আ পাঠ করতে হবে এবং বারান্দায় ছালাত আদায় করা যাবে। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৪/১৩৪।*

১১. মসজিদের মিনার সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ছবিযুক্ত জায়নামাযে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : দৃষ্টি আকর্ষক নকশা সমৃদ্ধ জায়নামাযে ছালাত আদায় থেকে দূরে থাকাই উত্তম। এতে ছালাতের একাগ্রতা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন একটি চাদরে ছালাত আদায় করলেন, যাতে চকচকে ডোরা কাটা দাগ ছিল। তিনি সেদিকে একবার নযর দিলেন। অতঃপর ছালাত শেষে বললেন, 'আমার এই চাদরখানা এর প্রদানকারী আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য এটার বদলে চিহ্ন বিহীন একটি পশমী আম্বেজানীয়া কাপড় নিয়ে আস। কারণ এই কাপড়টি এখনই আমার ছালাতের একাগ্রতা বিঘ্নিত করল' *(বুখারী হা/৩৭৩; মিশকাত হা/৭৫৭)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ২০/২৬০।*

১২. মসজিদ কর্তৃপক্ষ শুদ্ধভাবে আযান ও ইক্বামত দেওয়ার লোক থাকা সত্ত্বেও অশুদ্ধ উচ্চারণকারী ব্যক্তিকে দিয়ে একাজ করিয়ে থাকে। এক্ষণে এর জন্য কর্তৃপক্ষের পরণতি কি হবে?

উত্তর : মসজিদের জন্য ক্ষতিকর কোন কারণ না থাকলে এর জন্য মসজিদের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ গুনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর (ক্বিয়ামতের দিন) তোমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে *(বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। তবে এতে মুছল্লীর ছালাতে কোন ক্ষতি হবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইমামগণ তোমাদের ছালাতে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এক্ষণে তারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করালে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা ভুল করলে তোমাদের জন্য রয়েছে নেকী, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী হা/৬৯৪; মিশকাত হা/১১৩৩)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২১/১৪১।*

১৩. কবরের উপর আরসিসি কলাম করে দোতলায় মসজিদ নির্মাণ করে তাতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : এভাবে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কবরের উপর নির্মিত মসজিদের নীচ তলায় যেমন ছালাত জায়েয নয়, তেমনি দোতলায়ও জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে ফিরে ও কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(মুসলিম হা/৯৭২; মিশকাত হা/১৬৯৮)*। অন্য বর্ণনায় তিনি কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের লা'নত করেছেন *(বুখারী হা/৪২৭, ১৩৩০)*। এরূপ স্থানে মসজিদ থাকলে মসজিদ সরিয়ে নিতে হবে *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৩৩৭-৩৩৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহহ ১/৪১৮-৪২১)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৮/১৬৮।*

১৪. ১৯৭১ সালে নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে মসজিদের ভিতরে পৃথক রঙের খুঁটি তৈরী করা এবং তাদের জন্য নিয়মিতভাবে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা যাবে কি?

উত্তর : মসজিদে হৌক বা বাইরে হৌক এরূপ করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আত বিরোধী কাজ। আর মৃতের স্মরণে কুরআন পাঠ করার কোন বিধান শরী'আতে নেই। সুতরাং এরূপ আমল সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী প্রথা। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির জন্য কবরের পাশে বা যে কোন স্থানে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩৩৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৪৩)*। কবরস্থানে গিয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠের ফযীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা মওযূ বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৪৬)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২১/১৮১।*

১৫. মসজিদের ছাদের উপর ধান, গম, কাপড় ইত্যাদি শুকানো জায়েয হবে কি?

উত্তর : মসজিদের ছাদের উপর ধান, গম, কাপড় ইত্যাদি শুকানো মসজিদের আদবের খেলাফ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মসজিদ সমূহ হ'ল আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য...' *(জিন ৭২/১৮)*। অতএব মসজিদের ছাদকে এরূপ কাজে ব্যবহার না করাই উত্তম। তবে সাময়িক ও বাধ্যগত অবস্থার কথা আলাদা। আর মসজিদের ধান হ'লে তা মসজিদে শুকাতে হবে এরূপ ধারণাও ঠিক নয়। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৫/২৬৫।*

১৬. মসজিদের সেফটি ট্যাংক মসজিদের বারান্দার নীচে নির্মিত হ'লে, তার উপরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর : সেফটি ট্যাংকের উপরিভাগ পবিত্র থাকলে তার উপর ছালাত আদায় করা যাবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত পুরা পৃথিবীই ছালাতের স্থান' *(আবুদাঊদ হা/৪৯২; মিশকাত হা/৭৩৭)*। তিনি আরো বলেন, 'সমগ্র যমীনকে আমার জন্য পবিত্র এবং সিজদার স্থান বানিয়ে দেয়া হয়েছে' *(বুখারী হা/৪৩৮; মিশকাত হা/৫৭৪৭)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩/২৮৩।*

১৭. জুম'আর পূর্বক্ষণে ইমাম ছাহেবের কাছে দাঁড়িয়ে মসজিদের আম, কাঁঠাল, কদু ইত্যাদির নিলাম করা যাবে কি?

উত্তর : মসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৪৯০; তিরমিযী হা/৩২২; মিশকাত হা/৭৩২)*। তিনি আরও বলেন, 'যখন তোমরা মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসায়ে লাভ না দেন' *(তিরমিযী হা/১৩২১; দারেমী হা/১৪০১; মিশকাত হা/৭৩৩;)*। তাছাড়া জুম'আর পূর্বে যখন যতখুশী নফল ছালাত আদায়ের সময় *(মুসলিম হা/৮৫৭; মিশকাত হা/১৩৮২)*, এমন একটি সময়ে নিলাম ডেকে মুছল্লীদের ছালাত বিনষ্ট করা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। তবে ছালাত শেষে মসজিদের বাইরে নিলাম ডাকায় কোন বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/২৮৭)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৪/২৯৪।*

১৮. মসজিদ স্থানান্তরের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদ স্থানান্তর করা যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) কা'বাগৃহ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর দেওয়া ভিতের উপর ভিত দিতে চেয়েছিলেন। কারণ কুরায়েশরা কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত থেকে ছোট করে নির্মাণ করেছিল। কিন্তু তারা নতুন মুসলিম হওয়ায় বিরোধের আশংকায় রাসূল (ছাঃ) তা করেননি *(বুখারী হা/১২৩; মুসলিম হা/২৩৬৭)*। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার শাসক ছিলেন ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মালের অর্থ চুরি হ'লে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। ফলে তিনি মসজিদ স্থানান্তরের নির্দেশ দেন এবং মসজিদ স্থানান্তর করা হয়। পরে মসজিদের পরিত্যক্ত স্থানটি খেজুর ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয়' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৮৯৪৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১০৬৫৪, হায়ছামী বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত;*

ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৩১/২১৬-২১৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/২৯০ পৃ.)। উক্ত হাদীছ ও আছার থেকে বুঝা যায় যে, অনিবার্য কারণে মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে স্থানান্তর করা যায়। প্রকাশ থাকে যে, ‘ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি বিক্রি করাও যাবে না এবং কাউকে হেবা করাও যাবে না’ মর্মের হাদীছ *(বুখারী হা/২৭৬৪, মিশকাত হা/৩০০৮)*-এর প্রেক্ষিতে কিছু বিদ্বান বলেন, যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না’। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একথার উত্তরে বলেন, ‘ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্‌ফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমন জিহাদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ঘোড়া বৃদ্ধাবস্থায় বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দিলে তাতে ওয়াক্‌ফের কোন পরিবর্তন হয় না; বরং আরো উত্তম হয়’ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৩১/২১৪)*। অতএব মসজিদ স্থানান্তরে কোন বাধা নেই। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন ফিৎনার কারণ না হয়। যা অবশেষে ‘যেরার’ মসজিদে পরিণত হ’তে পারে। *-মে’১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/৩০৭।*

১৯. জনৈক বক্তা বলেন, মসজিদে ঘুমানোর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে। এ কথা কি সঠিক?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। প্রয়োজনে মসজিদে ঘুমানো জায়েয। আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) অবিবাহিত যুবক হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে ঘুমিয়েছেন *(বুখারী হা/৪৪০; নাসাঈ হা/৭২২)*। তিনি বলেন, আমরা যুবকেরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে ঘুমাতাম *(তিরমিযী হা/৩২১; ইবনু মাজাহ হা/৭৫১)*। আলী (রাঃ) মসজিদে ঘুমিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৪৪১; মুসলিম হা/২৪০৯)*। অতএব প্রয়োজনে মসজিদে ঘুমানোয় কোন বাধা নেই। তবে এজন্য তাকে মসজিদের আদব রক্ষাকারী মুমিন হ’তে হবে। *-মে’১৬, প্রশ্নোত্তর ২৮/৩০৮।*

২০. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিতে হবে কি?

উত্তর : এরূপ আমল রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়। তবে মসজিদে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া যাবে *(তিরমিযী হা/৩৬৮; মিশকাত হা/৯৯১)*। আর কোন মজলিসে উপস্থিত হওয়া ও

বের হওয়া উভয় ক্ষেত্রে সালাম দেওয়া যাবে *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০০৭,১০০৮; মিশকাত হা/৪৬৬০, 'সালাম' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/১৮৩)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৩১৫।*

২১. জনৈক আলেম বলেন, মসজিদে এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে মসজিদে বসে পড়া ক্বিয়ামতের আলামত। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : বক্তব্যটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল, লোকেরা মসজিদ অতিক্রম করে চলে যাবে। অথচ সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে না' *(মু'জামুল কাবীর হা/৯৪৮৮; শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৯৯; ছহীহাহ হা/৬৪৯)*। অর্থাৎ মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত না পড়েই চলে যাবে, যেমন সাধারণ গৃহসমূহে করা হয়ে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার আগে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(বুখারী হা/১১৬৩; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)*। অথচ আজকাল এই নির্দেশকে উপেক্ষা করে লোকেরা মসজিদে এসে আগে বসে পড়ছে। তারপর দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৭/৩২৭।*

২২. আমাদের মসজিদে প্রায় শুক্রবারেই মসজিদ ফাণ্ডে দানকৃত অর্থ দিয়ে মসজিদে আগত কিছু মেহমান ও মুছল্লীকে খাওয়ানো হয়। এটা জায়েয হবে কি?

উত্তর : মসজিদের ফাণ্ড থেকে এরূপ খাওয়ানো জায়েয হবে না। বরং মসজিদের প্রতিবেশীরা আগত অতিথিদের মেহমানদারী করবে। অবশ্য মুছল্লীরা যদি মুসাফিরদের আপ্যায়নের জন্য মসজিদে পৃথকভাবে ফাণ্ড সৃষ্টি করে, তবে সেখান থেকে ব্যয় করায় কোন বাধা নেই। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৩৫৮।*

২৩. ৭ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামের মসজিদ পুনর্নির্মাণ করার ব্যাপারে আমি ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। কিন্তু অন্য একজন কাজটি সম্পন্ন করেছে। এক্ষণে উক্ত টাকা কবরস্থানের প্রাচীর দেওয়া, মাদ্রাসায় দান করা ইত্যাদি করলে ওয়াদা পালন হবে কি?

উত্তর : শারঈ বিবেচনায় দাতা তার নিয়ত পরিবর্তন করতে পারেন, অন্য কোন বিবেচনায় নয়। যেমন মসজিদে শিরক-বিদ'আতের প্রচলন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা মসজিদের জমিতে ওয়াকফের ব্যাপারে কোন ত্রুটি থাকলে অথবা অন্য মসজিদে দানের অধিক প্রয়োজন মনে করলে ইত্যাদি কারণে নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ফিক্বহুস সুন্নাহ 'ওয়াক্ফ' অধ্যায় ৩/৫৩২)*। উক্ত টাকা নেকীর নিয়তে অন্য কোন মসজিদ বা মাদরাসায় দান করা যেতে পারে। স্মর্তব্য যে, শিরক-বিদ'আত হয় নিশ্চিতভাবে জানলে এমন স্থানে দান করা যাবে না। বরং ছহীহ পদ্ধতিতে ছালাত ও খুৎবা হয়, এরূপ মসজিদে দান করতে হবে। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩০/৩৯০।*

২৪. আমাদের মসজিদের নিচে ২টি ৩৫ বছর ও ১টি ১৮ বছর পূর্বের তিনটি কবর রয়েছে। মসজিদ পাকা করার সময় এগুলির উপর ৪ ফুট বালি ভরাট দিয়ে তার উপর মসজিদ করা হয়। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি?

উত্তর : উক্ত মসজিদে ছালাত হবে না। বরং যে স্থানে কবর আছে বলে নিশ্চিত হবে তা খুঁড়ে লাশের কোন চিহ্ন পেলে তা উঠিয়ে অন্যত্র দাফন করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১ পৃ.; তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃ. ৯১-৯৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কবরের দিকে ফিরে বা কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(ত্বাবারাণী কাবীর, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০১৬)*। তিনি বলেন, 'তোমরা কবরে ছালাত আদায় করো না এবং এর উপর বসো না' *(মুসলিম হা/৯৭২)*।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, *আলহামদুল্লিাহ*। বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, কবরের উপর মসজিদ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধ করে গিয়েছেন *(মুসলিম হা/৫৩২)*। আর মসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করা যাবে না। যদি মসজিদ কবর দেওয়ার পূর্বেকার হয়, তাহ'লে কবর সরাতে হবে। বহু পুরাতন হ'লে মাটি সমান করার মাধ্যমে, আর নূতন হ'লে তা উঠিয়ে অন্যত্র কবর দেওয়ার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে যদি মসজিদ কবর দেওয়ার পরে বানানো হয়, তাহ'লে হয় মসজিদ সরাতে হবে, নয় কবর সরাতে হবে। কেননা কবরের উপর মসজিদ থাকলে তাতে ফরয বা নফল কোন ছালাতই পড়া যাবে না। এটি নিষিদ্ধ *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৯৪-৯৫ পৃ.; আলবানী, তাহযীরুস সাজিদ ৪৫ পৃ.)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩১/৪৩১।*

২৫. মসজিদে ছালাতের জন্য অবস্থানের সময় কি কি আদব রক্ষা করা যরূরী?

উত্তর : মসজিদে পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোষাক পরিধান করবে *(আ'রাফ ৩১)*। ডান পা আগে দিয়ে দো'আ পাঠ করে মসজিদে প্রবেশ করবে *(মুসলিম হা/৭১৩; মিশকাত হা/৭০৩; হাকেম, ছহীহাহ হা/২৪৭৮)*। প্রবেশ করে সময় থাকলে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/১১৬৩; মিশকাত হা/৭০৪)*। অতঃপর নিম্ন স্বরে যিকির-আযকার পাঠ ও নফল ছালাতে রত থাকবে *(মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২)*। অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকবে *(নূর ২৪/৩৬, তাফসীর ইবনু কাছীর সহ)*। মসজিদের ক্বিবলামুখী দেওয়ালে থুথু ফেলবে না *(মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২)*। ছালাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে না *(বুখারী হা/৫০৯; মুসলিম হা/৫০৫; মিশকাত হা/৭৭৭)*। মসজিদের ভিতর ব্যবসা-বাণিজ্য বা হারানো বস্তুর সন্ধানে কোন ঘোষণা দিবে না *(তিরমিযী হা/১৩২১; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৭; মিশকাত হা/৭৩৩)* ইত্যাদি। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৮/৪৪৮।*

২৬. অবৈধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে সমাজ কর্তৃক জরিমানা হিসাবে আদায়কৃত টাকা মসজিদ বা কবরস্থানের উন্নতিকল্পে লাগানোয় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : বাধা নেই। এক্ষেত্রে বিচারকগণ উক্ত অর্থ বায়তুল মালে জমা করতে পারেন অথবা কোন সৎকাজে ব্যয় করতে পারেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/২২১)*। তবে ঐ অর্থ মসজিদে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম হবে। যদিও সেটি নাজায়েয নয়। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর* ২৬/৪৬৬।

২৭. একাধিক তলা বিশিষ্ট মসজিদে একই জামা'আতে ছালাত আদায়ে কোন বাধা আছে কি? জনৈক ব্যক্তি বলেন এভাবে একজনের মাথার উপর আরেকজনের কাতার করার কোন দলীল নেই। এর সমাধান কি?

উত্তর : ইমামের অনুসরণ করতে অসুবিধা না হ'লে এভাবে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আছার বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (মসজিদের ভিতরে থাকা) ইমামের সাথে মসজিদের ছাদে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী ২/১৫৬, হা/৩৭৭-এর অনুচ্ছেদ দ্রঃ; বায়হাক্বী হা/৫৪৫১, ৫৪৫৫; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৪/৩০০)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৪৭৯।*

জানাযা

১. কবরস্থানে জুতা পায়ে যাওয়া এবং মাটি দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : জুতা পায়ে দিয়ে কবরে মাটি দেওয়া ও কবরস্থানে যাওয়া যাবে। কেননা কবরবাসীকে যখন বসানো হবে, তখন তিনি কবরে আগতদের জুতার আওয়ায শুনতে পাবেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/১৩৩৮; মুসলিম হা/২৮৭০; মিশকাত হা/১২৬)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুতা পায়ে দিয়ে ছালাতও আদায় করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৬৫০; দারেমী হা/১৩৭৮; মিশকাত হা/৭৬৬, সনদ ছহীহ)*। তবে বিলাসী জুতা পরে গর্ব সহকারে কবরস্থানে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) একজন লোককে সিবতী জুতা পরে কবরস্থানে চলতে দেখে বললেন, হে সিবতী জুতাওয়ালা! তোমার ধ্বংস হোক। তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। লোকটি রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে দেখে রাগ বুঝতে পেরে জুতা খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল' *(আবুদাঊদ হা/৩২৩০; হাকেম হা/১৩৮০; ছহীহুল জামে' হা/৭৯১৩)*। খাত্ত্বাবী বলেন, এ জুতা পরিধানের মাধ্যমে গর্বভাব সৃষ্টি হয়। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) এটাকে অপসন্দ করেছিলেন। কেননা এটা ধনী ব্যক্তিদের জুতা *(আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৭৬।*

২. জানাযার সময় জনৈক ব্যক্তির লাশ দেখে জনৈক আলেম বললেন, 'লাশ যিকিরের হালতে রয়েছে'। এছাড়া আরেকজন আলেম বললেন, 'আজকে আমরা এই মাইয়েতের জন্য জীবনের সমস্ত নেকী দিয়ে দিলাম'। প্রথম কথাটির কোন ভিত্তি আছে কি? এছাড়া ২য় কথাটি বলায় মাইয়েত উপকৃত হবে কি?

উত্তর : উক্ত বক্তব্য দু'টিই ছহীহ আক্বীদা বিরোধী ও ভিত্তিহীন। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে সেটা তার জন্য এবং যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করে, সেটা তার উপর বর্তাবে' *(ফুছছিলাত ৪১/৪৬)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/৬৭।*

৩. ছহীহ হাদীছের আলোকে মৃত ব্যক্তিকে গোসল, কাফন-দাফন ও খাটিয়া বহনের ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফন-দাফনের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিম মাইয়েতকে গোসল করাবে, অতঃপর তার গোপনীয়তা সমূহ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে চল্লিশ বার ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোষাক পরিধান করাবেন। যে ব্যক্তি

মাইয়েতের জন্য কবর খনন করবে, অতঃপর দাফন শেষে তা ঢেকে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পুরস্কার দিবেন জান্নাতের একটি বাড়ীর সমপরিমাণ, যেখানে আল্লাহ তাকে রাখবেন' *(হাকেম হা/১৩০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৪৯২; আলবানী, আহকামুল জানায়েয হা/৩০, ১/৫১, সনদ ছহীহ)*।

দাফনের উদ্দেশ্যে মাইয়েতের খাটিয়া বহন নিঃসন্দেহে নেকীর কাজ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন জানাযায় শরীক হ'ল এবং দাফন শেষে ফিরে এলো, সে ব্যক্তি দুই 'ক্বীরাত' সমপরিমাণ নেকী পেল। প্রতি 'ক্বীরাত' ওহোদ পাহাড়ের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র জানাযা পড়ে ফিরে এলো, সে এক 'ক্বীরাত' পরিমাণ নেকী পেল' *(বুখারী হা/৪৭; মিশকাত হা/১৬৫১)*। তবে 'জানাযার খাটিয়া বহন করলে তা চল্লিশটি কবীরা গোনাহের কাফফারা হবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মুনকার বা যঈফ *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৯১)*। এছাড়া বহনের সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি বলে যিকির করার কোন বিধান নেই *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২২৫-৩০ পৃ.)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/১১৬।*

৪. দাফনের প্রাক্কালে নারী বা পুরুষ মাইয়েতের বুকের উপর নিজের হাত রেখে ইমাম ছাহেব 'বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ' বলবেন। এ বিধানের কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এ বিধানের কোন ভিত্তি নেই। বরং মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় উপস্থিত সকলে 'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ' অথবা 'ওয়া 'আলা সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ' দো'আটি পাঠ করবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৫০; আহমাদ হা/৪৯৯০)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৮/১৫৮।*

৫. বর্তমানে দেখা যাচ্ছে পিতার কবরে পুত্রকে বা স্ত্রীর কবরে স্বামীকে কবরস্থ করা হচ্ছে। এরূপ করা শরী'আতসম্মত কি?

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় এভাবে কবর দেওয়ার বিধান ইসলামী শরী'আতে নেই। অতঃপর যদি এর মাধ্যমে কোন কল্যাণ কামনা করা হয়, তবে সেটা স্রেফ কুসংস্কার মাত্র। এর মাধ্যমে কবরকে অসম্মান করা হয়, যা নিষিদ্ধ। উপরন্তু এর ফলে পূর্বের কবরস্থ ব্যক্তির হাড়-হাড্ডি ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'লাশের হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিত মানুষের হাড্ডি ভাঙ্গার ন্যায়' *(আবুদাঊদ হা/৩২০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৬১৬; মিশকাত হা/১৭১৪ 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪০/৪০০।*

৬. মাইয়েতকে গোসল দানকারী ব্যক্তির জন্য গোসল করা আবশ্যক কি? এছাড়া লাশের খাটিয়া বহন করলে ওযূ করতে হবে কি?

উত্তর : মাইয়েতকে গোসল করিয়ে নিজে গোসল করা এবং লাশ বহন করার পর ওযূ করা উত্তম। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মাইয়েতকে গোসল করাবে সে যেন নিজে গোসল করে এবং যে ব্যক্তি লাশ বহন করবে সে যেন ওযূ করে' *(আবুদাঊদ হা/৩১৬১; ইরওয়া হা/১৪৪, সনদ ছহীহ)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, মৃতকে গোসল করানোর পর আমাদের কেউ কেউ গোসল করত, আবার কেউ করত না *(দারাকুৎনী হা/১৮৪২; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ৫৪ পৃ., সনদ ছহীহ)*। অতএব সম্ভব হ'লে উক্ত গোসল করা উত্তম, তবে ছেড়ে দিলে কোন গোনাহ নেই *(ওছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১/২৫৪, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৩১৭-১৮)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১/১৬১।*

৭. কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের সদস্যদের জন্য ৪০ দিন যাবৎ গৃহ ত্যাগ করা যাবে না বলে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

উত্তর : এরূপ কোন নির্দেশনা নেই। এগুলি কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। বরং স্বামী মারা গেলে কেবল স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে *(বুখারী হা/১২৮১; মুসলিম হা/১৪৮৬; মিশকাত হা/৩৩৩০-৩২, ৩৩৩৪)*। এসময় একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ীর বাইরে যাবে না এবং কোনরূপ সাজ-সজ্জা করবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/২৭-২৮)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৪/১৫৪।*

৮. কবরস্থানে গিয়ে পিতার জন্য দো'আ করার পদ্ধতি কি? সেখানে গিয়ে নিজের জন্য দো'আ করা যাবে কি?

উত্তর : কবরস্থানে দাঁড়িয়ে পিতা-মাতা ও অন্যান্য কবরবাসীদের জন্য দো'আ করবে। এসময় একাকী দু'হাত উঠানো যাবে *(মুসলিম হা/৯৭৪; নাসাঈ হা/২০৩৭; ছহীহাহ হা/১৭৭৪)*। তবে সেখানে স্রেফ দো'আ ব্যতীত ছালাত, তেলাওয়াত, যিকর-আযকার, দান-ছাদাক্বা কিছুই করা জায়েয নয়। জুম'আর দিন কবর যিয়ারতের বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা মওযূ' বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯-৫০; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৯০১; মিশকাত হা/১৭৬৮ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*। আর সেখানে নিজের জন্য দো'আ করায় কোন বাধা নেই। কারণ কবরস্থানে গিয়ে দো'আ করলে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ হয় *(মুসলিম হা/৫৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৩)*।

এক্ষণে কবরস্থানে পঠিতব্য দো‘আ নিম্নরূপ :

اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ–

(আস্সালা-মু ‘আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু’মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা’খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা)। অর্থাৎ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ’তে যাচ্ছি’ *(মুসলিম হা/৯৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৭)*। অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে, نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ– *(নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল ‘আ-ফিয়াতা’)* ‘আমরা আমাদের ও আপনাদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি’ *(মুসলিম হা/৯৭৫; মিশকাত হা/১৭৬৪)*। অন্য বর্ণনায় আরও অতিরিক্ত এসেছে, اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُمْ *(আল্লা-হুম্মাগফিরলাহুম)* অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো’ *(মুসলিম হা/৯৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৬; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫৩-৫৪ পৃ.)*। *-ফেব্রুয়ারী’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৬/১৭৬।*

৯. লাশ দাফন করার পর একাকী হাত তুলে দো‘আ করা যাবে কি?

উত্তর : মৃতব্যক্তির দাফনের পর দাফন-কাফনের অংশ হিসাবে কবরস্থানে দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে বা একাকী হাত তুলে দো‘আ করার কোন বিধান শরী‘আতে নেই। এরূপ আমল বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত। তবে দাফনের পরে মাইয়েতের ‘তাছবীত’ অর্থাৎ মুনকার নাকীর-এর প্রশ্নের জবাব দানের সময় যেন তিনি দৃঢ় থাকতে পারেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সকলে পড়বে- ‘আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া ছাব্বিত-হু’ (‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর ও তাকে দৃঢ় রাখ’) *(আবুদাঊদ হা/৩২২১; মিশকাত হা/১৩৩)*। এছাড়া আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু... মর্মে বর্ণিত দো‘আটিও পড়তে পারে *(মুসলিম হা/৯৬৩; মিশকাত হা/১৬৫৫)*। *-মে’১৬, প্রশ্নোত্তর ৬/২৮৬।*

১০. মৃত ব্যক্তির খারাপ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির খারাপ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। সেটি জীবিত ব্যক্তির গীবত অপেক্ষা কঠিন গীবত হবে। কারণ জীবিত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিকট এ সুযোগ থাকে না *(মির'আত হা/১৬৯২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। তবে যদি মৃত ব্যক্তি কোন শিরক-বিদ'আত বা কবীরা গোনাহ করে থাকেন এবং জনগণ তা অনুসরণ করতে থাকে, তবে তাদেরকে উক্ত গোনাহ থেকে সতর্ক করার স্বার্থে ও সংশোধনের লক্ষ্যে তা প্রকাশ করায় কোন বাধা নেই *(নববী, শারহুল মুহাযযাব ৫/১৪৫; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৫/২৯৮)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ০১/৩৬১।*

১১. সাদা কাপড় দিয়ে কাফন পরানোর ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা আছে কি? অন্য কোন রং বা প্রিন্টযুক্ত কাপড় দ্বারা কাফন পরানো যাবে কি?

উত্তর : সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা এটি পূত-পবিত্র। আর এর দ্বারা তোমাদের মৃতদের কাফন পরাও' *(তিরমিযী হা/২৮১০; মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পোষাক হ'ল সাদা পোষাক। এই পোষাকে তোমাদের মৃতদের কাফন পরাবে এবং নিজেরাও তা পরবে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৭২; মিশকাত হা/১৬৩৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৩০৫)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছিল' *(বুখারী হা/১২৬৪; মুসলিম হা/৯৪১)*। অতএব মাইয়েতকে সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরাতে হবে। তবে বাধ্যগত কারণে অন্য রঙের কাপড় দ্বারা কাফন পরানো যায় *(মুসলিম, শরহ নববী ৭/৮, হা/৯৪১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। আর কাপড় না পেলে বা কাপড়ে কমতি হ'লে অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দেওয়ায় কোন বাধা নেই। যেমন হামযা ও মুছ'আব (রাঃ)-এর দাফনকালে কাফনের কাপড়ে কমতি হ'লে রাসূল (ছাঃ) তার পায়ের দিকটা ইযখির ঘাস দিয়ে ঢেকে দিতে বলেছিলেন *(বুখারী হা/৬৪৪৮; আহমাদ হা/২৭২৬২, মিশকাত হা/১৬১৫)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৫/১৮৫।*

১২. লাশের খাটিয়া বহনকারীদের জন্য পঠিতব্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি? যদি না থাকে এসময় তারা কি কি দো'আ পাঠ করবে?

উত্তর : লাশের খাটিয়া বহনকারীদের জন্য পঠিতব্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। তবে এসময় আল্লাহ্র স্মরণ করবে এবং মৃত্যুর চিন্তা করতে করতে

চুপচাপ মধ্যম গতিতে কবরের দিকে এগিয়ে যাবে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২২৯ পৃ.)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৯/১৮৯।*

১৩. জানাযার ছালাতে একদিকে বা উভয় দিকে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

উত্তর : অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেও উভয় দিকে সালাম ফিরাতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, লোকেরা তিনটি কাজ ছেড়ে দিয়েছে, যেগুলো রাসূল (ছাঃ) করতেন। তার একটি হ'ল, জানাযার ছালাতের সালাম অন্যান্য ছালাতের ন্যায় হওয়া *(বায়হাক্বী কুবরা হা/৭২৩৯, সনদ হাসান, আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ৮৪)*। তবে শুধু ডান দিকেও সালাম ফিরানো যায় *(দারাকুৎনী হা/১৮৩৯ ও ১৮৬৪; সনদ হাসান, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ৮৫)*। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে উভয়দিকে সালাম ফিরানোর আমলটিই প্রচলিত। তাই এর উপর আমল করাই উত্তম। নইলে ফিৎনা সৃষ্টি হ'তে পারে। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২/২০২।*

১৪. মৃত ব্যক্তিকে কবরে শোয়ানোর সঠিক নিয়ম কি? চিৎ করে শোয়ানোর কোন বিধান আছে কি?

উত্তর : প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তিকে পশ্চিম দিকে মুখ করে কবরে রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'উভয় জীবনে মানুষের ক্বিবলা হচ্ছে কা'বা' *(আবুদাঊদ হা/২৮৭৫, ইরওয়া হা/৬৯০)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ হ'তে অদ্যাবধি এরূপ আমলই চলে আসছে *(আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১০২)*। দ্বিতীয়তঃ ডান কাতে শোয়াবে। এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন দলীল না পাওয়া গেলেও ঘুমানোর সময় ডানকাতে শোয়ার ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(বুখারী হা/৬৩২০; মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৪-৮৫)*। সম্ভবতঃ এর উপরে ভিত্তি করেই বিদ্বানগণ মাইয়েতকে ডান কাতে শোয়ানোকে উত্তম বলেছেন *(আল-মুহাল্লা ৩/৪০৪, মাসআলা ৬১৫)*। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তিকে চিৎ করে রেখে হাত দু'টি বুকের উপর রাখার বিষয়টি আমরা কোন বিদ্বান হ'তে অবগত নই *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃ. ৪২)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪/২০৪।*

১৫. ময়না তদন্তের জন্য কবরস্থ লাশকে উত্তোলন করা যাবে কি?

উত্তর : মুসলিম মাইয়েত জীবিত ব্যক্তির ন্যায় সম্মানিত। তাই বাধ্যগত অবস্থায় ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশে লাশের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতঃ কবরস্থ

লাশ উত্তোলন করা যাবে। জাবের (রাঃ) বলেন, আমার পিতাকে একজন লোকের পাশে দাফন করা হয়েছিল। এটা আমার কাছে পসন্দনীয় ছিল না। ফলে দাফনের ছয় মাস পর লাশ কবর থেকে বের করলাম। অতঃপর আমি তার কিছুই অপসন্দনীয় পেলাম না, মাটির সাথে লাগা কয়েকটা দাড়ি ব্যতীত। অন্য বর্ণনায় আছে, তার কান ব্যতীত কিছুই নষ্ট হয়নি *(বুখারী হা/১৩৫১; আবুদাঊদ হা/৩২৩২, হাদীছ ছহীহ; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৪/৩০৩; ফাৎহুল বারী ৩/২৭৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১-২)*।

কিন্তু বর্তমানে ময়না তদন্তের নামে মৃতদেহ যেভাবে কাটাছেঁড়া করা হয়, তা নিতান্ত অন্যায়। তাই গুরুতর অপরাধমূলক কাজ তদন্তের প্রয়োজন ব্যতীত পোস্টমর্টেম করা এবং মৃতের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক অনুমতি দেওয়া জায়েয হবে না। কারণ এর মাধ্যমে লাশের প্রতি অসম্মান এবং মৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার ন্যায় *(আবুদাঊদ হা/৩২০৭; মিশকাত হা/১৭১৪)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ‘মৃত মুমিনকে কষ্ট দেওয়া তাকে জীবিত অবস্থায় কষ্ট দেওয়ার ন্যায়’ *(আওনুল মা‘বূদ হা/৩১৯১, ৯/২৪ পৃ.)*। *-জুন’১৬, প্রশ্নোত্তর* **১১/৩৩১**।

১৬. মহিলারা কবর যিয়ারত করতে পারবে কি? দলীলসহ জানতে চাই।

উত্তর : মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) তার ভাই আব্দুর রহমান বিন আবুবকর (রাঃ)-এর কবর যিয়ারত করার সময় তাকে বলা হ’ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ নিষেধ করেছিলেন। তবে পরে তিনি কবর যিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছেন *(মুসনাদে আবু ইয়া‘লা হা/৪৮৭১; ইরওয়া হা/৭৭৫; সনদ ছহীহ, আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৮১)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে কবর যিয়ারতের দো‘আ শিখিয়ে দিয়েছেন *(মুসলিম হা/৯৭৪; মিশকাত হা/১৭৬৭)*। তবে সেখানে সরবে কান্নাকাটি করা যাবে না *(বুখারী হা/১২৯৭; মিশকাত হা/১৭২৫)*। *-এপ্রিল’১৬, প্রশ্নোত্তর* **২/২৪২**।

১৭. মানুষের মৃত্যুর পর বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন আগমনের অপেক্ষায় বিলম্বে দাফন করা শরী‘আতসম্মত কি?

উত্তর : এটা শরী‘আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা জানাযা করে দ্রুত লাশ দাফন কর। কেননা যদি মৃত ব্যক্তি পুণ্যবান হয়, তবে তোমরা ‘ভাল’-কে দ্রুত কবরে সমর্পণ কর। আর যদি অন্যরূপ হয়, তাহ’লে ‘মন্দ’-

কে দ্রুত তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও' *(বুখারী হা/১৩১৫; মুসলিম হা/৯৪৪; মিশকাত হা/১৬৪৬)*। বিশেষতঃ নিকটাত্মীয়দের দেখানোর নামে বর্তমানে যেভাবে লাশ হিমঘরে রেখে কয়েকদিন বিলম্ব করা হয়, তা অবশ্যই শরী'আত বিরোধী কাজ। কেননা দাফনের পরে এসে কবরে জানাযা করায় কোন বাধা নেই *(বুখারী হা/১৩২১, নাসাঈ হা/১৫৩৩)*। তবে বাধ্যগত শারঈ প্রয়োজনে বিলম্ব করা যেতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর লাশ দাফনে ৩২ ঘণ্টা বিলম্ব হয়েছিল। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৪/৩৩৪।*

১৮. জনৈক আলেম বলেন, জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়া মৃত ব্যক্তির জন্য অধিক মঙ্গলজনক। একথা কি সঠিক?

উত্তর : জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়া ভাল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মৃত ব্যক্তির উপর যদি একশ' জন মুসলমান জানাযা পড়ে, আর প্রত্যেকেই যদি তার জন্য সুফারিশ করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে), তাহ'লে তাদের সুফারিশ কবুল করা হয়' *(মুসলিম হা/৯৪৭; মিশকাত হা/১৬৬১ 'জানায়েয' অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, শিরকের সাথে জড়িত নয় এমন ৪০ জন মুমিন যদি কোন মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহ'লে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন *(মুসলিম হা/৯৪৮; মিশকাত হা/১৬৬০)*। উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, জানাযায় লোকসংখ্যা অধিক হ'লে মৃতের পক্ষে সুফারিশটা যোরদার হয় *(তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃ. ৪৯)*। তবে জানাযায় লোক বেশী করার জন্য মাইকিং করা, শোক সংবাদ প্রচার করা, বাজারে ও মসজিদে মসজিদে ঘোষণা দেওয়া নাজায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শোক সংবাদ প্রচার করতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী হা/৯৯৫; ইবনু মাজাহ হা/১৪৭৬)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৩৯৮।*

১৯. দশ বছর পূর্বের কবরস্থান শরী'আতসম্মত ওযরে বাতিল করে নতুনভাবে বড় আকারে তৈরী করা হবে। এক্ষণে পূর্বের কবরস্থানের জমি বিক্রি করে উক্ত অর্থ নতুন কবরস্থানে দান করা যাবে কি? উল্লেখ্য সেখানে এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছে।

উত্তর : যরূরী প্রয়োজন ব্যতীত কবর স্থানান্তর করা জায়েয নয় *(বুখারী হা/১৩৫১-৫২; নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৭৩; উছায়মীন, শারহুল মুহাযযাব ৫/৩৬৯)*। তবে প্রশ্নে বর্ণিত কারণ দেখা দিলে কবর খুড়ে কোন হাড়গোড় পাওয়া গেলে তা নতুন কবরস্থানে স্থানান্তর করা এবং উক্ত জমি বিক্রি করে তার মূল্য নতুন কবরস্থানে দান করায় কোন বাধা নেই। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ২২/৪৬২।*

ছিয়াম

১. আমরা আলেমদের নিকটে শুনেছি যে, ছিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'লে তা ফিৎরা আদায়ের মাধ্যমে কাফফারা হয়ে যায়। এক্ষণে শিশুরা ছিয়াম পালন না করলেও তাদের জন্য ফিৎরা আদায়ের আবশ্যকতার কারণ কি?

উত্তর : 'ছিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতির কাফফারা হিসাবে ফিৎরা আদায় কর' মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর খুৎবাটির সনদ যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১৬২২, সনদ যঈফ; মিশকাত হা/১৮১৭)*। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল মুসলিমের উপর ফিৎরা দেওয়া ফরয *(বুখারী হা/১৫০৩; মুসলিম হা/৯৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫)*।

ছোটদের উপর ফিৎরা ফরয বলে তার পিতা বা অভিভাবককে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তার ফিৎরা তার অভিভাবক দিবে। 'কাফফারা' কথাটি এসেছে অধিকাংশের উপর ভিত্তি করে। যাদের ছিয়ামে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে *(মির'আত হা/১৮৩০-এর আলোচনা ৬/১৯২)*। যেমন তাদেরকেও ফিৎরা দিতে হয়, যাদের ছিয়ামে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় না। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফিৎরা ফরয। আর শিশুরাও মুসলিম সন্তান হিসাবে মুসলমান। সেকারণ তাদের উপর ফিৎরা ফরয। যে ব্যক্তি ঈদের আগের দিন সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে ইসলাম কবুল করে, তাকেও ফিৎরা দিতে হয়। তৃতীয়তঃ এটি জানের ছাদাক্বা, মালের ছাদাক্বা নয়। ঈদের আগের দিন যদি কোন সন্তান জন্ম নেয়, তার জন্য ফিৎরা দিতে হয়। আবার যদি কেউ মারা যায়, তার জন্য ফিৎরা দিতে হয় না'। ইবনু কুতায়বা বলেন, الْمُرَادُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَدَقَةُ النُّفُوْسِ 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অর্থ জানের ছাদাক্বা'। আর ফিৎর এসেছে ফিৎরাত হ'তে। যার অর্থ ধর্ম বা সৃষ্টিগত স্বভাব। যার উপরে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে *(রূম ৩০/৩০)*। সেদিকে সম্বন্ধ করেই ছাদাক্বাতুল ফিৎর বলা হয়েছে তাযকিয়ায়ে নাফ্স বা আত্মশুদ্ধিতা অর্জনের জন্য *(মির'আত, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা ৬/১৮৫)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/৫৭।*

২. মক্কা ও মদীনায় মাসব্যাপী রামাযানের ছিয়াম পালন করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

উত্তর : মক্কা ও মদীনায় ছিয়াম পালনের বিশেষ কোন ফযীলত নেই। এ মর্মে যা বর্ণিত আছে, তার সবগুলোই যঈফ ও জাল' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১১৭; যঈফুল জামে' হা/৩৫২২, ৫৩৫৫, ৩১৩৯; যঈফাহ হা/৮৩১, ৮৩২; যঈফ আত-তারগীব হা/৫৮৫)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৭/১৩৭।*

৩. ফরয ছিয়ামরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে তার জন্য কাফফারা কি হবে?

উত্তর : উক্ত অবস্থায় সে ক্বাযা আদায় করবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ছিয়াম অবস্থায় যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, সে যেন তার ক্বাযা আদায় করে' *(তিরমিযী হা/৭২০; মিশকাত হা/২০০৭, সনদ ছহীহ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪২৬-২৭)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৯/১৪৯।*

৪. সাহারীর জন্য আযান দেওয়া যাবে কি? এ আযান কি শুধু রামাযান মাসে না সারা বছর দেওয়া যাবে?

উত্তর : সাহারীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় বেলাল (রাঃ) সাহারীর আযান দিতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) ফজরের আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বেলালের আযান শুনে খাও, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে না পাও' *(বুখারী হা/৬১৭; মুসলিম হা/১০৯২; মিশকাত হা/৬৮০)*।

এক্ষণে কোন মহল্লায় যদি সারা বছর তাহাজ্জুদ ও নফল ছিয়ামের অভ্যাস জারী থাকে, তবে সারা বছরই তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান দেওয়া যাবে। যেমন মক্কা-মদীনার দুই হারামে চালু আছে *(ফাৎহুল বারী ২/১২৭ পৃ., হা/২২১, ২২২, ২২৩)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/৩৪৭।*

৫. রামাযান মাসে দিনের বেলায় কেউ যদি ভুল করে পূর্ণরূপে খাদ্যগ্রহণ করে ফেলে, তাহ'লে সে কি ঐ ছিয়াম পূর্ণ করবে, নাকি পরে তার ক্বাযা আদায় করবে?

উত্তর : ছায়েম ভুল বশতঃ পেট ভরে বা সামান্য পরিমাণে খেয়ে ফেললে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। ঐভাবেই সে ছিয়াম পূর্ণ করবে। পরে তার ক্বাযা আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ছিয়াম অবস্থায় কেউ যদি ভুল করে পানাহার

করে, তাহ'লে সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে পানাহার করিয়েছেন' *(বুখারী হা/১৯৩৩; মুসলিম হা/১১৫৫; মিশকাত হা/২০০৩)*। -*জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩৫২।*

৬. জনৈক ব্যক্তি রামাযান মাসে ৪০০/৫০০ ছায়েমকে ইফতার করাবেন বলে নিয়ত করেছেন। এরূপ নিয়ত করা কি শরী'আত সম্মত?

উত্তর : এমন নিয়ত করা শরী'আত সম্মত। কারণ কোন ব্যক্তি যদি ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায়, তাহ'লে সে প্রভূত নেকীর হকদার হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا 'যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করাবে, তার জন্য ঐ ছায়েমদের অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না' *(তিরমিযী হা/৮০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; মিশকাত হা/১৯৯২)*। -*জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৩৫৪।*

৭. চাঁদ উঠেছে এই ধারণায় ছিয়াম রাখি। কিন্তু পরের দিন যদি জানতে পারি যে চাঁদ উঠেনি। সেক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

উত্তর : নিশ্চিত হ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিতে হবে এবং ৩০ শা'বান পূর্ণ করতে হবে। কেননা সন্দেহের উপর ছিয়াম পালন করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ছিয়াম ও ইফতার করবে না। যদি মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যায়, তবে তোমরা শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর' *(বুখারী হা/১৯০৬-০৭; মুসলিম হা/১০৮০-৮১; মিশকাত হা/১৯৬৯)*। -*জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৩৫৫।*

৮. রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করে তারপর ইবাদত করা হয়। এই রাতে ওয়ায করে সময় ব্যয় করা কি হাদীছ সম্মত?

উত্তর : প্রচলিত উক্ত প্রথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখ তিনদিন মসজিদে নববীতে জামা'আত সহকারে তারাবীহর ছালাত পড়েছিলেন। উক্ত তিনদিনের প্রথম দিন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ও ৩য় দিন স্ত্রী-

কন্যাসহ সারা রাত্রি তথা সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ছালাত আদায় করেন *(আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; দারেমী হা/১৭৭৭; মিশকাত হা/১২৯৮)*। এসময় তিনি কোন রাত্রিতে ওয়ায-নছীহত করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে দাওয়াত দানের সাধারণ নির্দেশের আলোকে *(নাহল ১৬/১২৫)* তারাবীহ্‌র ছালাতের মাঝে বিরতির সময় সংক্ষিপ্তভাবে শিক্ষামূলক কিছু বক্তব্য প্রদান করায় কোন বাধা নেই। কিন্তু তা যেন রাত্রির ছালাতের মূল পরিবেশকে বিনষ্ট না করে এবং প্রচলিত ওয়ায মাহফিল ও খানাপিনার অনুষ্ঠানে পরিণত না হয়।

এতদ্ব্যতীত উক্ত রাতে সম্মিলিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত বা দলবদ্ধ যিকর করাও শরী'আত সম্মত নয়। বরং দীর্ঘ ক্বিরাআত ও রুকূ-সিজদার মাধ্যমে তারাবীহ্‌র ছালাত এবং একাকী যিকর-আযকার, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ-ইস্তেগফারের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করাই সুন্নাত সম্মত। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩৫৬।*

৯. তারাবীহর ছালাতে কুরআন খতম করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

উত্তর : তারাবীহর ছালাতে কুরআন খতম করার বিশেষ কোন ফযীলত নেই এবং 'খতম তারাবীহ' বলে কোন নিয়ম শরী'আতে নেই। রাসূল (ছাঃ) তারাবীহর ছালাত ২৩, ২৫, ২৭ তিনদিন জামা'আতের সাথে আদায় করেছেন। যা প্রথম দিন রাতের এক-তৃতীয়াংশ, দ্বিতীয় দিন অর্ধাংশ ও তৃতীয় দিন সাহারীর আগ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেছেন *(আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬; ইবনু মাজাহ হা/১৩২৭; মিশকাত হা/১২৯৮ 'ক্বিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ)*। তাবেঈ বিদ্বান আ'রাজ (রহঃ) বলেন, আমরা লোকদেরকে (ছাহাবীগণকে) রামাযান মাসে এরূপই দেখেছি, তারা কাফেরদের লা'নত করতেন। সেসময় ইমাম আট রাক'আতে পূর্ণ সূরা বাক্বারাহ (আড়াই পারা) পড়তেন। যখন ইমাম বার রাক'আতে তা পড়তেন তখন লোকেরা মনে করত যে, তিনি ছালাতকে অনেক সংক্ষেপ করলেন *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৮১; মিশকাত হা/১৩০৩, সনদ ছহীহ 'ক্বিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, ক্বিরাআত দীর্ঘ হৌক বা সংক্ষিপ্ত হৌক ছালাতে খুশূ-খুযূই হ'ল প্রধান বিষয়। আজকাল খতম তারাবীহতে ছালাত সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে হাফেযগণ ক্বিরাআত এমন দ্রুত পড়েন, যা কুরআনের অবমাননার শামিল।

মুছল্লীরা যা বুঝতে সক্ষম হন না। অথচ আল্লাহ বলেছেন, যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন ও চুপ থাক' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। অনেকে খতম তারাবীহ্র ভয়ে তারাবীহ্র জামা'আতেই আসেন না।

অতএব মুছল্লীদের আগ্রহ বুঝে হাফেয ছাহেবগণ তারাবীহ্র ক্বিরাআত দীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত করবেন। কোন অবস্থাতেই খতম তারাবীহ'তে বাধ্য করা বা একে অধিক ছওয়াবের কাজ মনে করা যাবে না। কারণ এটি সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এর কোন প্রচলন ছিল না। -*আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ১২/৪১২।*

১০. শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম রাখার ফযীলত কি? এগুলি কি ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে হবে? কারণবশতঃ উক্ত মাসে আদায় করতে না পারায় পরের মাসে ক্বাযা আদায় করলে কি এর নেকী পাওয়া যাবে?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম হা/১১৬৪; মিশকাত হা/২০৪৭)*। অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫; ইরওয়া হা/৯৫০-এর আলোচনা দ্রঃ)*। এভাবে মোট বারো মাস বা সারা বছর। এই ছিয়ামগুলো ধারাবাহিকভাবে পালন করা উত্তম। তবে আলাদাভাবেও করা যায় *(নববী, আল মাজমূ' ৬/৩৭৯)*।

শাওয়াল মাসের ছিয়াম শাওয়াল মাসের মধ্যে করাই কর্তব্য। কারণ শাওয়াল পার হ'লে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সুযোগ থাকে না। আর রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম বছরের যেকোন সময়ে আদায় করা যায় *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। ব্যস্ততার কারণে আয়েশা (রাঃ) তাঁর রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে আদায় করতেন *(বুখারী হা/১৯৫০; মুসলিম হা/১১৪৬; মিশকাত হা/২০৩০)*। তবে ফরযের ক্বাযা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করাই উচিত *(মির'আত ৫/২৩)*। -*জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৯/৩৬৯।*

১১. কিডনী রোগের কারণে ডায়ালাইসিস করতে হয়। এমতাবস্থায় ফরয ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

উত্তর : সক্ষম হ'লে এমন অবস্থায় ছিয়াম পালনে কোন বাধা নেই। কারণ ডায়ালাইসিস ছিয়াম ভঙ্গের কারণ নয়। এটা শিঙ্গা লাগানোর ন্যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় (রোগমুক্তির জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন *(বুখারী হা/১৯৩৮, ১৯৩৯; মিশকাত হা/২০০২)*। তবে যদি ছিয়াম পালন কষ্টকর হয়, তাহ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে। আর যদি জীবনের আশংকা থাকে, তবে প্রতি ছিয়ামের বদলে একজন করে মিসকীনকে ফিদইয়া প্রদান করবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*। -*জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ১০/৩৭০*।

১২. ছিয়াম অবস্থায় দাঁত তোলায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন *(বুখারী হা/১৯৩৮, ১৯৩৯; মিশকাত হা/২০০২)*। -*জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৮/৩৭৮*।

১৩. রামাযান মাসে দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে কাফফারা দিতে হবে, না কেবল স্বামীকে দিলেই যথেষ্ট হবে?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এতে সম্মত থাকলে উভয়কে ক্বাযা ও কাফফারা আদায় করতে হবে *(বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ ফাতাওয়া ১৫/৩০৭)*। এর কাফফারা হ'ল, ১- একটি দাসমুক্তি। তাতে সক্ষম না হ'লে ২- দু'মাস একটানা ছিয়াম পালন করবে। তাতেও সক্ষম না হ'লে ৩- ষাটজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য দান করবে *(বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪ 'ছওম' অধ্যায়)*। আর স্বামী যদি জোরপূর্বক এরূপ করে, তাহ'লে কেবল স্বামীকে ক্বাযা ও কাফফারা আদায় করতে হবে, স্ত্রীকে নয়। এমতাবস্থায় স্ত্রী তার ছিয়াম পূর্ণ করবে *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; মিশকাত হা/৬২৮৪; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৬/৪০৪)*।

উল্লেখ্য যে, একটানা দু'মাস ছিয়াম রাখার মধ্যে কোন বাধ্যগত শারঈ ওযর দেখা দিলে ছিয়াম ভঙ্গ করতে পারবে। তাতে ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবে না *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৮/২৯)*। -*জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৮/৩৮৮*।

১৪. জনৈক আলেম বলেন, আশূরার ছিয়াম নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকে চলে আসছে। তিনি অত্যাচারী কওম থেকে মুক্তি লাভের শুকরিয়া স্বরূপ তা পালন করতেন। একথার সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর : একথা সঠিক নয়। উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ হা/৮৭০২, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ)*। আশূরার ছিয়াম ফেরাঊনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয় *(বুখারী হা/৪৭৩৭; মুসলিম হা/১১৩০)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩৯২।*

১৫. ছিয়াম অবস্থায় চোখে, কানে বা নাকে ড্রপ দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : চোখে ও কানে ড্রপস ব্যবহার করায় কোন বাধা নেই। কারণ তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তবে নাকের ড্রপস-এর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে তা কণ্ঠনালী অতিক্রম না করে *(আবুদাঊদ হা/২৩৬৬, মিশকাত হা/৪০৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৫০)*। স্মর্তব্য যে, ছিয়াম অবস্থায় খাদ্য নয় এরূপ বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই। নবী করীম (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় (আরোগ্যের জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন *(বুখারী হা/১৯৩৮, ১৯৩৯)*। আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনারা কি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগাতে অপসন্দ করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, না। তবে দুর্বলতার বিষয়টি ভিন্ন *(বুখারী হা/১৯৪০; মিশকাত হা/২০১৬)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৬/৪০৬।*

১৬. শ্রমিক হিসাবে প্রতিদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। সেজন্য ছিয়াম রাখা সম্ভব হয় না। এজন্য আমাকে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

উত্তর : ফরয ত্যাগ করার কারণে কবীরা গুনাহগার হ'তে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৩; বুখারী হা/৮; মিশকাত হা/৪)*। অতএব কষ্ট করে হ'লেও ছিয়াম পালন করতে হবে। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/৪৩২।*

১৭. ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করা যায় কি? এছাড়া মহিলারা নিজ বাড়ীতে ই'তিকাফ করতে পারে কি?

উত্তর : পুরুষ বা মহিলা কারো জন্যই জুম'আ মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ করা সিদ্ধ নয় *(বাক্বারাহ্ ২/১৮৭; আবুদাঊদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬)*। মহিলাদের জন্য এরূপ মসজিদে পৃথক জায়গা থাকলে এবং যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলে কোন জুম'আ মসজিদে গিয়ে ই'তিকাফ করতে পারবে। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ মসজিদে নববীতে ই'তিকাফ করেছেন *(বুখারী হা/২০২৬;*

মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭; বুখারী হা/২০৪১, ২০৪৫)। -জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৩/৩৪৩।

১৮. রামাযান মাসে মাসিকের জন্য বাদ পড়া ছিয়ামগুলি পরবর্তীতে রাখতে হবে কি? রাখা গেলে তা শাওয়াল মাসের ছিয়ামের সাথে রাখা যাবে কি?

উত্তর : অসুস্থতা বা সফরের কারণে ছুটে যাওয়া ছিয়ামসমূহ পরবর্তীতে আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৪; বুখারী হা/৩২১; মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/২০৩২)*। উক্ত ছিয়ামগুলি শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম আদায় করার পরে করবে *(বুখারী হা/১৯৫০; মুসলিম হা/১১৪৬; মিশকাত হা/২০৩০)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ২/৪৪২।*

১৯. ছালাতের সময় নির্ধারণী বিভিন্ন স্থায়ী ক্যালেণ্ডারে ঢাকার সাথে সাতক্ষীরার সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্য ৫ মিনিট নির্ধারিত থাকলেও 'যুবসংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত রামাযান মাসের ক্যালেণ্ডারে তা ৩ মিনিট করা হয়েছে। এরূপ কমবেশী হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : কোন কোন সময়সূচীতে ঢাকা ব্যতীত অন্য যেলায় সাহারী-ইফতারীর সময় নিরূপণের ক্ষেত্রে ঢাকাকে কেন্দ্র ধরে যেলাসমূহের দ্রাঘিমার দূরত্ব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা হয়। ফলে অন্য যেলাগুলির সাথে ঢাকার সময়ের পার্থক্য এবং সাহারী ও ইফতারের ক্ষেত্রেও সময়ের পার্থক্য সারা বছর একই হয়। কিন্তু তাতে পুরোপুরি সঠিকভাবে সময় নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। কেননা বাস্তবতা হ'ল পৃথিবী সূর্যকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রদক্ষিণ কালে সবসময় ২৩.৫ ডিগ্রী কোণে হেলে থাকে। ফলে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব সারা বছর কমবেশী হয়। যার ভিত্তিতে দিন-রাত্রির প্রভেদ রেখা নির্দিষ্ট ডিগ্রীতে অবস্থান না করে মাস ভেদে বাঁকা হয়, আবার সোজা হয় এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় প্রতিদিনই কিছুটা কমবেশী হয়। সেকারণ ঢাকার সাথে অন্যান্য যেলাসমূহের সময়ের পার্থক্যও সব দিন একরকম থাকে না। 'যুবসংঘে'র সূচীটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতির অনুসরণে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ ও আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থার প্রদত্ত ঢাকাসহ অন্যান্য যেলাসমূহের সময়সূচী অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। আল্লাহ সর্বাধিক

অবগত *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক, জুন ২০১৬, প্রবন্ধ : জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিরিখে যেলাসমূহের মাঝে সময়ের পার্থক্যের কারণ)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ১২/৪৫২।*

২০. নফল ছিয়ামের মধ্যে কোনটি অধিক উত্তম; আইয়ামে বীয না সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম?

উত্তর : সপ্তাহে দু'টি ছিয়াম পালন এবং মাসের আইয়ামে বীযের ছিয়াম উভয়ই উত্তম আমল। দু'টির মধ্যে ছওয়াবের দিক দিয়ে উত্তম-অনুত্তম ভাগ করার অধিকার বান্দার নেই। তবে স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় সোমবার ও বৃহস্পতিবার সপ্তাহে দু'দিন ছিয়াম রাখা উত্তম। সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালনের ফযীলত বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং এমন সব বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না *(মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সপ্তাহে এই দু'দিন মানুষের আমলনামা আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয় *(মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০৩০)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল সমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পসন্দ করি ছিয়াম অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক' *(তিরমিযী হা/৭৪৭, ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৪১; মিশকাত হা/২০৫৬)*। এছাড়া এ দু'দিন ছিয়াম পালনের জন্য রাসূল (ছাঃ) অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন' *(তিরমিযী হা/৭৪৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৪৪)*।

অপরদিকে আইয়ামে বীযে চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তিনদিন ছিয়াম পালনের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রতি চান্দ্র মাসে তিনটি করে ছিয়াম, সারা বছর ধরে ছিয়াম পালনের শামিল' *(বুখারী হা/১১৭৮; মুসলিম হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২০৫৪)*। এছাড়া আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমার দোস্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ে অছিয়ত করে গেছেন, যা আমি যতদিন বাঁচি, কখনো ছাড়ব না। তার একটি হ'ল মাসে তিনটি করে নফল ছিয়াম পালন করা *(মুসলিম হা/৭২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০২৮)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৮/৪৬৮।*

Contents

২১. জুম‘আ মসজিদ ব্যতীত জামা‘আতে ছালাত হয় এরূপ মসজিদে ই‘তিকাফ করা যাবে কি? বিশেষত নারীরা এরূপ মসজিদে ই‘তিকাফ করতে পারবে কি?

উত্তর : ই‘তিকাফের জন্য জুম‘আ মসজিদ হওয়াই উত্তম। তবে নিয়মিত জামা‘আত হয় এরূপ ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই‘তিকাফ করাও জায়েয। কারণ এ মর্মে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি একটি বর্ণনায় ‘জামে মসজিদ ব্যতীত ই‘তিকাফ হবে না’ *(আবুদাঊদ হা/২৪৭৩)* আসলেও অন্য বর্ণনায় ‘জামা‘আত হয় এরূপ মসজিদে ই‘তিকাফ হবে’ এসেছে *(দারাকুৎনী হা/২৩৮৮, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৬৬)*। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস এবং হাসান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, ছালাত (তথা জামা‘আত) হয়, এরূপ মসজিদ ব্যতীত ই‘তিকাফ হবে না *(বায়হাক্বী হা/৮৩৫৫, ৪/৩১৬; বিস্তারিত দ্রঃ মির‘আত হা/২১২৬-এর আলোচনা ৬/১৬৪-১৬৬)*। যেহেতু নারীদের জন্য জুম‘আর ছালাত ওয়াজিব নয় *(আবুদাঊদ হা/১০৬৭; মিশকাত হা/১৩৭৭)*, সেহেতু তাদের জন্য ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই‘তিকাফ করায় কোন বাধা নেই। যদি অভিভাবকের অনুমতি, পূর্ণ নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুবিধাদি সহজলভ্য হয়। *-সেপ্টেম্বর’১৬, প্রশ্নোত্তর ৩১/৪৭১।*

যাকাত ও ছাদাক্বা

১. আমাদের সমাজে কিছু মানুষ ফিৎরার খাতসমূহে বণ্টন শেষে ১টি অংশ নিজ আত্মীয়-স্বজনের মাঝে বণ্টন করে। এটা জায়েয হবে কি?

উত্তর : হকদার গরীব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ফিৎরা বণ্টন করা যাবে। এছাড়া সেখান থেকে সারা বছরের জন্য স্থানীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডে যেটা রাখা হবে, তা থেকেও প্রয়োজনে অন্যান্য হকদারগণের ন্যায় তারাও পাবেন। উল্লেখ্য যে, আত্মীয়-স্বজন হকদার না হ'লে তাদের মাঝে ফিৎরা বণ্টন করা যাবে না *(আবুদাউদ হা/১৬০৯)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/৩।*

২. ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি শস্য চাষের জমিতে আগে ওশর দিতাম। বর্তমানে পুকুর কেটে মাছ এবং কলার চাষ করছি। এক্ষণে এই ফসলের ওশর বা যাকাত আদায় করব কিভাবে?

উত্তর : মাছ বা কলার জন্য নির্ধারিত কোন যাকাত নেই। তবে উভয়টিই যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে করা হয় তবে বছর শেষে মূলধন ও লভ্যাংশ হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ'লে তা থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৩/১৩।*

৩. কাউকে যাকাতের মাল প্রদানের সময় তাকে জানানো যরূরী কি?

উত্তর : শরী'আতে যাকাতের মাল হকদারদের মাঝে বণ্টন করার নির্দেশ এসেছে *(তওবা ৯/৬০)*। এজন্য তাদেরকে জানানোর কোন আবশ্যকতা নেই। কাউকে জানানো হ'লে বরং তাকে ছোট করা হয়, যা খোটা দানের শামিল। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা খোটা দিয়ে তোমাদের ছাদাক্বাগুলিকে বিনষ্ট করো না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/২০।*

৪. জনৈক আলেম বলেন, ২৫ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৮ হাযার টাকা, একবছর থাকলে যাকাত দিতে হবে। এর সত্যতা আছে কি?

উত্তর : একথা ভিত্তিহীন। উক্ত আলেম হাদীছে বর্ণিত দিরহাম ও দীনারের মান বুঝতে ভুল করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বিশ দীনারের কম স্বর্ণে যাকাত নেই' *(আবূদাউদ হা/১৫৭৩)* এবং 'পাঁচ উক্বিয়ার কম পরিমাণ

রৌপ্যে যাকাত নেই' *(বুখারী হা/১৪৮৪)*। হাদীছে বর্ণিত ২০ দীনার সমান ৮৫ গ্রাম তথা ৭ ভরি ৫ আনা ৫ রতি স্বর্ণ। আর ১ উক্বিয়া সমান ৪০ দিরহাম হিসাবে ৫ উক্বিয়া সমান ২০০ দিরহাম তথা ৫৯৫ গ্রাম সমান ৫১.০২ ভরি রৌপ্য *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/১৩৮)*। অতএব ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মধ্যে যেটির মূল্যমান অপেক্ষাকৃত কম থাকবে সেটি অনুযায়ী নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত আদায় করতে হবে *(ফাতাওয়া হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৩৭৩, ৩৮৮, ৪১১ পৃ., ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/২৫৭)*।

তবে স্বর্ণের মূল্যমান রৌপ্য অপেক্ষা স্থিতিশীল এবং বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য বিধায় অধিকাংশ বিদ্বান স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩২।*

৫. শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে কি? তাদের পক্ষে এ টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : পিতা-মাতার ন্যায় শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর ব্যয়ভার বহন করা জামাইয়ের জন্য আবশ্যিক নয়। তবে হকদার হ'লে জামাই তাদেরকে যাকাতের টাকা দিতে পারবে এবং তাদের জন্য এ টাকা গ্রহণ করাও জায়েয হবে *(বুখারী হা/১৪৬২; ইরওয়া হা/৮৭৮; ফাৎহুল বারী ৩/৩২৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/৬২)*। বরং নিকটাত্মীয়কে দান করলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যাবে *(তিরমিযী হা/৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৪; মিশকাত হা/১৯৩৯)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১২/১৭২।*

৬. বাড়ী করার জন্য ব্যাংকে নিয়মিত টাকা জমা করি। প্রতি বছর জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর : জমাকৃত টাকা বছর শেষে নিছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাঊদ হা/১৫৭৩; তিরমিযী হা/৬৩১-৩২)*। স্মর্তব্য যে, উক্ত জমাকৃত টাকার সূদ নিজে ভোগ না করে নেকীর উদ্দেশ্য ব্যতীত দান করে দিতে হবে এবং যাকাতের নির্ধারিত অংশ মূলধন থেকে পরিশোধ করতে হবে। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২০/১৮০।*

৭. আমাদের এলাকার অধিকাংশ মানুষ প্রতিবেশীর ফসল ক্ষতি করে হাঁস-মুরগী চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এরূপ অন্যের ক্ষতি করে হাঁস-মুরগী পালন করে উপার্জন করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা মতে এটা নিঃসন্দেহে নাজায়েয। তবে সাধারণভাবে এক-আধটু খেয়ে থাকলে সেটা ধর্তব্য নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যেকোন মুসলিম ব্যক্তি যদি গাছ লাগায় অথবা শস্য উৎপাদন করে অতঃপর সে শস্য বা গাছ মানুষ, পশুপাখি ও চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা হবে' *(বুখারী হা/৬০১২; মুসলিম হা/১৫৫২)*। -*এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৭/২৫৭।*

৮. ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ার পর যাকাতের হকদার হ'লে পিতা স্বীয় যাকাতের অর্থ ছেলে-মেয়েকে দিতে পারবে কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় উক্ত সন্তানের জন্য পিতা তার যাকাতের অর্থ নয় বরং সাধারণভাবে নিজ মাল থেকে খরচ করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/১০৫; ইবনুল মুনযির, আল-ইজমা ৫৭ পৃ.)*। রাসূল (ছাঃ) দানের ক্ষেত্রে স্বীয় পরিবারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন *(বুখারী হা/৫৩৫৫; মিশকাত হা/১৮৬৩)*। এছাড়া সন্তানের জন্য খরচ করা পিতার নৈতিক দায়িত্ব *(বুখারী হা/৫৩৬৪; মিশকাত হা/৩৩৪২)*। -*মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৩/২৯৩।*

৯. স্বর্ণের ক্রয়মূল্য না বিক্রয়মূল্য অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে হবে?

উত্তর : বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ ধরে যাকাত দিতে হবে। সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ কারো নিকটে এক বছর যাবৎ থাকলে তার উপর উক্ত স্বর্ণের বর্তমান বিক্রয় মূল্যের হিসাবে ২.৫০% হারে যাকাত দেওয়া ফরয। -*আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৪/৪২৪।*

১০. যাকাতের টাকা দিয়ে কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী বই কিনে মানুষের মাঝে বিতরণ করা যাবে কি?

উত্তম : যাবে। এগুলো ফী সাবীলিল্লাহ খাতের অন্তর্ভুক্ত হবে *(মাজমু' ফাতাওয়া উছায়মীন ১৮/২৫২)*। -*সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ২১/৪৬১।*

হজ্জ ও ওমরাহ

১. হজ্জ পালনকালে মীক্বাতের বাইরে কোন স্থান পরিদর্শনে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে ওমরাহ করতে হবে কি?

উত্তর : হজ্জ করতে গিয়ে মীক্বাতের বাইরে গেলেও ওমরাহ করতে হবে না। কারণ এক সফরে একটি ওমরাহ হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) ঋতুবতী হওয়ায় প্রথমে হজ্জে ক্বিরান-এর ওমরাহ করতে না পারায় হজ্জের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমরার জন্য তাঁর ভাই আব্দুর রহমানকে তার সাথে মীক্বাতের বাইরে 'তানঈমে' পাঠান। আয়েশা (রাঃ) সেখানে ইহরাম বেঁধে ওমরাহ করেন। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আব্দুর রহমান পুনরায় ওমরাহ করেননি *(বুখারী হা/৩১৯; মুসলিম হা/১২১১; মিশকাত হা/২৫৫৬, ২৬৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী অন্য কোন ছাহাবীও একাধিক ওমরাহ করেননি। অতএব মীক্বাতের বাইরে গিয়ে পরে মক্কায় ফিরে আসলেও ওমরাহ করতে হবে না *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/৭৮; ঐ, প্রশ্নোত্তর নং-১৫৯৩; আলবানী, ছহীহাহ হা/১৯৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য, ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২/৮৯)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৯।*

২. ইদানিং অনেক লোক হজ্জ করতে গিয়ে ইহরাম বাঁধার পর জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে সরাসরি মদীনায় যান এবং মদীনা থেকে ফিরে এসে মক্কায় হজ্জের কাজ সমাধা করেন। এতে হজ্জের কোন ত্রুটি হয় কি?

উত্তর : ইহরাম বাঁধা হয় হজ্জ ও ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে। এ সময় বলতে হয় 'লাব্বাইক ওমরাতান' অথবা 'হাজ্জান' (হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ অথবা হজ্জের উদ্দেশ্যে তোমার দরবারে হাযির) *(মুসলিম হা/১২৩২)*। সেকারণ ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্যত্র যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। রাসূল (ছাঃ) হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের জন্যই মীক্বাত নির্ধারণ করেছেন *(বুখারী হা/১৫২৬; মুসলিম হা/১১৮১; মিশকাত হা/২৫১৬ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। তবে সফরসূচী যদি জেদ্দা থেকে মদীনা হয়, সেক্ষেত্রে ইহরাম না বেঁধেই মদীনা গমন করবেন। অতঃপর সেখান থেকে আসার পথে যুল-হুলায়ফা মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে ওমরাহ ও হজ্জ পালন করবেন। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/২৫।*

৩. হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু আনা যাবে কি?

উত্তর : হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে বৈধ পন্থায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মালামাল নিয়ে আসাতে কোন বাধা নেই। কারণ হজ্জ পালনকালেও মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে' *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*। অনুগ্রহ বলতে এখানে ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। তবে হজ্জের সময় ব্যবসা যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়। তাতে হজ্জের নেকীতে ঘাটতি হবে। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৩৭।*

৪. হারাম উপার্জন দ্বারা হজ্জ করলে তা কবুল হবে কি?

উত্তর : হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ দ্বারা হজ্জ করলে তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*। অর্থাৎ এর মাধ্যমে কোন নেকী অর্জিত হবে না। যদিও এর দ্বারা হজ্জ-এর ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে মর্মে জমহূর বিদ্বানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৭/৬২; আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ২৯; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৮৮/১৩; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৪৩)*। যেমন ছালাতের মধ্যে 'রিয়া' থাকলে ছালাত আদায় হয়ে যায়, কিন্তু তা আল্লাহ্র নিকটে কবুলযোগ্য হয় না। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৩৯।*

৫. মুলতাযাম কি? এ স্থানে পঠিতব্য কোন দো'আ বা কোন আমল আছে কি?

উত্তর : 'মুলতাযাম' অর্থ জড়িয়ে ধরার স্থান। আর এটি হ'ল কা'বার দরজা ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান। এ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ বা আমল রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত হয়নি। তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) সহ একাধিক ছাহাবী এখানে নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে দো'আ করেছেন। এ স্থানে আমল করার পদ্ধতি হ'ল, বান্দা তার বুক, মুখ, দু'হাতের কুনই ও কব্জি কা'বার সাথে মিলিয়ে রেখে ইচ্ছামত দো'আ করবে *(ইবনু মাজাহ হা/২৯৬২; ছহীহাহ হা/২১৩৮)*। তবে দো'আ এতো দীর্ঘ করা যাবে না যাতে অন্যদের সুযোগ নষ্ট হয়। অর্থাৎ স্থান সংকীর্ণ করা যাবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৬/১৪২-১৪৩; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৭/৪০২-৪০৩)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩৯৬।*

৬. মহিলাদের ব্যাপারে হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হ'ল মাহরাম থাকা। এক্ষণে কোন মহিলা তার ছোট বোন ও ছোট বোনের স্বামীর সাথে হজ্জ পালন করতে পারবে কি?

Contents

উত্তর : সফরের জন্য মহিলাদের সাথে মাহরাম পুরুষ থাকা শর্ত *(বুখারী হা/১৮৬২)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মাহরাম ব্যতীত কোন নারী হজ্জ করবে না' *(বাযযার, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৬৫)*। বোনের স্বামী মাহরাম নয়। অতএব বোন থাকা সত্ত্বেও বোনের স্বামীর তত্ত্বাবধানে হজ্জে গমন করা যাবে না *(মাজমূ' ফাতাওয়া উছায়মীন ২১/১৯০)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২/৪২।*

৭. নির্দিষ্ট বছরে হজ্জের নিয়ত করার পর কোন কারণবশতঃ সে বছর তা আদায় করতে না পারলে গোনাহ হবে কি? বা এর জন্য কোন কাফফারা দিতে হবে কি?

উত্তর : শারঈ ওযরবশতঃ বিলম্ব করলে গোনাহ হবে না এবং এর জন্য কোন কাফফারাও দিতে হবে না। তবে যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, তাদের বিলম্ব করা মোটেই ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে, সে যেন তা দ্রুত সম্পন্ন করে' *(আবুদাঊদ হা/১৭৩২; দারেমী হা/১৭৮৪; মিশকাত হা/২৫২৩ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/৪৫।*

৮. কা'বা গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করা কি ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ মর্মে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই যঈফ। যেমন আয়েশা (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, কা'বাগৃহের দিকে তাকিয়ে থাকা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭০১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, পাঁচটি জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যার একটি হ'ল বা'বাগৃহের দিকে তাকিয়ে থাকা। এ বর্ণনাটিও অত্যন্ত যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/২৮৫৪-৫৫)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/১০০।*

৯. পুরুষের পক্ষ থেকে কোন নারী বদলী হজ্জ করতে পারবে কি?

উত্তর : মুসলিম নারী যেকোন মুসলিম পুরুষের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে। বিদায় হজ্জের সময় খাছ'আম গোত্রের জনৈক মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তার অতি বৃদ্ধ পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন *(বুখারী হা/১৮৫৪; মুসলিম হা/১৩৩৪; মিশকাত হা/২৫১১)*। তবে ঐ মহিলাকে তার নিজের হজ্জ আগে করতে হবে এবং সাথে মাহরাম পুরুষ থাকতে হবে। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/৫৮।*

১০. হজ্জব্রত পালনরত অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

উত্তর : হজ্জব্রত পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। একদা আরাফার ময়দানে জনৈক ছাহাবী মুহরিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তাকে বরই পাতা ও পানি দিয়ে গোসল করাও, তাকে (ইহরামের) দু'টি কাপড়ে কাফন পরাও, তাকে সুগন্ধি লাগিয়ো না এবং মাথা ঢেকে দিয়ো না। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে' *(বুখারী হা/১২৬৫; মুসলিম হা/১২০৬; মিশকাত হা/১৬৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে বের হ'ল। অতঃপর মারা গেল। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় হজ্জ বা ওমরার ছওয়াব লিখে দিবেন' *(আবু ইয়া'লা হা/৬৩৫৭; ছহীহাহ হা/২৫৫৩)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/৬৩।*

১১. আরাফাহর ময়দানে অবস্থানকালে যোহর ও আছরের ছালাত কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর : আরাফাহর ময়দানে হাজীগণ যোহরকে পিছিয়ে ও আছরকে এগিয়ে যোহর ও আছর দু'রাক'আত করে পৃথক এক্বামতের সাথে জমা ও ক্বছর করবেন। অনুরূপভাবে মুযদালিফায় গিয়ে মাগরিব পিছিয়ে ও এশা এগিয়ে জমা করবেন। এ সময় কেবল এশার ছালাত ক্বছর করবেন। এর মধ্যে কোন সুন্নাত-নফল পড়তে হবে না। একাকী হোক বা জামা'আতে হোক, জমা ও ক্বছর করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জের সময় এভাবেই ছালাত আদায় করেছেন *(মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫ 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৮-৮৯ পৃ.; বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ, ৭১০-১৪ পৃ.)*। তবে ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের সময় ইমামের অনুসরণ করতে হবে *(বুখারী হা/৩৭৮; মুসলিম হা/৪১১; মিশকাত হা/১১৩৯)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৩/৩৬৩।*

১২. ইহরামের কাপড়ের নীচে ছোট প্যান্ট জাতীয় কিছু পরা যাবে কি?

উত্তর : ইহরাম অবস্থায় পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কোন কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ *(বুখারী হা/১৫৩৬, ৫৮৪৭; মিশকাত হা/২৬৭৮)*। তবে মহিলাগণ এসব ব্যবহার করতে পারবেন। কেননা তাদের জন্য ইহরামের পৃথক কোন কাপড় নেই। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৭/৮৭।*

১৩. জনৈক বক্তা বলেন, ওযর ব্যতীত হজ্জ থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি ইহূদী বা খ্রিষ্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। একথা কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : একথা ঠিক নয়। বরং এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে ধমক দেওয়া হয়েছে এবং দ্রুত হজ্জ সম্পাদনের তাকীদ দেওয়া হয়েছে। এরপরেও উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/৮১২; মিশকাত হা/২৫৩৫; যঈফ তারগীব হা/৭৫৪)*। তবে একই মর্মে ওমর (রাঃ) থেকে মওকূফ সনদে বর্ণিত আছারটিকে ইবনু কাছীর (রহঃ) ছহীহ বলেছেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৪৬৭০; ইবনু কাছীর তাফসীর আলে ইমরান ৯৭ আয়াত)*। এর দ্বারা সামর্থ্যবান ব্যক্তির দ্রুত হজ্জ করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এর কারণে সে পুরোপুরি ইহূদী বা খ্রিষ্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। ত্বীবী বলেন, এর মাধ্যমে কঠোর ধমক দেওয়া হয়েছে *(মিরক্বাত হা/২৫২১-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। ইবনু হাজার সহ অন্যান্য বিদ্বানগণও একই বক্তব্য পেশ করেছেন। তবে হজ্জের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে তা থেকে বিরত থাকলে সে কাফির অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৮/১৭৮।*

১৪. জনৈক ব্যক্তি বলেন, হজ্জ করতে গিয়ে যারা রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করে না, তাদের হজ্জ কবুল হয় না। একথার সত্যতা আছে কি?

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন। রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারতের সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। উক্ত মর্মে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যার সবই জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৬/২৬৬।*

১৫. হজ্জের সফরে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে একাধিকবার ওমরাহ করার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

উত্তর : এরূপ করা জায়েয নয়। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, 'কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের পর অধিক সংখ্যক ওমরাহ করার আগ্রহে হারামের বাইরে 'তানঈম' বা জি'ইর্রানাহ গিয়ে ইহরাম বেঁধে আসেন। শরী'আতে এর কোনই প্রমাণ নেই' *(দলীলুল হাজ্জ ওয়াল মু'তামির, অনু: আব্দুল মতীন সালাফী, 'সংক্ষিপ্ত নির্দেশাবলী' অনুচ্ছেদ, মাসআলা-২৪, পৃ. ৬৫)*। ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, এটি জায়েয নয় বরং বিদ'আত। কেননা এর পক্ষে একমাত্র দলীল হ'ল বিদায় হজ্জের সময় আয়েশা (রাঃ)-এর ওমরাহ। অথচ ঋতু এসে যাওয়ায় প্রথমে হজ্জে ক্বিরান-এর ওমরাহ করতে ব্যর্থ

হওয়ায় হজ্জের পরে তিনি এটা করেছিলেন। তাঁর সাথে 'তানঈম' গিয়েছিলেন তাঁর ভাই আব্দুর রহমান। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আব্দুর রহমান পুনরায় ওমরাহ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী অন্য কোন ছাহাবীও এটা করেননি' *(ঐ, মাজমূ' ফাতাওয়া, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৫৯৩; ঐ, লিক্বা-উল বাবিল মাফতূহ, অনুচ্ছেদ ১২১, মাসআলা ২৮)*। শায়খ আলবানী একে নাজায়েয বলেছেন এবং একে 'ঋতুবতীর ওমরাহ' বলেছেন *(ছহীহাহ হা/১৯৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িমও একে নাজায়েয বলেছেন *(যাদুল মা'আদ ২/৮৯)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৬/৩৭৬।*

১৬. আমার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু আমার কিছু ঋণ রয়েছে। ঋণ পরিশোধ না করে হজ্জ করা যাবে কি?

উত্তর : ঋণের সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। তবে ঋণ পরিশোধ করলে যদি হজ্জের সামর্থ্য না থাকে, তাহ'লে প্রথমে তার ঋণ পরিশোধ করা ফরয। আর যদি ঋণ পরিশোধ করে হজ্জ করার সামর্থ্য থাকে তাহ'লে পরিশোধ না করে হজ্জ করলে হজ্জ হয়ে যাবে। অবশ্য ঋণ পরিশোধ করে হজ্জে যাওয়াই উত্তম। কেননা তা পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজের নেকী দিয়ে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ 'আদব সমূহ' অধ্যায়)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৩/৩৮৩।*

১৭. ইহরাম বাঁধার নিয়ম বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : (১) ইহরামের পূর্বে ওযূ বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম *(তিরমিযী হা/৮৩০; মিশকাত হা/২৫৪৭)*। তবে শর্ত নয়। মহিলাগণ নাপাক অবস্থাতেও ইহরাম বাঁধতে পারবেন *(মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫)* (২) পুরুষদের জন্য সাদা সেলাই বিহীন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করা *(আহমাদ হা/৪৮৯৯)*। মহিলাদের জন্য যেকোন ধরনের শালীন পোষাক পরিধান করা। তবে নেকাব ও হাতমোযা ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে *(আবুদাঊদ হা/১৮২৭)* (৩) দেহে সুগন্ধি ব্যবহার করা *(মুসলিম হা/১১৯০)*। তবে পোষাকে নয় *(বুখারী হা/১৭৮৯)*। যেকোন ফরয ছালাতের পর কিংবা 'তাহিইয়াতুল ওযূ' দু'রাক'আত নফল ছালাতের পর ইহরাম বাঁধা চলে। তবে ইহরাম বাঁধার সাথে ছালাতের কোন সম্পর্ক নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৯৩।*

১৮. হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে হজ্জ পালন না করেই মারা গেলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

উত্তর : নিজের ও পরিবারের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের পর যদি অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা হজ্জের খরচ নির্বাহ করা যায়, তাহ'লে উক্ত ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হবে। এরূপ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শারঈ কোন ওযর ব্যতীত তা পালন না করে কেউ মারা গেলে অবশ্যই তাকে ফরয ত্যাগের কারণে গুনাহগার হ'তে হবে *(আলে ইমরান ৩/৯৭; মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫)*। আর কেউ যদি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালনকে ফরয গণ্য না করে এবং হজ্জের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, তাফসীর আল-কাবীর ৩/২২৭)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৫/৪১৫।*

১৯. রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ ব্যতীত কা'বাগৃহের অন্য কোন স্থান বরকত লাভের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : কা'বাগৃহের রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ এবং হাজারে আসওয়াদ চুমা দেওয়া বা ইশারা করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী হা/১৬০৯; মুসলিম হা/১২৬৭; মিশকাত হা/২৫৬৮, ২৫৮৯)*। অন্যান্য স্থানে স্পর্শ করার ব্যাপারে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। একবার হযরত মু'আবিয়া ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) একত্রে ত্বাওয়াফরত অবস্থায় মু'আবিয়া (রাঃ) কা'বাগৃহের সবগুলি রুকন (চারটি কোণ) স্পর্শ করলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার প্রতিবাদ করে বলেন, কেন আপনি এ দু'টি রুকন স্পর্শ করছেন? অথচ রাসূল (ছাঃ) এ দু'টি স্পর্শ করেননি। জবাবে মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, কা'বাগৃহের কোন অংশই পরিত্যাগ করার নয়। তখন ইবনু আব্বাস আয়াত পাঠ করে শোনালেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যেই উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। জবাবে মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৩২৩; আহমাদ হা/৩৫৩২, সনদ ছহীহ)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/৯৬।*

২০. জনৈক ব্যক্তি হজ্জ করার নিয়তে পুরো টাকা জমা দেওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে। টাকা গ্রহীতা এজেন্সী টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য পরিবারের সাথে যোগাযোগ করলেও পরিবার তা গ্রহণ করতে রাযী হয়নি। এক্ষণে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা যরূরী কি?

উত্তর : হজ্জ করার নিয়তে টাকা জমা দিয়ে থাকলে আল্লাহ তার হজ্জ কবুল করবেন এবং তিনি এর পূর্ণ নেকী পাবেন ইনশাআল্লাহ *(নিসা ৪/১০০)*। আর ঐ টাকা দিয়ে বদলী হজ্জ করা উত্তম। যেমন জনৈকা মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। কিন্তু তিনি এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হ্যাঁ কর' *(বুখারী হা/১৮৫২; মিশকাত হা/১৯৫৫)*। তবে বদলী হজ্জ করতে চাইলে তাকে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/১৮১১; মিশকাত হা/২৫২৯)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৩/৪৫৩*।

২১. ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে বা হাজী ক্যাম্প থেকে ইহরাম বাঁধা যাবে কি?

উত্তর : যাবে না। মীকাত থেকেই ইহরাম বাঁধতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) সারা বিশ্ব থেকে হজ্জব্রত পালনকারীদের জন্য পৃথক পৃথক মীকাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২৫১৬)*। ইবনে ওমর (রাঃ)-কে (যুল হুলায়ফার নিকটবর্তী একটি স্থান) বায়যা থেকে ইহরাম বাঁধার কথা বলা হ'লে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র যুল হুলায়ফার মসজিদের নিকট থেকেই ইহরাম বাঁধতেন *(মুসলিম হা/১১৮৬, বুখারী হা/১৫৪১)*। ছাহাবী ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বছরা থেকে ইহরাম বাঁধলে ওমর (রাঃ) তা অপসন্দ করেন এবং খোরাসান বিজয়ের পর আব্দুল্লাহ বিন আমের (রাঃ) নিশাপুর থেকে ইহরাম বাঁধলে ওছমান (রাঃ) তাঁকে তিরষ্কার করেন *(বায়হাক্বী কুবরা হা/৯১৯৯; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২৮৪২; সনদ মওকুফ ছহীহ, বুছীরী, ইতহাফুল খায়রাহ হা/২৪৩৬; বিস্তারিত দ্রঃ ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৫/৬০-৬৩)*।

অতএব হজ্জ পালনকারীগণ ইহরামের কাপড় সাথে নিয়ে বিমানে আরোহন করবেন এবং বিমান কর্তৃক মীকাতের ঘোষণা আসার পর বিমানের মধ্যে ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। মনে রাখতে হবে ইহরাম পরিধান ও তালবিয়া পাঠ একত্রে হ'তে হবে। ৫ ঘণ্টা আগে ইহরামের কাপড় পরে বিমানের ঘোষণার পর তালবিয়া পাঠ সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী রীতি। যা পরিত্যাজ্য। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৪৭৬*।

কুরবানী

১. দাঁত পড়ে যাওয়া পশু কুরবানী করা যাবে কি?

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মোট চার ধরনের পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। যথা স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণ-শীর্ণ *(নাসাঈ হা/৪৩৬৯; ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৪; মিশকাত হা/১৪৬৫)*। হাতমা (الْهَتْمَاءُ) অর্থাৎ কিছু দাঁত পড়ে যাওয়া পশু এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এরূপ পশু কুরাবানী করায় কোন বাধা নেই। তবে নিখুঁত ও সুন্দর পশু ক্রয় করাই উত্তম *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ ২৬/৩০৮; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৭/৪৩২)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৮/৮।*

২. হজ্জে গমনকারী পিতা সেখানে কুরবানী দিবেন। এক্ষণে বাড়ীতে অবস্থানকারী পরিবারের জন্য কুরবানী দিতে হবে কি?

উত্তর : হজ্জপালনকারীকে হজ্জের ওয়াজিব হিসাবে সেখানে নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করতে হয়। যা অনাদায়ে কাফফারা হিসাবে ফিদইয়া দিতে হয় *(বাক্বারাহ ২/১৯৬)*। এর সাথে পরিবারের কুরবানীর কোন সম্পর্ক নেই। সেকারণ সামর্থ্য থাকলে বাড়িতে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩, সনদ হাসান)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৩/২৩।*

৩. সাত পরিবারের পক্ষ থেকে সাত ভাগে গরু বা উট কুরবানী করা যাবে কি?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে সাত ভাগে কুরবানী করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু কুরবানী করাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(আবুদাঊদ হা/২৭৮৮; তিরমিযী হা/১৫১৮; মিশকাত হা/১৪৭৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় সর্বদা নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন' *(বুখারী হা/৫৫৬৪-৬৫; মুসলিম হা/১৯৬৭, মিশকাত হা/১৪৫৩-৫৪)*। ছাহাবীগণের মধ্যেও সর্বদা একই প্রচলন ছিল। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী

Contents

(রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে লোকেরা নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী কুরবানী দিত *(তিরমিযী হা/১৫০৫, সনদ ছহীহ)*। ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮, সনদ ছহীহ)*। অতএব পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই সুন্নাত।

উল্লেখ্য যে, সাত পরিবার নয় বরং সাতজন ব্যক্তি মিলে একটি গরু বা উট কুরবানী করার বিধান রয়েছে সফর অবস্থায়। যেমন জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হোদায়বিয়া এবং হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি উটে ও গরুতে সাতজন করে শরীক হবার নির্দেশ দিলেন *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০-৫১))*। একই বাক্যে বর্ণিত মুসলিম ও আবুদাঊদের উক্ত হাদীছটি সংক্ষেপে এসেছে মিশকাতে *(হা/১৪৫৮)*। যেখানে বলা হয়েছে, গরু ও উট সাতজনের পক্ষ হ'তে'। এটি যে সফরের অবস্থায় ছিল, তা একই রাবীর অন্য বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে এসেছে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। এমন সময় ঈদুল আযহা উপস্থিত হয়। তখন আমরা একটি গরুতে সাতজন ও একটি উটে দশজন করে শরীক হই' *(তিরমিযী হা/৯০৯; ইবনু মাজাহ হা/৩১৩১; মিশকাত হা/১৪৬৯)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৭/২৭।*

৪. আমাদের এলাকায় ঈদুল আযহার এক সপ্তাহ পূর্বেই কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি হয়ে যায়। এটা শরী'আত সম্মত কি?

উত্তর : এরূপ ক্রয়-বিক্রয় দোষণীয় নয়। কারণ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে, যদি সেখানে পরিমাপ, পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারিত থাকে *(বুখারী হা/২২৪০, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৮।*

৫. একবার 'বিসমিল্লাহ' পড়ে অনেকগুলি পশু একাধারে যবেহ করা যাবে কি?

উত্তর : প্রত্যেক প্রাণীর জন্য পৃথকভাবে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করা কর্তব্য *(আন'আম ৬/১১৮-১১৯; বুখারী হা/৫৫৬৫; তিরমিযী হা/১৫২১; ইরওয়া হা/২৫৩৬)*। তবে কোন আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে এক সাথে বহু প্রাণী

যবেহ করা সম্ভব হ'লে একবার দো'আ পাঠ করাই যথেষ্ট হবে। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৭/২৯৭।*

৬. পশু যবহ করার ব্যাপারে শরী'আত নির্দেশিত পন্থা কি কি?

উত্তর : (১) ছুরি ভালোভাবে ধার দেওয়া এবং দ্রুত যবহের কাজ সমাধা করা। যেন পশুর কষ্ট কম হয় *(মুসলিম হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৪০৭৩)*। (২) ক্বিবলামুখী হয়ে যবহ করা *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৮৫৮৫; আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ, সনদ ছহীহ)*। (৩) যবহকালীন সময়ে দো'আ পাঠ করা (ক) বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার *(বুখারী হা/৫৫৫৮; মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৪৫৩)*। (খ) কুরবানীর পশু হ'লে বলবে, বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী *(মুসলিম হা/১৯৬৭)*।

এক্ষণে পশু যবহ করার সুন্নাতী তরীকা হ'ল- উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করা এবং গরু বা ছাগলের ক্ষেত্রে মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে, বাম কাতে ফেলে কিবলামুখী হয়ে দ্রুত 'যবহ' করা *(সুবুলুস সালাম, ৪/১৭৭ পৃ.; মির'আত ৫/৭৫ পৃ.; মাসায়েলে কুরবানী ২১ পৃ.)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৫/৬৫।*

৭. কুরবানী মোট কয়দিন করা যাবে?

উত্তর : ১০, ১১, ১২ই যিলহাজ্জ তিনদিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৪৭৩, হাদীছ ছহীহ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৬/২৫৩)*। এতে কোন মতভেদ নেই। তবে অনেক ছাহাবী, ইমাম শাফেঈ ও বহু বিদ্বানের মতে ঈদুল আযহার পরের তিনদিন কুরবানী করা যাবে। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী এটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(মির'আতুল মাফাতীহ শরহ মিশকাতুল মাছাবীহ ৫/১০৬-০৯ পৃঃ)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/৪৬৭।*

আক্বীক্বা ও নামকরণ

১. পূর্ণ সক্ষমতা না থাকায় ছেলের জন্য আক্বীক্বায় ১টি ছাগল দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : সামর্থ্য না থাকলে একটি ছাগল দেওয়া যাবে *(আবুদাউদ হা/২৮৪১; মিশকাত হা/৪১৫৫; ইরওয়া হা/১১৬৭, সনদ ছহীহ; দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা পৃ. ৪৮)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৫/৪৫৫।*

২. ফেরেশতাগণের নামে সন্তানের নাম রাখা যাবে কি?

উত্তর : রাখা যাবে *(নববী, মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৮/৪৩৬)*। ফেরেশতাগণের নামে নাম রাখা যাবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি খুবই দুর্বল *(আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৩২৮৩)*। এছাড়া নবীগণের নামেও নাম রাখায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ' *(বুখারী হা/২১২০; মুসলিম হা/২১৩১; মিশকাত হা/৪৭৫০)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/১৮।*

৩. মুসলিম ২১৪২ নং হাদীছ থেকে বুঝা যায় আত্ম প্রশংসামূলক নাম রাখাকে রাসূল (ছাঃ) অপসন্দ করতেন। এক্ষণে অধিক পরহেযগার, দানশীল ইত্যাদি অর্থবোধক নাম রাখা যাবে কি?

উত্তর : উক্ত হাদীছ অনুযায়ী জনৈকা মহিলার নাম ছিল বাররাহ, যার অর্থ গুনাহমুক্ত। রাসূল (ছাঃ) তা পরিবর্তন করে যয়নব (সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত বৃক্ষ) রেখে বললেন, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তোমাদের মধ্যে কে সর্বাধিক সৎ আমলকারী সে সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত *(মুসলিম হা/২১৪২; মিশকাত হা/৪৭৫৬)*। অতএব আব্দুল্লাহ (আল্লাহ্র দাস), আব্দুর রহমান ইত্যাদি নাম রাখাই উত্তম। কেননা 'এ নামগুলিই আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয়' *(মুসলিম হা/২১৩২; মিশকাত হা/৪৭৫২)*।

উল্লেখ্য যে, নিজেই নিজের নাম ঐরূপ রাখাকে আত্মপ্রশংসামূলক বলা হয়, যা নিষিদ্ধ। কিন্তু আক্বীক্বার সময় শিশু সন্তানের নাম ঐরূপ রাখা তার জন্য আত্মপ্রশংসা নয়। বরং পিতা ও অভিভাবকদের পক্ষ হ'তে এটি তার জন্য শুভ কামনা বা দো'আ স্বরূপ। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর নাম তার দাদা রেখেছিলেন 'মুহাম্মাদ' ও মা রেখেছিলেন 'আহমাদ' (প্রশংসিত)। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) মুতার যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতি খালেদকে দো'আ করে অশ্রুসজল নেত্রে বলেছিলেন, এবারে ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে 'আল্লাহ্র তরবারি

সমূহের অন্যতম ‘তরবারি’। অতঃপর আল্লাহ তাদের হাতে বিজয় দান করেন’ *(বুখারী হা/৪২৬২; মিশকাত হা/৫৮৮৭)*। অর্থাৎ খালেদ নিজে ঐ নাম অর্থাৎ ‘সায়ফুল্লাহ’ নাম গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর অভিভাবক রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ লকব দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিজের ছেলে আব্দুল্লাহ্‌র লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহির (পবিত্র)। অতএব পিতা-মাতা তার সন্তানের জন্য দো‘আ হিসাবে উক্ত গুণবাচক নাম সমূহ রাখতে পারেন। তবে তা যেন অহংকার প্রকাশক না হয়।

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়া‘লা, বারাকাহ, আফলাহ, ইয়াসার, নাফে‘ প্রভৃতি নাম নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি চুপ হয়ে যান। অতঃপর তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু এগুলো থেকে আর নিষেধ করেননি। পরবর্তীতে ওমর (রাঃ) এসব নাম নিষেধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে বাদ দেন’ *(মুসলিম হা/২১৩৮; মিশকাত হা/৪৭৫৪)*। এতে বুঝা যায় যে, এই নামগুলি হারামের পর্যায়ে ছিল না। তবে অপসন্দনীয় ছিল।

ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরে চুপ হয়ে যান উম্মতের উপরে রহমত স্বরূপ। যাতে ঝগড়া ও ফিৎনা ব্যাপকতা লাভ না করে। কারণ অধিকাংশ মানুষ ভাল-মন্দ নামের মধ্যে তারতম্য করতে পারে না *(মিরক্বাত ৯/১০৭)*।

বস্তুতঃ নাম রাখার উদ্দেশ্য হ’ল তার ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় তুলে ধরা। অতএব বাংলাদেশ সহ যেকোন অনারব দেশে আরবীতে ইসলামী নাম রাখাই কর্তব্য। *-আগস্ট’১৬, প্রশ্নোত্তর ৪০/৪৪০।*

৪. পিতা-মাতা অমুসলিমদের ন্যায় ইংরেজী নাম রেখেছেন। যদিও তার অর্থ ভালো। আরবী ব্যতীত এরূপ নাম রাখা যাবে কি? যদি না রাখা যায় সেজন্য সন্তান গুনাহগার হবে কি? এক্ষণে তার করণীয় কি?

উত্তর : মুসলিম স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্যই আরবীতে সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা আবশ্যিক। বিশেষ করে অনারবদের জন্য আরবী নাম রাখা অত্যন্ত যরূরী। কেননা অনারব দেশে এটাই মুসলিম ও অমুসলিমের নামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। আজকাল এ পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। তাই নাম রাখার আগে দূরদর্শী ও যোগ্য আলেমের কাছে পরামর্শ নিতে হবে। এক্ষণে কারু নামের অর্থ মন্দ হ’লে এবং ধর্মীয় পরিচয় বহন না করলে তা পরিবর্তন করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন *(তিরমিযী হা/২৮৩৯; মিশকাত হা/৪৭৭৪; ছহীহাহ হা/২০৭-৯)*। অমুসলিমদের সাথে

সামঞ্জস্যশীল ও শিরক-বিদ‘আতযুক্ত নাম বা ডাকনাম রাখা যাবে না। আদালতে এফিডেভিটের মাধ্যমে এটা সহজেই করা যায়। অথবা নিজেই নিজের পরিচিতি পাল্টে দিতে পারেন *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা’ বই)*। *-জুলাই’১৬, প্রশ্নোত্তর ২৯/৩৮৯।*

৫. নবজাতক শিশুকে কোন ভালো আলেম দ্বারা তাহনীক করানোর বিষয়টি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছেন *(বুখারী হা/৫৪৬৯; মুসলিম হা/২১৪৬; মিশকাত হা/৪১৫১)*। ‘তাহনীক’ অর্থ খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কিছু চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া। হিজরতের পর মদীনায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে ‘তাহনীক’ করেছিলেন। এভাবে তিনিই ছিলেন প্রথম সৌভাগ্যবান শিশু যার পেটে প্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র মুখের লালা প্রবেশ করে। আবু ত্বালহা (রাঃ) তার সদ্যজাত পুত্রকে এনে রাসূল (ছাঃ)-এর কোলে দিলে তিনি খেজুর তলব করেন। অতঃপর তিনি তা চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেন ও নাম রাখেন ‘আব্দুল্লাহ’ *(বুখারী হা/৫৪৭০; মুসলিম হা/২১৪৪)*।

কোন কোন বিদ্বান এটিকে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ বলেছেন। তবে ছাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক তাহনীক করানোর বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আহমাদ হা/১২০৪৭; আবু ইয়া‘লা ৩৮৮২, সনদ ছহীহ; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/৩০৩)*। ইমাম নববী বলেন, শিশুর জন্মের পর খেজুর দ্বারা তাহনীক করানোর বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমত রয়েছে *(মুসলিম, শরহ নববী ১৪/১২২-২৩)*। *-জুন’১৬, প্রশ্নোত্তর ২২/৩৪২।*

কুরআনুল কারীম

১. মোবাইলে বা কম্পিউটারে দেখে কুরআন পাঠ করা যাবে কি? তাতে পূর্ণ নেকী লাভ করা যাবে কি?

উত্তর : যাবে। এতে পূর্ণ নেকীও লাভ হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব হ'তে একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে *(তিরমিযী হা/২৯১০; মিশকাত হা/২১৩৭)*। অতএব মুখস্থ হৌক, মুছহাফ দেখে হৌক আর কম্পিউটারে দেখে হৌক, সবক্ষেত্রেই সমান নেকী অর্জিত হবে। আর মুছহাফ দেখে কুরআন পাঠের বিশেষ ফযীলত মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ ও জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৫৬, ১৫৮৬; যঈফুল জামে' হা/২৮৫৫)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/১০।*

২. দলবদ্ধভাবে কোরাস গাওয়ার ন্যায় কুরআন পাঠ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : দলবদ্ধভাবে কোরাস গাওয়ার ন্যায় কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম এভাবে কুরআন তেলাওয়াত করেননি। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি সুর দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে আমার দলভুক্ত নয় *(বুখারী হা/৭৫২৭; মিশকাত হা/২১৯৪)*। এর অর্থ কোরাস দিয়ে দলবদ্ধভাবে পড়া নয় বরং একাকী মধুর সুরে পড়া। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কুরআনকে তোমাদের স্বরের দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা সুন্দর স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে' *(দারেমী হা/৩৫০১; মিশকাত হা/২২০৮)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/১১৩।*

৩. কুরআন-হাদীছ বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর উপরে কিছু রাখা বা একটি অপরটির উপর রাখায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : কুরআনের উপর কুরআন ব্যতীত অন্য কোন বই রাখা যাবে না। কারণ এটি মর্যাদার খেলাফ। আল্লাহ বলেন, 'কুরআন হ'ল মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ' *(বুরূজ ৮৫/২১)*। কুরআন মজীদের সম্মান রক্ষা করার জন্য তা নিয়ে শত্রুদের এলাকায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী হা/২৯৯০; মুসলিম হা/১৮৬৯; মিশকাত হা/২১৯৭)*।

অনুরূপভাবে হাদীছ ও ধর্মীয় বই-পুস্তকের উপর সাধারণ বই-পত্র রাখা অনুচিত (*ইবনুল মুফলিহ, আদাবুশ শারঈয়া ২/৩৯৩; শারহু উমদাতুল আহকাম ১৩/৩৫)*। অতএব কুরআন ও হাদীছের মর্যাদা সাধ্যমত অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা

করতে হবে। তবে মর্যাদা প্রদানের অর্থ এই নয় যে, চুমা দিতে হবে বা সালাম দিতে হবে। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৩৫৭।*

৪. সূরা তীন পড়া শেষে 'বালা ওয়া আনা 'আলা যালিকা মিনাশ শাহিদীন' পড়তে হবে কি?

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ হা/১৪২১; আবুদাঊদ হা/৮৮৭; মিশকাত হা/৮৬০, আলবানী, আরনাঊত্ব, সনদ যঈফ)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩১/২৩১।*

৫. আয়াতুল কুরসী ও সূরা নাস, ফালাক্ব দো'আ হিসাবে পাঠ করার সময় আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হবে কি?

উত্তর : দো'আ হিসাবে আবশ্যিক নয়। কেননা হাদীছে এরূপ অনেক কুরআনী দো'আ আছে, যা পড়া হয় কিন্তু আঊযুবিল্লাহ পড়তে হয় না। যেমন তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ-এর মধ্যবর্তী স্থানে রাসূল (ছাঃ) *'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও'... (বাক্বারাহ ২/২০১)* পাঠ করতেন। কিন্তু *আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ* পড়তেন বলে জানা যায় না *(আবুদাঊদ হা/১৮৯২)*। তবে তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে হ'লে পড়তে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর তখন বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাও' *(নাহল ৯৮)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৮/২৭৮।*

৬. রাসূল (ছাঃ) উট বা ঘোড়ায় সওয়ার অবস্থায় নিয়মিতভাবে পবিত্র কুরআন খতম করতেন কি? এ ব্যাপারে তাঁর নিয়মিত কোন আমল ছিল কি?

উত্তর : নবী করীম (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন নিয়মিত আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে একটি হাদীছে এসেছে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ) উটনীর উপর থাকা অবস্থায় সূরা ফাৎহ বা তার কিছু অংশ ধীরকণ্ঠে বারবার পাঠ করেছিলেন *(বুখারী হা/৪২৮১; মুসলিম হা/৭৯৪; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৫৩৪ পৃ.)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৯/২৪৯।*

৭. কুরআন মাজীদকে ধারাবাহিকভাবে সর্বপ্রথম কে সাজিয়েছিলেন? বর্তমানে পূর্বের ধারাবাহিকতা বজায় আছে কি?

উত্তর : কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের বিন্যাস আল্লাহ্র হুকুমে জিবরীলের নির্দেশনায় রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। এটি তাওক্বীফী অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, প্রতি বছর রামাযানের প্রতি রাত্রিতে

জিবরীল (আঃ) আসতেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার নিকট কুরআন পেশ করতেন *(বুখারী হা/১৯০২; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/২০৯৮)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, বছরে একবার রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কুরআন পেশ করা হ'ত। কিন্তু মৃত্যুর বছরে দু'বার পেশ করা হয়। তিনি প্রতি বছর রামাযানে ১০ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু মৃত্যুর বছরে ২০ দিন ই'তিকাফ করেন' *(বুখারী হা/৪৯৯৮; মিশকাত হা/২০৯৯)*। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের বর্তমান বিন্যাস আল্লাহ কর্তৃক সরাসরি নির্ধারিত। যা সংরক্ষিত ছিল উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকটে। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাঁর কাছ থেকে নিয়ে সেভাবেই সংকলন করেছেন *(বুখারী হা/৪৯৮৭; মিশকাত হা/২২২১)*। সূরা বাক্বারাহ ২৪০ আয়াতটি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে ওছমান (রাঃ) বলেন, لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ 'কুরআনের কোন কিছুকেই আমি তার স্থান থেকে সরাবো না' *(বুখারী হা/৪৫৩৬ 'তাফসীর' অধ্যায়)*। আর বর্তমানেও তা অবিকল ও অপরিবর্তনীয় রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই অবিকৃত থাকবে। কারণ আল্লাহ নিজেই কুরআন হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন *(হিজর ১৫/৯)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৩/২৫৩।*

৮. অমুসলিম কর্তৃক অনুদিত কুরআন পড়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : সাধারণ পাঠকের জন্য এরূপ অনুবাদ থেকে দূরে থাকাই উত্তম। কারণ ভাষাগত অদক্ষতার কারণে এবং আক্বীদা বিরোধী হওয়ার কারণে তাদের অনুবাদে ভুল থাকার সম্ভাবনা থাকে। তবে বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হ'লে কোন অমুসলিমের অনুবাদ পাঠে কোন বাধা নেই। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৭/২৮৭।*

৯. আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে কুরআনের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাকি লিখিতভাবে নাযিল হয়েছিল। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এটা ভিত্তিহীন বক্তব্য। বরং জিবরীল (আঃ) কর্তৃক মৌখিকভাবে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সূরা 'আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত *(বুখারী হা/৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৮৩ পৃ.)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ১০/২৯০।*

১০. আমি কিছু নারীকে কুরআন পড়াই। আমাদের নিজস্ব কোন ফাণ্ড না থাকায় তাদের নিকট থেকে সাধ্যানুযায়ী কিছু টাকা জমা করি এবং তাদের

মাঝে বিভিন্ন সময়ে প্রতিযোগিতা করে উক্ত অর্থ দিয়ে তার পুরস্কার ক্রয় করে তাদেরকে দেই। এভাবে টাকা নিয়ে পুরস্কার দেওয়া জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

উত্তর : এটি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাছাড়া কুরআন শিক্ষার বিনিময় গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে বস্তুর উপর তোমরা পারিশ্রমিক গ্রহণ কর, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার হ'ল আল্লাহ্র কিতাব *(বুখারী হা/৫৭৩৭; মিশকাত হা/২৯৮৫; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/৩৪৬)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৪/৩৭৪।*

১১. কুরআন তেলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লাহুল 'আযীম' বলার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

উত্তর : কুরআন পাঠের পর উক্ত দো'আ পড়ার কোন বিধান নেই। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ বা সালাফে ছালেহীন কখনো উক্ত দো'আ পাঠ করেননি। অতএব এই দো'আ পরিত্যাজ্য *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/১৪৯-১৫০, ফৎওয়া নং ৩৩০৩)*। বরং কুরআন তেলাওয়াত শেষে বলতে হবে- *'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'* 'মহা পবিত্র হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি' *(আবুদাঊদ হা/৪৮৫৭; তিরমিযী হা/৩৪৩৩; মিশকাত হা/২৪৩৩)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/৩৮৭।*

১২. হা-মীম যুক্ত সাতটি সূরা এগুলির পাঠকারীদের জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বক্তব্যটি কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছসমূহের কোনটি জাল, কোনটি যঈফ *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৪৭৯; যঈফাহ হা/৬১৮৩, ৩৫৩৭, ৩৫৩৮,৭০৮১; যঈফুল জামে' হা/২৮০২)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৩/৪১৩।*

১৩. ঘুমানোর পূর্বে সূরা মুল্ক পাঠের বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

উত্তর : ঘুমানোর পূর্বে সূরা মুল্ক পাঠের বিশেষ ফযীলত আছে। যেমন জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সূরা সাজদাহ ও মুল্ক পাঠ না করে রাতে ঘুমাতেন না *(তিরমিযী হা/৩০৬৬; হাকেম হা/৩৫৪৫; মিশকাত হা/২১৫৫)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই কুরআনে একটি সূরা আছে যাতে ৩০টি আয়াত রয়েছে, পাঠকারীর জন্য এটি সুফারিশ করবে। এমনকি তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

সেটি হ'ল সূরা মুলক' *(তিরমিযী হা/২৮৯১; মিশকাত হা/২১৫৩; ছহীহুল জামে' হা/২০৯১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, বান্দাকে কবরে রাখা হ'লে পায়ের দিক হ'তে আযাব আসে। তখন পা বলে, আমার দিক থেকে আযাব দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ সে আমাদের উপর সূরা মুলক তিলাওয়াত করতো। এরপর পেটে শাস্তি দিতে চাইলে পেট বলে, আমাকে শাস্তি দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ সে আমার মধ্যে সূরা মুলক আয়ত্ব করতো। মাথার দিক থেকে আযাব আসতে চাইলে মাথা বলবে, আমার দিকে দিয়ে আসার কোন সুযোগ নেই। কারণ সে আমার মধ্যে সূরা মুলক তিলাওয়াত করতো *(মু'জামুল কাবীর হা/৮৬৫১; হাকেম হা/৩৮৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৭৫)*।

উল্লেখ্য, সূরা সাজদাহ ও মুল্ক রাত্রিতে পাঠ করলে অন্যান্য সূরার তুলনায় ৬০ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায় বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(দারেমী হা/৩৪১২; মিশকাত হা/২১৭৬)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ২০/৪২০।*

১৪. অহী লেখকগণ কে কে ছিলেন?

উত্তর : যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) ছিলেন অহী লেখকগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। সেকারণ কুরআন জমা করার সময় ওছমান (রাঃ) তাঁকেই এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন *(বুখারী হা/৪৬৭৯, ৪৯৭৯)*। তিনি ব্যতীত আরো অনেক ছাহাবী বিভিন্ন সময়ে এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। যাদের সংখ্যা ২৬ থেকে ৪২ জন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। ইবনু কাছীর (রহঃ) এক্ষেত্রে ২৫ জন ছাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। তারা হ'লেন (১) হযরত আবুবকর (২) ওমর (৩) ওছমান (৪) আলী (৫) আবান বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ (৬) উবাই বিন কা'ব (৭) যায়েদ বিন ছাবেত (৮) খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ (৯) মু'আয বিন জাবাল (১০) আরক্বাম বিন আবুল আরক্বাম (১১) ছাবেত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস (১২) হানযালা বিন রবী' (১৩) ও তার ভাই রাবাহ (১৪) ও চাচা আকছাম বিন ছায়ফী (১৫) খালেদ বিন ওয়ালীদ (১৬) যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (১৭) আব্দুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ (১৮) 'আমের বিন ফুহায়রাহ (১৯) আব্দুল্লাহ বিন আরক্বাম (২০) আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দে রব্বিহি (২১) 'আলা ইবনুল হাযরামী (২২) 'আলা বিন উক্ববাহ (২৩) মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ (২৪) মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (২৫) মুগীরাহ বিন শো'বা *রাযিয়াল্লাহু 'আনহুম' (আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৫/৩৩৯-৩৫৫)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৩৬।*

তাফসীরুল কুরআন

১. সূরা ফজর ২ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : আয়াতটির অর্থ হ'ল- আর 'শপথ দশ রাত্রির'। ইবনু আব্বাস, ইবনু যুবায়ের, মুজাহিদ, সুদ্দী, কালবী প্রমুখ বিগত ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ বিদ্বান এর দ্বারা যুলহিজ্জাহ্র প্রথম দশদিন অর্থ নিয়েছেন। তবে কেউ কেউ রামাযানের শেষ দশকের কথাও বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এই দশদিনের (অর্থাৎ যুলহিজ্জাহ্র প্রথম দশদিনের) আমলের চাইতে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও কি নয়'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় জান ও মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়েছে। কিন্তু কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনি'। অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেছে *(বুখারী হা/৯৬৯; তিরমিযী হা/৭৫৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭২৭; মিশকাত হা/১৪৬০; দ্রঃ তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা ২৭১ পৃ.)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/১৪।*

২. সূরা বাক্বারাহ ১৪৮ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : আয়াতটির অর্থ হ'ল, 'আর প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পৃথক ক্বিবলা, যেদিকে তারা উপাসনাকালে মুখ করে থাকে। কাজেই দ্রুত সৎকর্ম সমূহের দিকে এগিয়ে যাও (অর্থাৎ কা'বামুখী হও)। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ফিরে ছালাত আদায়ের পর বাক্বারাহ ১৪৪ ও ১৫০ আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে পুনরায় কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে ইহূদীরা বাহানা খুঁজে পায় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নানাবিধ উপহাসমূলক কথাবার্তা বলতে থাকে। এর প্রতিবাদে অত্র আয়াত নাযিল হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, সকল দিকই আল্লাহ্র। তিনি স্বীয় বান্দাদের যেদিকে খুশী সেদিকে ফিরে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিতে পারেন। এতে ইহূদী বা অন্য কারো খুশী বা নাখুশীর কিছু নেই। কিন্তু ইহূদীরা অপপ্রচার করছিল যে, এই মানুষটি তার ধর্মের ব্যাপারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁর ক্বিবলার কোন ঠিক নেই।

তিনি ইবরাহীমী দ্বীনের অনুসারী বলে দাবী করেন। যদি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে ক্বিবলা ইবরাহীমের দ্বীন হয়, তাহ'লে আবার কা'বার দিকে ক্বিবলা করা হ'ল কেন? মুনাফিকরাও একই কথা বলতে থাকে। অন্যদিকে কুরায়েশরা, যাদেরকে অত্র আয়াতে 'যালেম' বলা হয়েছে, তারা বলতে লাগল, মুহাম্মাদ আমাদের ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এবার সে আমাদের দ্বীনে (?) ফিরে আসবে *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। অথচ তাদের এইসব কথার জওয়াব একটাই যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র হুকুমের তাবেদারী করেছেন। তাঁর হুকুমেই তিনি মদীনায় গিয়ে প্রথমে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর তাঁর হুকুমেই তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। এখানে আল্লাহ্র আনুগত্যই মুখ্য। যা প্রকৃত ঈমানদারগণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অত্র আয়াতে 'আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেই' অর্থ ক্বিয়ামত পর্যন্ত কা'বা গৃহকে মুমিনদের জন্য ক্বিবলা নির্ধারণ করা। যাতে বান্দাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন *(কুরতুবী, ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। -*মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৮/২৩৮।*

৩. সূরা তওবা ১১ ও ৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : সূরা তওবা ১১ আয়াতের অর্থ হ'ল- 'এক্ষণে যদি ওরা তওবা করে এবং ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তাহ'লে ওরা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য আয়াত সমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি' *(তওবা ৯/১১)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তওবা করা অর্থ মূর্তিপূজা থেকে ফিরে আসা *(ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, শিরক মুক্ত হওয়া এবং ইসলামের বিধানসমূহ পালন করাকে আবশ্যিক করে নেওয়া *(ফাৎহুল ক্বাদীর, তাফসীর উক্ত আয়াত)*। অর্থাৎ তারা যদি শিরক ও অন্যান্য ঘৃণ্য কাজ থেকে তওবা করে, ছালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহ'লে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। ভালো কর্মের কারণে তোমাদের জন্য যে পুরস্কার রয়েছে তাদের জন্যও তাই রয়েছে। আর মন্দ কর্মের কারণে তোমাদের জন্য যে শাস্তি রয়েছে তাদের জন্যও তাই রয়েছে।

অতঃপর সূরা তওবা ৮৪ আয়াতের অর্থ হ'ল- 'আর এদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনোই তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না।

ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা অবাধ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে' *(তওবা ৯/৮৪)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য নিম্নের হাদীছটিই যথেষ্ট। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন (মুনাফিক নেতা) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেল, তখন তার ছেলে আব্দুল্লাহ, যিনি উত্তম ছাহাবী ছিলেন, তার দাবী অনুযায়ী তার কাফন পরানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) নিজের ব্যবহৃত জামা তাকে প্রদান করেন ও জানাযা পড়তে সম্মত হন। অতঃপর তিনি জানাযায় গমনের জন্য উঠে দাঁড়ালে ওমর (রাঃ) তাঁর কাপড় টেনে ধরে বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তার জানাযার ছালাত আদায় করবেন, অথচ আল্লাহ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেননি? তখন মুচকি হেসে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'সরে যাও হে ওমর! আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। যদি আমি জানতাম ৭০ বারের অধিক মাগফেরাত কামনা *(তওবা ৯/৮০)* করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তাহ'লে আমি তার চেয়ে অধিকবার ক্ষমা চাইতাম। ওমর বললেন, সে তো মুনাফিক! অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন এবং ফিরে এলেন। এর কিছু পরেই মুনাফিকদের জানাযায় অংশগ্রহণের উপরে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, 'তাদের মধ্যে কারু মৃত্যু হ'লে কখনোই তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরে দাঁড়াবে না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরী করেছে (অর্থাৎ তাঁর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে)। আর তারা মৃত্যুবরণ করেছে পাপাচারী অবস্থায়' *(তওবা ৯/৮৪)*। আরও নাযিল হয়, 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও, দু'টিই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কখনোই তাদের ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৬)*। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আর কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি *(বুখারী হা/৪৬৭০-৭১, ৫৭৯৬)*।
-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৬৮।

৪. সূরা ইউসুফের ১০৬ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : আয়াতটির অর্থ হ'ল, 'তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ সেই সাথে শিরক করে' *(ইউসুফ ১২/১০৬)*। এর ব্যাখ্যা হ'ল, পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই সাথে

অন্যকে শরীক করে। যেমন মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে বিশ্বাস করত। আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখত। নবী ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে বিশ্বাস করত। আখেরাতে বিশ্বাস পোষণ করত। হজ্জ ও ওমরাহ করত। নিজেদের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্ত্বালিব রাখত। অথচ আল্লাহ্‌র সাথে তারা অন্যকে শরীক করত ও তাদের সুফারিশের অসীলায় আল্লাহ্‌র কাছে মুক্তি চাইত। তারা কা'বা গৃহ ত্বাওয়াফকালে শিরকী তালবিয়াহ পাঠ করত। যেমন তারা বলত, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা, ইল্লা শারীকান হুয়া লাক; তামলিকুহু ওয়া মা মালাক (আমি হাযির; তোমার কোন শরীক নেই, কেবল ঐ শরীক যা তোমার জন্য রয়েছে। তুমি যার মালিক এবং যা কিছুর সে মালিক) *(মুসলিম হা/১১৮৫; মিশকাত হা/২৫৫৪ 'ইহরাম ও তালবিয়াহ' অনুচ্ছেদ; ইবনু কাছীর, ত্বাবারী, ঐ আয়াতের তাফসীর)*। বস্তুতঃ বিগত যুগের ন্যায় বর্তমান যুগেও অধিকাংশ মুসলমান শিরকী আক্বীদা ও আমলে অভ্যস্ত। অতএব এসব থেকে তওবা করে খাঁটি মুসলিম হওয়াই কর্তব্য। -*জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৩/১৪৩।*

দো‘আ

১. শত্রুর পক্ষ থেকে ক্ষতির আশংকা থাকলে কি কি দো‘আ পাঠ করতে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ঘর হ’তে বের হওয়ার সময় পড়বে ‘বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু ‘আলাল্লা-হি লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাবিল্লা-হ’। অর্থাৎ ‘আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত’ *(তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪৩)*।

অতঃপর পড়বে ‘আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ‘আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম’। ‘হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে শত্রুদের মুকাবিলায় পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্টসমূহ হ’তে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ *(আহমাদ হা/১৯৭৩৫; আবুদাঊদ হা/১৫৩৭; মিশকাত হা/২৪৪১ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৮৭)*। নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন গোত্রের ভয় করতেন, তখন উপরোক্ত দো‘আটি পড়তেন।

এছাড়া আরো পড়বে- *‘আ‘ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব’* আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টকারিতা হ’তে পানাহ চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘এই দো‘আ পাঠ করলে, ঐ স্থান হ’তে প্রস্থান করা পর্যন্ত তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করবে না’। *(মুসলিম হা/২৭০৮; মিশকাত হা/২৪২২)*। *-অক্টোবর’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৩৮।*

২. ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে আমি এবং আমার পরিবার উদাসীন। এক্ষণে নিজেদেরকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের কোন দো‘আ বা নিয়মিত আমল আছে কি?

উত্তর : এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আল্লাহভীতি এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তি। যে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি দুনিয়ায় এসেছেন এবং যাঁর ইচ্ছায় আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন, তাঁর হুকুম পালন না করে মৃত্যুবরণ করলে পরিণামে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা বারবার স্মরণ করুন। জীবন্ত মানুষের পুড়ন্ত অবস্থা মনের চোখ দিয়ে দেখুন। দুনিয়ার চাকচিক্য সাময়িক। কিন্তু আখেরাত চিরস্থায়ী। তাই নশ্বর দুনিয়ার আকর্ষণে অবিনশ্বর আখেরাত থেকে উদাসীন

হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আপনি আল্লাহ্র নামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিন যে, পরকালে চিরস্থায়ী শান্তির জন্য আমি ইহকালে সবকিছু করব। এজন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চান। দেখবেন সত্বর আপনি ফল পাবেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আমলগুলি করুন।- (১) আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করুন *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। (২) সকল ইবাদত খুশূ-খুযূ সহকারে আদায় করুন *(বুখারী হা/৫০)* (৩) বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করুন *(তিরমিযী হা/২৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৮; মিশকাত হা/১৬০৭)* (৪) গুনাহ থেকে দূরে থাকুন *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৪১; মিশকাত হা/২৩৪২)* (৫) অল্পে তুষ্ট থাকুন। কারণ অধিক ধন-সম্পদের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে গাফেল করে দেয় *(তাকাছুর ১০২/১)* (৬) অধিক হারে নফল ইবাদত করুন *(বুখারী হা/৬৫০২)*। যেমন তাহাজ্জুদের ছালাত, প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে নফল ছিয়াম ইত্যাদি।

এছাড়া নিম্নোক্ত দো'আটি নিয়মিতভাবে পাঠ করবেন। *'ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূবে ছাব্বিত ক্বালবী 'আলা দ্বীনিকা, আল্লা-হুম্মা মুছারিরফাল কুলূবে ছাররিফ কুলূবানা 'আলা ত্বোয়া-'আতিকা'*। অর্থাৎ 'হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপরে দৃঢ় রাখ'। 'হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমাদের অন্তর সমূহকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও' *(তিরমিযী হা/২১৪০; মুসলিম হা/২৬৫৪; মিশকাত হা/১০২)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯৯।*

৩. কারো বিরুদ্ধে বদদো'আ করা জায়েয কি?

উত্তর : কোন মানুষের বিরুদ্ধে বদদো'আ করা মুমিনের স্বভাব নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী, ভর্ৎসনাকারী, লা'নতকারী, অশ্লীলভাষী ও বদ-স্বভাবের হ'তে পারে না' *(তিরমিযী হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৪৮৪৭)*। তিনি বলেন, আমি লা'নতকারী হিসাবে প্রেরিত হইনি। বরং রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি' *(মুসলিম হা/২৫৯৯; মিশকাত হা/৫৮১২)*। এছাড়া তিনি ব্যক্তি স্বার্থে কখনো কারো প্রতিশোধ নিতেন না *(বুখারী হা/৩৫৬০)*। তবে দ্বীনী ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বদদো'আর আশ্রয় নেওয়ায় কোন বাধা নেই। ইরানের বাদশাহ পারভেয কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত রাসূল (ছাঃ) প্রেরিত পত্র ছিঁড়ে

ফেলার খবর শুনে তিনি তার বিরুদ্ধে বদদো'আ করেছিলেন *(আহমাদ হা/১৫৬৯৩; ছহীহাহ হা/১৪২৯)*। ৭০ জন ছাহাবীকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যাকারী রে'ল ও যাকওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে বদদো'আ করে তিনি একমাস যাবৎ কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেছেন *(বুখারী হা/২৮০১)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৯/১৩৯।*

৪. বাড়ীতে প্রবেশের দো'আ হিসাবে বর্ণিত 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই' দো'আটি কি ছহীহ?

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৫০৯৬; মিশকাত হা/২৪৪৪)*। আলবানী (রহঃ) প্রথমে এ হাদীছটিকে ছহীহ বললেও *(ছহীহাহ হা/২২৫, ছহীহুল জামে' হা/৮৩৯)* পরবর্তীতে তাঁর নিকটে স্পষ্ট হয় যে, হাদীছটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে শুরাইহ বিন ওবায়েদ ও আবু মালেক আশ'আরীর মধ্যে ইনক্বিতা' রয়েছে। সেকারণ পরবর্তীতে তিনি হাদীছটি যঈফ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন *(তারাজু'আতে আলবানী হা/২১; যঈফাহ হা/৫৮৩২)*। অতএব কেবল 'বিসমিল্লাহ' বলে বাড়িতে প্রবেশ করবে এবং সালাম দিবে *(নূর ২৪/৬১; ইমাম নববী, আল-আযকার ১/২৩)*। আর বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলবে, *'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' (তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪২)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৩/১৮৩।*

৫. কোন অনুষ্ঠান বা সম্মেলনের শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে কি?

উত্তর : কোন অনুষ্ঠান বা সম্মেলন শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এভাবে দো'আ করা বিদ'আত *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩২-৩৩ পৃ.)*। বরং এসময় মজলিস ভঙ্গের শরী'আত নির্দেশিত দো'আটি পাঠ করবে *(তিরমিযী হা/৩৪৩৩; মিশকাত হা/২৪৩৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩০০ পৃ.)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৪/১৮৪।*

৬. পরপর দু'বার গর্ভে সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। তৃতীয়বার যেন এরূপ না হয় সেজন্য শ্বাশুড়ী তাবীয দিয়েছেন। এক্ষণে আমার করণীয় কি? আর সন্তান হারানোর কারণে কি আমার পরকালীন কোন পুরস্কার আছে?

উত্তর : তাবীয ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় শিরক *(আহমাদ হা/১৬৯৬৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। আর আল্লাহ তা'আলা শিরকের গুনাহ মাফ করেন না *(নিসা ৪/৪৮)*। অতএব তাবীয ফেলে দিয়ে আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে সন্তান লাভের জন্য যাকারিয়া (আঃ) কর্তৃক পঠিত দো'আ নিয়মিতভাবে পাঠ করতে হবে। (১) রব্বি লা তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারিছীন (হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে (সন্তানহীনভাবে) একাকী ছেড়ে দিয়ো না। আর তুমিই তো সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী'- *আম্বিয়া ২১/৮৯*) (২) রব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা যুররিইয়াতান ত্বাইয়েবা (হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হ'তে একটি পূত-চরিত্র সন্তান দাও- *আলে ইমরান ৩/৩৮*)।

সন্তান হারানোর পর আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকলে প্রভূত নেকীর হকদার হবেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে নিলে? তারা উত্তর দিবে, হ্যাঁ প্রভু! তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তার অন্তরের ধনকে কেড়ে নিলে? তারা বলবে, হ্যাঁ প্রভু! তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করবেন, এতে আমার বান্দা কি বলল? তারা বলবে, তখন সে আপনার প্রশংসা করল এবং ইন্নালিল্লাহ বলল। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী কর এবং তার নাম দাও 'বায়তুল হাম্‌দ' *(তিরমিযী হা/১০২১; মিশকাত হা/১৭৩৬; ছহীহাহ হা/১৪০৮)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৫/২৩৫।*

৭. পিতা সন্তানের কোন অপরাধ প্রকাশ্যে ক্ষমা করে দেওয়ার পরেও তার বিরুদ্ধে 'আল্লাহ তুমি তাকে জাহান্নামে দাও এবং দুনিয়াতে ধ্বংস করে দাও' বলে বদ দো'আ করেন। এরূপ বদদো'আ কবুল হবে কি?

উত্তর : সন্তানের বিরুদ্ধে বদদো'আ করা জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধ করে বলেন, 'তোমরা নিজেদের জন্য বদদো'আ করো না, নিজ সন্তানদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করো না এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে বদদো'আ করো না। যাতে তোমরা এমন এক সময়ে পৌঁছে না যাও, যে সময় দো'আ করা হ'লে তা তোমাদের জন্য কবুল করা হয় *(মুসলিম*

হা/৩০০৯; মিশকাত হা/২২২৯)। অর্থাৎ এর ফলে বদদো‘আ কবুল হয়ে যেতে পারে।

উপরন্তু কারো জন্য জাহান্নাম কামনা করা, ধ্বংস কামনা করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যদিকে সন্তানের জন্য আবশ্যক হবে যেকোন মূল্যে পিতার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ও তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। কারণ আল্লাহ্র পরে পিতা-মাতা সন্তানের নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার হকদার *(লোকমান ৩১/১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি *(তিরমিযী হা/১৮৯৯; ছহীহাহ হা/৫১৬; মিশকাত হা/৪৯২৭)*। তবে শিরক-বিদ‘আত ও শরী‘আত বিরোধী কোন কাজে পিতা-মাতার আনুগত্য করা অপরিহার্য নয় *(লোকমান ৩১/১৫)*। *-এপ্রিল’১৬, প্রশ্নোত্তর ৬/২৪৬।*

৮. কারো হেদায়াত কামনার জন্য বিশেষ কোন দো‘আ আছে কি?

উত্তর : হেদায়াতের জন্য বিশেষ দো‘আর প্রমাণ আছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মুশরিক মাতার হেদায়াতের জন্য পাঠ করেছিলেন, اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ‘হে আল্লাহ! তুমি আবু হুরায়রার মাকে হেদায়াত কর’ *(মুসলিম হা/২৪৯১, মিশকাত হা/৫৮৯৫)*। তিনি দাওস গোত্রের জন্য হেদায়াতের দো‘আ করে বলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি দাওস কওমকে সুপথ প্রদর্শন কর এবং তাদেরকে (মুসলমান করে) নিয়ে এসো’ *(বুখারী হা/২৯৩৭; মুসলিম হা/২৫২৪)*। এছাড়া তিনি মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর জন্য দো‘আ করেছিলেন, اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ ‘হে আল্লাহ! তুমি তাকে পথ প্রদর্শক ও হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং তার দ্বারা অন্যদের হেদায়াত দান কর’ *(তিরমিযী হা/৩৮৪২; মিশকাত হা/৬২৩৫; ছহীহাহ হা/১৯৬৯)*। অতএব যেকোন মুমিন যেকোন মুমিনের জন্য নিজ ভাষাতেই হেদায়াতের দো‘আ করতে পারেন। *-এপ্রিল’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৮/২৫৮।*

৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসীলায় দো‘আ করা যাবে কি? এ ব্যাপারে কোন দলীল আছে কি?

উত্তর : মৃত্যুর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসীলায় দো‘আ করা বা কোন বিপদে তাঁর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মৃত্যুর

পরে কেউ কারু কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ বলেন, ‘তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত’ *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। আনাস (রাঃ) বলেন, যখনই অনাবৃষ্টি হ’ত, তখনই ওমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। অতঃপর বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর মাধ্যমে বৃষ্টি চাইতাম। আর তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তোমার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাদের বৃষ্টি দাও! অতঃপর বৃষ্টি হ’ত *(বুখারী হা/১০১০; মিশকাত হা/১৫০৯)*। এতে বুঝা যায় যে, জীবিত ব্যক্তি অন্য কোন পুণ্যবান জীবিত ব্যক্তির মাধ্যমে দো‘আ করতে পারে। কিন্তু কোন মৃত ব্যক্তির অসীলায় নয়। তাছাড়া যে রাসূল স্বীয় জীবদ্দশায় নিজের কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখেন না, মৃত্যুর পরে তাঁর পক্ষে অন্যের উপকার করা কিভাবে সম্ভব? তাহ’লে তো তিনি জামাতা আলী এবং নাতি হাসান ও হোসাইনকে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারতেন। মূলতঃ কিছু যঈফ ও জাল বর্ণনা দ্বারা ছূফীরা অসীলা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে মাত্র *(দ্রঃ আলবানী, আত-তাওয়াসসুল পৃ. ১০১-০৩)*। *-মে’১৬, প্রশ্নোত্তর ৮/২৮৮।*

১০. বজ্রপাতের সময় কোন দো‘আ আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ। এ মর্মে দো‘আ আছে। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) যখন বজ্রের আওয়াজ শুনতেন, তখন কথা-বার্তা ছেড়ে দিয়ে নিম্নের দো‘আটি পাঠ করতেন। (‘সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা‘দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহ’) ‘মহা পবিত্র সেই সত্তা, যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে’ *(রা‘দ ১৩/১৩)*। অতঃপর বলতেন এটা পৃথিবীবাসীর জন্য কঠিন ধমকি স্বরূপ *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭২; মিশকাত হা/১৫২২, ‘ছালাত’ অধ্যায়)*। *-জুলাই’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৩/৩৭৩।*

১১. ‘সাইয়েদ’ আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত কি? যদি হয় তবে ইয়া সাইয়েদী বলে দো‘আ করা যাবে কি?

উত্তর : সরাসরি এটি আল্লাহ্র গুণবাচক নাম হিসাবে হাদীছে না আসলেও রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ এ নামে আল্লাহকে সম্বোধন করেছেন। আব্দুর রহমান ইবনু শিখখীর (রাঃ) বলেন, আমরা বনু ‘আমের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি আমাদের সাইয়েদ!

তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সাইয়েদ হ'লেন আল্লাহ *(আবুদাঊদ হা/৪৮০৬; মিশকাত হা/৪৯০০)*। খাত্ত্বাবী বলেন, 'আল্লাহ নেতা' অর্থ নেতৃত্বের উৎস হ'লেন আল্লাহ। আর সকল সৃষ্টি হ'ল তাঁর দাস *(যাদুল মা'আদ ৩/৫২৭-টীকা)*।

যেহেতু এটা সরাসরি গুণবাচক নাম হিসাবে বর্ণিত হয়নি তাই কোন কোন বিদ্বান সাইয়েদী বলে দো'আ করাকে অপসন্দনীয় বলেছেন। অতএব আল্লাহকে 'সাইয়েদ' না বলে 'রব' বলে দো'আ করাই উত্তম *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/২০৭)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৯/৪২৯।*

১২. ইসমে আ'যম সহ দো'আ করার পদ্ধতি কি?

উত্তর : ছালাতের শেষ বৈঠকে বা সালাম ফিরানোর পর 'ইসমে আ'যম' সহ নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করতে হয়। *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারু থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই)। জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭, আবুদাঊদ হা/১৪৯৩; 'আওনুল মা'বূদ হা/১৪৮২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। অতঃপর হৃদয়ের কামনা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করতে হবে। এছাড়া নিম্নের দো'আটি রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ সময় পড়তেন। *আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'*। (হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও) *(বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; বাক্বারাহ ২/২০১; মিশকাত হা/২৪৮৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৯৮-৯৯ পৃ.)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/৪৩৬।*

অর্থনীতি

১. মৌসুমে ইট আগাম কিনে রেখে অন্য সময়ে তা বেশী দামে বিক্রয় করা এবং খাদ্যদ্রব্য যেমন ধান-চাল, আলু- পিঁয়াজ ইত্যাদি স্টক রেখে পরে তা বিক্রয় করা যাবে কি? এছাড়া মাছ চাষের সময় টাকা বিনিয়োগ করে পরে মাছ বিক্রয়ের সময় মণপ্রতি কিছু টাকা লাভ নেওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : ইট খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এতে ইহতিকার হয় না। বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করাই হ'ল 'ইহতেকার', যা হারাম। মা'মার (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বেশী দামের আশায় সম্পদ জমা রাখে সে গুনাহগার' *(মুসলিম হা/১৬০৫, আবুদাঊদ হা/৩৪৪৭)*। ইমাম নববী বলেন, 'ইহতেকার' কেবল খাদ্যবস্তুর জন্য খাছ। অন্য সম্পদের বেলায় নয়' *(ঐ, শরহ নববী)*। তবে সাধারণভাবে উৎপাদনের মৌসুমে হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে অন্য মৌসুমে প্রচলিত বাজার মূল্যে বিক্রয় করায় কোন দোষ নেই। কেননা খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে তা জায়েয *(আওনুল মা'বূদ ৫/২২৬-২২৮ পৃ., 'ইহতেকার নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; নায়ল, ৫/২২২ পৃ., 'ইহতেকার' অনুচ্ছেদ)*।

আর মাছ চাষের ক্ষেত্রে যদি 'মুযারাবা' পদ্ধতিতে একজনের অর্থে অপরজন ব্যবসা করে এবং লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হয়, তবে তা জায়েয *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ, নায়ল হা/২৩৩৪-৩৫)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১/১।*

২. কম্পিউটার বিক্রয়ের ব্যবসা করা যাবে কি? অধিকাংশ মানুষ যে এর মাধ্যমে মন্দ কাজ করছে সে হিসাবে টিভি-মোবাইলের ন্যায় এর ব্যবসাও হারাম হবে কি?

উত্তর : কম্পিউটার-টিভি-মোবাইল কোনটিই প্রকৃতিগতভাবে হারাম নয়। এর প্রত্যেকটিরই ভালো ও মন্দ দু'টি দিক আছে। মুমিন ভালোটি গ্রহণ করবে ও খারাপটি পরিত্যাগ করবে। তবে বর্তমান সমাজের সার্বিক পরিস্থিতি মানুষকে সর্বদা পাপের দিকে প্ররোচিত করছে। ফলে এসব ইলেক্ট্রিক ডিভাইস অনেক মানুষ পাপের কাজে ব্যবহার করছে। তাই এসব ব্যবসা থেকে দূরে থেকে এমন ব্যবসা করা উত্তম, যাকে মানুষ কোন পাপের কাজে ব্যবহার করার

সুযোগ না পায়। আর এসবের ব্যবসা করলেও ক্রেতাদেরকে ইসলামী বিধি-বিধান অনুসরণের এবং সকল প্রকার অন্যায় হ'তে দূরে থাকার আহ্বান জানাতে হবে *(নাহল ১৬/১২৫)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৩/১৩৩।*

৩. কোন মাদরাসার মূল ফাণ্ড থেকে ঋণ নেয়া বৈধ হবে কি? কেউ কেউ বলেন, ফাণ্ডের মালিকানা যৌথ হওয়ার কারণে তা থেকে ঋণ নেয়া বৈধ নয়। এর সঠিক সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : মাদরাসার ফাণ্ডের ব্যাপারে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে কর্যে হাসানাহ দিলে তাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। এক্ষেত্রে তারা কোন অন্যায়ের আশ্রয় নিলে তারাই গোনাহগার হবে, দাতাদের নেকীতে কোন ঘাটতি হবে না। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩০/১৯০।*

৪. জনৈক মৃত ব্যক্তির পরিবার তার রেখে যাওয়া ইসলামী ব্যাংকের ফিক্সড ডিপোজিট থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে অতি কষ্টে জীবন যাপন করে। তারা নিজেরাই যাকাত পাওয়ার হকদার। এক্ষণে তাদের ডিপোজিটকৃত মূল টাকা থেকে যাকাত বের করতে হবে কি?

উত্তর : প্রথমতঃ কোন ব্যাংকেই টাকা রেখে লভ্যাংশ ভোগ করা যাবে না। কারণ উক্ত লভ্যাংশ সূদের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ জমাকৃত সম্পদ নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত বের করা আবশ্যক। দরিদ্রতা এর জন্য বাধা নয়। অতএব আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে উক্ত টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে কোন হালাল ব্যবসা সম্ভব হ'লে নিজে করবে অথবা সেখানে বিনিয়োগ করবে। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৭/২৩৭।*

৫. মাশরূমের চাষাবাদ ও ব্যবসা করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? দলীলসহ জানতে চাই।

উত্তর : মাশরূমের ব্যবসা করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। কারণ মাশরূম হালাল বস্তু *(বিস্তারিত দ্রঃ ডঃ ইকতেদার হোসেন ফারুকী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ, ই,ফা,বা ২০০৮, পৃ. ১৩-২০)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৮/২৪৮।*

৬. মানুষকে সূদমুক্ত করযে হাসানাহ দেওয়ার ফযীলত কি?

উত্তর : করযে হাসানাহ প্রদানের গুরুত্ব অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছাদাক্বার নেকী ১০ গুণ। আর করযে হাসানাহ্র নেকী ১৮ গুণ' *(বায়হাক্বী,*

শো'আব হা/৩২৮৬; ছহীহাহ হা/৩৪০৭)। তিনি বলেন, কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে দু'বার কর্য দিলে সে সেই পরিমাণ মাল একবার ছাদাক্বা করার সমান ছওয়াব পায়' *(ইবনু মাজাহ হা/২৪৩০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯০১)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি এই কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ মওকূফ করে দেয়' *(মুসলিম হা/১৫৬৩; মিশকাত হা/২৯০২)*। মনে রাখা আবশ্যক যে, এসব ঋণদান কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে সূদমুক্ত হ'তে হবে। নইলে নেকী অর্জনের বদলে পাপ অর্জিত হবে। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ১/২৮১।*

৭. আমি পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট রেখে তা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে যাকাত দিয়েছি এবং বাকী অংশ দান করেছি। এক্ষণে আমার যাকাত কবুলযোগ্য হবে কি? না মূল টাকা থেকে যাকাত বের করতে হবে?

উত্তর : গৃহীত লভ্যাংশ সূদমুক্ত না হওয়ায় উক্ত যাকাত কবুলযোগ্য হবে না। বরং মূল অর্থ হ'তে যাকাত দিতে হবে। কারণ বর্তমানে প্রচলিত কোন ব্যাংকই পুরোপুরি সূদমুক্ত নয়। বরং সন্দেহযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখবে। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল *(বুখারী হা/৫২; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২)*। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না' *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে কেবল সংরক্ষণের জন্য, লভ্যাংশ ভোগ করার জন্য নয়। লভ্যাংশ নিয়ে তা জনকল্যাণে দান করে দিতে হবে। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৯/৩০৯।*

৮. আমি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী। কিন্তু রেস্টুরেন্টের খাবারে ভিনেগার মিশাতে হয়। শুনেছি এতে ১৪% এ্যালকোহল আছে। এক্ষণে আমার ভিনেগার ব্যবহার জায়েয হবে কি?

উত্তর : ভিনেগার বা সিরকায় ব্যবহৃত উপাদান মদের পর্যায়ভুক্ত নয়। এটি আপেল, খেজুর, টমেটো, নারিকেল, চাউল, গম প্রভৃতি ফলমূল থেকে তৈরী

করা হয়। রাসূল (ছাঃ) সিরকাকে উত্তম তরকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন *(মুসলিম হা/২০৫১-৫২; মিশকাত হা/৪১৮৩)*। আর মদ থেকে যে সিরকা তৈরী হয়, তা নিষিদ্ধ *(তিরমিযী হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৩৬৪৯)*। সুতরাং ফলমূল থেকে প্রস্তুতকৃত ভিনেগার খাদ্যে ব্যবহারে কোন বাধা নেই। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩০/৩১০।*

৯. বৃক্ষরোপণ করা নেকীর কাজ এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া। এক্ষণে কেউ যদি গাছ কাটাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে, তবে সে কি গুনাহগার হবে?

উত্তর : বৃক্ষরোপণ করা নেকীর কাজ এবং ছাদাক্বায়ে জারিয়া *(বুখারী হা/২৩২০; মুসলিম হা/১৫৫২; মিশকাত হা/১৯০০)* হ'লেও প্রয়োজনে তা কর্তন করায় কোন বাধা নেই *(বুখারী হা/২৩২৬)*। কারণ আল্লাহ তা'আলা সব কিছু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। অতএব কাঠ কেটে ফার্ণিচার বানানোর কাজ পেশা হিসাবে গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই। তবে অপ্রয়োজনে গাছ কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৫/৯)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৫৩।*

১০. ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিচিতি, ক্রেতা আকর্ষণ ইত্যাদি কারণে একই পণ্য একজনের নিকটে বেশী, অপরজনের নিকটে কম মূল্য নেওয়া হয়। এটা শরী'আত সম্মত কি?

উত্তর : ক্রেতা ভেদে এরূপ করায় কোন দোষ নেই। এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার সন্তুষ্টিকে ক্রয়-বিক্রয়ের মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে *(নিসা ৪/২৯)*। একবার ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে সকল পণ্যের মূল্য নির্ধারণের দাবী জানালে তিনি তা করেননি *(তিরমিযী হা/১৩১৪; আবুদাঊদ হা/৩৪৫১; মিশকাত হা/২৮৯৪)*। এ হাদীছ প্রমাণ করে যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে লাভ করার ক্ষেত্রে কমবেশী করতে পারে। তবে এটা কপট উদ্দেশ্যে হ'লে এবং বাজার মূল্য অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে হ'লে জায়েয হবে না। যেভাবে আজকাল ব্যবসায়ীরা সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে করছে। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৩১৯।*

১১. আমি আমার ভাইয়ের নিকট থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে চাষাবাদের জন্য তাকে এক বৎসরের জন্য এক বিঘা জমি দিয়েছি। সে এক বৎসর পর

জমি ফিরিয়ে দিবে এবং আমি তার টাকা ফিরিয়ে দিব। এভাবে লেনদেন কি শরী'আত সম্মত?

উত্তর : এভাবে টাকা দিয়ে জমি গ্রহণ করাকে বন্ধক বলা হয়। আর বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী জমি ভোগ করতে পারবে না। এটা পরিষ্কার সূদ। এভাবে জমি নিলে চাষের খরচ ব্যতীত বাকী শস্য মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। কারণ এটা একটা কর্য। আর কর্যের বিনিময়ে লাভ ভোগ করা যায় না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ঋণের বিনিময়ে লাভ করা হয়, তা সূদ *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ১০/৩৩০।*

১২. জনৈক ব্যক্তি সূদের সাথে জড়িত ছিল। বর্তমানে সে তওবা করেছে। কিন্তু সে উক্ত সূদের টাকার উপরেই জীবিকা নির্বাহ করছে। এমতাবস্থায় তার রূযী কি হালাল হবে?

উত্তর : মূল সম্পদ রেখে দিয়ে সূদের মাধ্যমে অর্জিত ও জমাকৃত সম্পদ সাধ্যমত হিসাব করে পৃথক করতে হবে এবং নেকীর প্রত্যাশা ব্যতীত তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দিতে হবে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৬৭; হাকেম হা/১৪৪০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৮০)*। হিসাবে অনিচ্ছাকৃত কমবেশীতে দোষ নেই। কারণ আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না...' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। অতঃপর অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। এতেই রূযী হালাল হবে এবং তাতে আল্লাহ বরকত দান করবেন ইনশাআল্লাহ। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৪/১৭৪।*

১৩. মোবাইল, টেলিভিশন, সাউণ্ডবক্স ইত্যাদি মেরামত করা জায়েয কি? এসব গান-বাজনা ও সিনেমা দেখার কাজে ব্যবহার করা হয় তা জানা সত্ত্বেও মেরামত করা যাবে কি?

উত্তর : এগুলির ব্যবসা ও মেরামত করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। কারণ এগুলি বৈধ-অবৈধ উভয় কাজেই ব্যবহার হয়। সুতরাং এর অবৈধ ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী দায়ী হবে, মেরামতকারী নয়। আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৩/৩৩৩।*

১৪. চীনের 'তিয়ানশি' কোম্পানী বাংলাদেশে MLM সিস্টেমে যে ব্যবসা করছে তাতে শরীক হওয়া আমাদের জন্য বৈধ হবে কি?

উত্তর : এম, এল, এম সিস্টেমে সকল প্রকার ব্যবসা নিষিদ্ধ। পিরামিড স্কীম, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা এমএলএম যে নামেই হোক না কেন এ ধরনের সকল প্রকার লেনদেন প্রতারণামূলক। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল, কোম্পানীর জন্য নতুন নতুন সদস্য সৃষ্টির মাধ্যমে কমিশন লাভ করা, পণ্যটি বিক্রি করে লভ্যাংশ গ্রহণ করা নয়। এ কারবার থেকে বহুগুণ কমিশন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়। স্বল্পমূল্যের একটি পণ্যের বিনিময়ে এরূপ অস্বাভাবিক লাভ যে কোন মানুষকে প্ররোচিত করবে। আর এতে ক্রেতা-পরিবেশকদের মাধ্যমে কোম্পানী এক বিরাট লাভের দেখা পাবে। মূলতঃ পণ্যটি হ'ল কোম্পানীর কমিশন ও লাভের হাতিয়ার মাত্র। এক্ষণে যেসব কারণে এ ধরনের ব্যবসা (!) হারাম তা হ'ল (১) সূদ (২) প্রতারণা (৩) বাতিলপন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ (৪) ধোঁকা, শঠতা ও অস্পষ্টতা *(দ্রঃ লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ২২৯৩৫। তাং ১৪/০৩/১৪২৫ হি.)*। অতএব এসব ব্যবসা থেকে দূরে থাকা জান্নাত পিয়াসী মুমিনের জন্য আবশ্যক *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক, ১২তম বর্ষ, ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ২/৮২; প্রবন্ধ 'প্রতারণার অপর নাম জিজিএন' অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৬/৩৪৬।*

১৫. বিভিন্ন ব্যাংকে বিভিন্ন মেয়াদী ডি.পি.এস একাউন্ট খোলার সুযোগ রয়েছে। এসব একাউন্ট খোলা যাবে কি? এখানে জমাকৃত টাকা নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর : দেশের কোন ব্যাংকেরই কার্যক্রম শতভাগ সূদমুক্ত নয়। তাই ব্যাংকে ডি.পি.এস খোলা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে যে কোন একাউন্টে হৌক বা অন্য কোথাও হৌক তাতে নিজস্ব মালিকানা সাব্যস্ত থাকলে এবং সেখানে নিছাব পরিমাণ অর্থ এক বছর সঞ্চিত থাকলে তা থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আবুদাঊদ হা/১৫৭৩; মিশকাত হা/১৭৯৯)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৫/৪০৫।*

১৬. মসজিদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক বিঘা জমি নেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ হাযার টাকার বিনিময়ে। যতদিন টাকা পরিশোধ না হবে ততদিন কর্তৃপক্ষ উক্ত জমি অন্যের কাছে লীজ দিয়ে লাভবান হচ্ছে। এরূপ লেনদেন কি বৈধ?

উত্তর : টাকার বিনিময়ে জমি কট বা বন্ধক নিয়ে সেই জমি থেকে উপকৃত হওয়া সূদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ঋণের বিনিময়ে লাভ

করা হয়, তা সূদ *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১০৭১৫; ইরওয়া হা/১৩৯৭, সনদ ছহীহ)*। কট-কবলা বা বন্ধকী প্রথা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা তাতে বন্ধকী বস্তু থেকে লাভ করা হয়, যা সূদ। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৭/৪০৭।*

১৭. প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে প্রদত্ত সূদ গ্রহণ করা যাবে কি? করা না গেলে তা মা, বোন, স্ত্রী, ভাইকে দান করা যাবে কি? পেনশন ও ডিপিএস ফাণ্ডের মূল টাকা উত্তোলনের সময় বাধ্যগতভাবে ঘুষ দিতে হয়। এক্ষণে সূদ থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে উক্ত ঘুষ দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারিত বেতনের যে অংশ প্রতি মাসে কেটে নেওয়া হয়, চাকুরী শেষে শুধু সেই অর্থই গ্রহণ করা জায়েয হবে। আর সূদের অংশটি আলাদা করে নেকীর আশা ব্যতীত জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। ভাই-বোন দরিদ্র হ'লে তাদেরকেও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মা ও স্ত্রীর খরচ বহন করা নিজের মৌলিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী হা/৫৩৫৫; মুসলিম হা/১০৩৪; মিশকাত হা/১৯২৯)*। সুতরাং তাদেরকে দেওয়ার সুযোগ নেই। আর বাধ্যগত অবস্থায় এবং এরূপ বৈধ অধিকার আদায়ের জন্য সূদের টাকা হ'তে ঘুষ দেওয়া যেতে পারে *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। তবে এজন্য ঘুষ গ্রহীতা দায়ী হবে। আল্লাহ এদের লা'নত করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ১০/৪১০।*

১৮. সরকারী চাকুরীতে বাধ্যতামূলকভাবে জিপি ফাণ্ডে বেতনের একটি অংশ জমা করতে হয় এবং প্রতিবছর সরকার জমাকৃত টাকার সাথে ১২.৫% হারে জমা করে। এক্ষণে সরকার প্রদত্ত অংশটি কি সূদ হিসাবে গণ্য হবে?

উত্তর : জিপি ফাণ্ডে জমাকৃত টাকার অতিরিক্ত অংশটি সূদ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা সরকার বাৎসরিক জমাকৃত টাকার উপরে চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ হিসাবে প্রদান করে থাকে। অতএব সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারিত বেতনের যে অংশ প্রতি মাসে কেটে নেওয়া হয়, চাকুরী শেষে সেটুকু ব্যতীত অতিরিক্ত গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তবে অতিরিক্ত এ অংশটি আলাদা করে নেকীর আশা ব্যতীত সমাজকল্যাণে ব্যয় করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হারাম রূযী দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বায়হাক্বী শো'আব হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/৫০।*

১৯. আমার ভাই সূদী ব্যাংকে চাকুরী করে। এক্ষণে আমার মা তার নিকট থেকে আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে কি?

উত্তর : নিরুপায় অবস্থায় গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে হারাম অর্থ উপার্জনকারী সন্তানের জন্য উক্ত সম্পদ হারাম হ'লেও মায়ের জন্য তা সরাসরি হারাম নয়। কেননা একজনের পাপ অন্যে বহন করবে না *(হাকেম হা/৭০৫৩; ছহীহাহ হা/২১৮৬)*। আর পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের ব্যাপারে সন্তান দায়িত্বশীল *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; মিশকাত হা/৩৩৫৪; ছহীহাহ হা/২৪১৪)*। মায়ের জন্য সন্তানকে এরূপ হারাম উপার্জন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'লোকেরা অন্যায় হ'তে দেখলে এবং তার প্রতিরোধ না করলে আমার আশংকা হয় যে, তাদের সকলকে আল্লাহ তার ব্যাপক শাস্তিতে শামিল করবেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫; আহমাদ হা/৩০; মিশকাত হা/৫১৪২, সনদ ছহীহ)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৫/৪২৫।*

২০. সূদী অর্থ সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়। এক্ষণে এ উদ্দেশ্যে পিতার জমাকৃত টাকা নতুনভাবে ব্যাংকে রেখে লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ বাধ্যগত অবস্থায় ব্যাংকে টাকা রাখার কারণে প্রাপ্ত সূদ থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যেই প্রাপ্ত লভ্যাংশ সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় করার অনুমতি রয়েছে। যার মাধ্যমে নেকী অর্জনের কোন সুযোগ নেই। এক্ষণে ইচ্ছাকৃতভাবে সমাজকল্যাণে ব্যয় করার লক্ষ্যে ব্যাংকে রেখে সূদ গ্রহণ করলে গুনাহগার হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ 'যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ জমা করল, অতঃপর তা দিয়ে ছাদাক্বা করল। তার জন্য কোন নেকী নেই। বরং এর গোনাহ তার উপরেই বর্তাবে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৬৭; হাকেম হা/১৪৪০; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৮০)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৯/৮৯।*

২১. সরকারী চাকুরীর বয়স কম হওয়ায় ভবিষ্যতে চাকুরীর সময়কাল বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য সার্টিফিকেটে বয়স কম দেখানোয় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? অনিচ্ছাকৃত বা না জানার কারণে এরূপ হয়ে গেলে তার জন্য করণীয় কি?

Contents

উত্তর : এরূপ কাজ শরী'আত সম্মত নয়। কারণ এটি মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত, যা নিঃসন্দেহে হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*। এক্ষণে এরূপ কাজ করে থাকলে এবং তা পরিবর্তন করা অসম্ভব হ'লে, এজন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫৯।*

২২. আমি রফতানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (বেপজা)-এ চাকুরী করি। এখানে সব কাজ ঠিকাদারের মাধ্যমে করানো হয়। কাজ দেওয়ার সময় ঠিকাদার আমাকে প্রতিদান স্বরূপ কিছু উপঢৌকন দিতে চায়। এটা গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর : এ ধরনের উপঢৌকন নেওয়া যাবে না। উক্ত অর্থ একদিকে ঘুষ গ্রহণ অন্যদিকে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার প্রতি লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮০; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন আমরা কাউকে কোন কাজে নিয়োগ করি, তখন তাকে ভাতা প্রদান করি। অতএব সে এর অতিরিক্ত যা গ্রহণ করবে সেটা খেয়ানত হবে *(আবুদাঊদ হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/৩৭৪৮)*। অতএব উক্ত অর্থ গ্রহণ করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২/১২২।*

২৩. আমি শুনেছি ঋণের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আমি অনেক টাকা ঋণী হয়ে আছি, যা পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ আমার নেই। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

উত্তর : এরূপ ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। কারণ ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজ নেকী থেকে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ 'আদব' অধ্যায়)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়' *(তিরমিযী হা/১০৭৮; মিশকাত হা/২৯১৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৭৯)*। সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকটে ঋণমুক্তির জন্য দো'আ করতে হবে '*আল্লা-হুম্মাক্ফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্নিনী বিফায্লিকা 'আম্মান সিওয়া-কা'।* অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট কর এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন কর!

রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন' *(তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯; ছহীহাহ হা/২৬৬)*।

কোনভাবেই সম্ভব না হ'লে সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, সংগঠন বা সরকার তার ঋণমুক্তির ব্যবস্থা করবে। আর একারণেই শরী'আতে যাকাতের ৮টি খাতের একটি খাত হিসাবে ঋণমুক্তিকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অথবা ঋণদাতার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং ঋণদাতার উচিত হবে সত্যিকারের অক্ষম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া। কেননা আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ মাফ করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন' *(মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় ছায়ায় ছায়া দান করবেন' *(মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৪)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৪৩৪।*

২৪. আমি একটি কোম্পানীতে চাকুরী করি। আমাকে আয়ের উপর বাধ্যতামূলকভাবে কর দিতে হয়। কিন্তু আমি যদি তা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করি তাহ'লে প্রতি লাখে পনের হাযার টাকা কর মওকুফ পাওয়া যায়। এক্ষণে আমি সেখানে বিনিয়োগ করে তা থেকে প্রাপ্ত সূদ নেকীর আশা ছাড়া দান করে দিয়ে কর মওকুফের সুযোগ গ্রহণ করতে পারব কি?

উত্তর : কর মওকূফের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে এভাবে সূদী কাজে সহযোগিতা করা জায়েয হবে না *(মায়েদাহ ৫/২)*। কেননা সূদের পাপ অত্যন্ত ভয়াবহ *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯; মুসলিম হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৩/৪৬৩।*

২৫. আমি নেকীর আশায় সৎ মানুষদের মাঝে বিনা সূদে টাকা ঋণ দিয়ে থাকি। গ্রহীতাগণ তা সাপ্তাহিক কিস্তিতে আমাকে পরিশোধ করেন। কিন্তু বর্তমানে আমি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ঋণ লেনদেনের জন্য বেতন দিয়ে

Contents

একজন লোক রাখি এবং ঋণগ্রহীতাগণ মাসে বেতন বাবদ প্রত্যেকে ১০০ টাকা করে দেন। এক্ষণে এটি সূদ হবে কি?

উত্তর : প্রয়োজন অনুযায়ী সার্ভিস চার্জ নিতে পারেন। তার অতিরিক্ত নয়। কারণ এটা ঋণের বিনিময়ে লাভ হিসাবে নয়, বরং সংশ্লিষ্ট কর্মীর বেতন হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে নিয়তের সামান্য গরমিল হ'লে নেকীর কাজ গুনাহে পরিণত হবে। অতএব এক্ষেত্রে সাবধানতা ও নেক নিয়ত বজায় রাখতে হবে। কোন অবস্থায় ঋণ দিয়ে তাতে লাভ করা যাবে না। -*সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩০/৪৭০।*

২৬. আমি একটি প্রাইভেট হাসপাতালে প্যাথলজিস্ট হিসাবে কাজ করতে চাই। কিন্তু সেটি একটি ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত। এক্ষণে এখানে চাকুরী করা আমার জন্য জায়েয হবে কি?

উত্তর : জায়েয হবে। কেননা বৈধ বস্তু উৎপাদনকারী তথা বৈধ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত যেকোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে। যদিও তার মজুরী সূদযুক্ত অর্থ দিয়ে প্রদান করা হয়। এজন্য দায়ী হবে উক্ত সূদের গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিক *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৫/৫৯)*। আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। তবে সরাসরি সূদী লেনদেনে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। -*সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৯/৪৫৯।*

মীরাছ

১. আমি একজন মুওয়াযযিন। আমার দুই স্ত্রী এবং ৫ ছেলে ও ২ মেয়ে আছে। সম্পদের ৪ ভাগের ৩ ভাগ আমি ছেলেমেয়েদের মাঝে হেবা বিল এওয়ায মোতাবেক বণ্টন করেছি। কিন্তু ইমাম ছাহেব বলছেন, মালিক জীবিত অবস্থায় বণ্টন করা জায়েয নয়। তাই তা ফেরত না নিলে চাকুরী করা যাবে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

উত্তর : মৃত্যুর পরে মীরাছ বণ্টন হওয়াই শরী'আত নির্দেশিত বিধান, যা সকলের জন্য কল্যাণকর। তবে জীবিত অবস্থায় শরী'আত সম্মত কারণে হকদারদের মধ্যে যথাযথ অংশ অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন করা যেতে পারে। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) তার এক ছেলেকে একটি গোলাম দান করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে সাক্ষী রাখতে চাইলে তিনি তাকে তার অন্য ছেলেদের একই সমান প্রদানের নির্দেশ দেন *(বুখারী হা/২৫৮৬; মুসলিম হা/১৬২৩; মিশকাত হা/৩০১৯)*। এক্ষণে মুওয়াযযিন যদি শরী'আতবিরোধী কিছু করে থাকেন, সেজন্য তিনি গোনাহগার হবেন। কিন্তু এজন্য তাকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেওয়া সঙ্গত হবে না। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/৬।*

২. আমার স্বামী স্বেচ্ছায় আমার নামে কিছু জমি লিখে দিয়েছিল। এখন তার নিজ নামে নির্মিতব্য একটি বাড়ির নির্মাণ ব্যয় নির্বাহের জন্য উক্ত জমিটি আমার নিকট থেকে ফেরত নিয়ে বিক্রি করতে চাচ্ছে। এভাবে ফেরত নেওয়া কি তার জন্য ঠিক হবে? আর আমি যদি না দেই সেক্ষেত্রে আমি কি গোনাহগার হব?

উত্তর : স্বামীর জন্য জোর করে জমি ফেরত নেওয়া ঠিক হবে না এবং ফেরত না দিলে স্ত্রী গোনাহগার হবে না। কারণ এটা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর জন্য হাদিয়া স্বরূপ। আর হাদিয়া ফেরত নেওয়া নিষিদ্ধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতা তার সন্তানকে প্রদত্ত দান ফেরত নিতে পারেন। কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে দান করে ফেরত নেওয়া বমি করে বমি খাওয়ার ন্যায়' *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩৯; মিশকাত হা/৩০২১)*। তবে পরিবারের কল্যাণার্থে যদি স্বামী এরূপ উদ্যোগ নিয়ে থাকেন এবং স্বামীর জন্য এ ব্যতীত অন্য কোন উপায় না থাকে, তাহ'লে স্ত্রীর জন্য স্বেচ্ছায় তা বিক্রয়ের জন্য প্রদান করায় কোন দোষ নেই। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৬/৪৬।*

৩. আমার অবিবাহিত মামা ১ বিঘা জমি রেখে মারা গিয়েছেন। তার দাদা ও বোন জীবিত রয়েছে এবং আরেক বোন মারা গেছে। দাদার ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে, জীবিত বোনের ১ ছেলে এবং মৃত বোনের ৪ ছেলে রয়েছে। এক্ষণে উক্ত জমি কিভাবে ভাগ হবে?

উত্তর : উক্ত বোন যদি মৃতের বোন হয়, তবে পুরো সম্পদের ৩ ভাগের ২ ভাগ দাদা এবং ১ ভাগ বোন পাবে। দাদার বর্তমানে মৃত বোন ও তার সন্তানেরা ওয়ারিছ হবে না। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৭৮।*

৪. আমার পিতা এক ব্যক্তির কাছে তাঁর পৈত্রিক জমি বিক্রি করে মারা গেছেন প্রায় দশ বছর পূর্বে। কিন্তু বর্তমানে সেই জমির মালিক অন্য একজন প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষণে পিতার জমির ক্রেতা সেই জমির বর্তমান মূল্য দাবী করছে। সন্তান হিসাবে তা কি পরিশোধ করতে হবে? করলে বর্তমান না অতীত মূল্যে করতে হবে?

উত্তর : উক্ত জমির মূল্য ফেরৎ দেওয়া সন্তানের জন্য আবশ্যক নয়। আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। এক্ষণে সন্তান যদি জমির ক্রেতাকে মূল্য ফেরৎ দেয়, তবে বিষয়টি উভয়পক্ষ মীমাংসার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমাধা করতে হবে। এক্ষেত্রে ক্রেতার জানা আবশ্যক হবে যে, সন্তান তা পরিশোধ করতে বাধ্য নয়। সুতরাং নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মীমাংসা করতে হবে। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৬/৩৩৬।*

৫. আমার মৃত পিতা ছালাত আদায় করতেন না। এক্ষণে তার সম্পদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করা সন্তানদের জন্য হালাল হবে কি?

উত্তর : অবহেলাবশতঃ ছালাত পরিত্যাগ করে থাকলে তার সম্পদ তার সন্তানরা গ্রহণ করতে পারবে। কারণ এরূপ ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কবীরা গোনাহগার। পক্ষান্তরে যদি তিনি ছালাতের ফরযিয়াতকে 'অস্বীকার' করে ছালাত পরিত্যাগ করে থাকেন, তবে তিনি 'কাফের' হিসাবে গণ্য হবেন *(মুসলিম হা/৮২; মিশকাত হা/৬১, ৫৮০)*। এমতাবস্থায় তার সম্পদ পরিবারের মাঝে বণ্টন করা হবে না। বরং তা বায়তুল মালে জমা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিম কোন কাফিরের ওয়ারিছ হবে না এবং কাফির কোন মুসলিমের ওয়ারিছ হবে না' *(বুখারী হা/৬৭৬৮; মুসলিম হা/১৬১৪; মিশকাত হা/৩০৪৩)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১০/৯০।*

৬. স্ত্রীর নামে কিছু সম্পত্তি যেমন বাড়ি লিখে দেয়ার ব্যাপারে শরী'আতে বিধান কি?

উত্তর : উত্তরাধিকার সম্পদ মৃত্যুর পরে বণ্টন হওয়াই ইসলামী শরী'আতের বিধান। কেননা আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন' *(আবুদাঊদ হা/২৮৭০; ইবনু মাজাহ হা/২৭১৩; তিরমিযী হা/২১২০; মিশকাত হা/৩০৭৩)*। তবে অন্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত করার অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলে সুস্থ অবস্থায় হাদিয়া হিসাবে এরূপ প্রদান করায় কোন বাধা নেই *(দ্রঃ ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ৬৭৪৫)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/১১৪।*

৭. স্বামী মারা যাওয়ার পর সরকারী বিধি অনুযায়ী স্ত্রী যতদিন বাঁচবে পেনশন পাবে। কিন্তু ইসলামী নীতি অনুযায়ী ছেলে-মেয়েরাও পিতার সম্পদের হকদার হিসাবে উক্ত পেনশনের হকদার। এক্ষণে সন্তানদের মাঝে উক্ত পেনশন শরী'আত মোতাবেক ভাগ করে দেওয়া মাতার জন্য আবশ্যক হবে কি?

উত্তর : একজন সরকারী চাকুরীজীবি সরকারী বিধি মেনে নেওয়ার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েই চাকুরী গ্রহণ করে। আর সরকারী বিধি মতে তার মৃত্যুর পরে পেনশনের মালিক হবে তার স্ত্রী। তাই সে তার জীবদ্দশাতেই তার স্ত্রীকে পেনশনের টাকার মালিক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অতএব উক্ত পেনশনের টাকা মায়ের জীবদ্দশায় সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে না। -*জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩১/১৫১।*

৮. সন্তানের জন্য কোন সম্পত্তি রেখে যাওয়া কি আবশ্যক?

উত্তর : আবশ্যিক না হ'লেও সেটি উত্তম। রাসূল (ছাঃ) সা'দ বিন খাওলা (রাঃ)-কে মাত্র একটি কন্যা থাকা সত্ত্বেও তিনভাগের একভাগের বেশী অছিয়ত করতে নিষেধ করে বলেন, তোমার সন্তানদের নিঃস্ব অবস্থায় মানুষের কাছে প্রার্থী হিসাবে রেখে যাওয়ার চাইতে সম্পদশালী করে রেখে যাওয়াই উত্তম *(বুখারী হা/৬৭৩৩; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১)*। -*ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৮/১৮৮।*

৯. নওমুসলিম সন্তান অমুসলিম পিতার সম্পদের অংশীদার হ'তে পারবে না। এক্ষণে পিতার মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত সকল সম্পদ দান করে দিতে হবে কি?

উত্তর : মুসলিম সন্তান কাফের পিতার সম্পদের অংশীদার হবে না *(বুখারী হা/৬৭৬৪; মুসলিম হা/১৬১৪; মিশকাত হা/৩০৪৩)*। তবে বিনা চাওয়ায় প্রাপ্ত সম্পদ পুনরায় ফেরত দেওয়ার বা দান করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ১২/২১২।*

১০. পিতা-মাতার বিচ্ছেদের পর কোন সন্তান পিতা বা মাতা যেকোন একজনের তত্ত্বাবধানে বড় হওয়ার পর উভয়ের সম্পদেই কি সে অংশীদার হবে?

উত্তর: বিবাহের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তান পিতা-মাতা উভয়ের সম্পত্তির অংশীদার হবে *(নিসা ৪/১১)*। কার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছে সম্পদের অংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সেটি ধর্তব্য নয়। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৫/২২৫।*

১১. কৃপণ পিতার সম্পদ থেকে তাকে না জানিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খরচ যেমন পড়াশুনা, পোষাক ইত্যাদি চাহিদা পূরণের জন্য কিছু নেওয়া যাবে কি?

উত্তর : স্ত্রী-সন্তানের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা স্বামী বা পিতার কর্তব্য। সে হিসাবে সংসারের ক্ষতি না করে কৃপণ পিতার সম্পদ থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু গ্রহণ করা সন্তানের জন্য বৈধ। হিন্দ বিনতে উৎবা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন অতি কৃপণ ব্যক্তি। আমি তাকে না জানিয়ে তার সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য খরচ করতে পারি কি? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়, এ পরিমাণ সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে নিতে পার *(বুখারী হা/২২১১; মুসলিম হা/১৭১৪; মিশকাত হা/৩৩৪২)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৬/২২৬।*

১২. জনৈক পিতা ৪ মেয়েকে বাদ দিয়ে ছেলের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও জমি-জমা লিখে দিয়ে মারা গেছেন। এক্ষণে এর পরিণতি কি এবং তাকে শাস্তি ভোগ থেকে বাঁচানোর উপায় কি?

উত্তর : পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনে কমবেশী করায় উক্ত পিতা কঠিন গুনাহগার হবেন। ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীন বেড়ী রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে *(বুখারী হা/৩১৯৮; মুসলিম হা/১৬১০; মিশকাত হা/২৯৩৮)*। জেনেশুনে উক্ত সম্পদ ভোগ করলে সন্তানরাও গুনাহগার হবে। এক্ষণে নিজেদের বাঁচা ও পিতাকে বাঁচানোর জন্য সন্তানদের অবশ্য কর্তব্য হ'ল, শরী'আত

সম্মতভাবে পুরো সম্পদ হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া এবং পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এর ফলে পিতার উক্ত গোনাহ ক্ষমা হবে ইনশাআল্লাহ *(আহমাদ হা/১০৬১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/২৩৫৪)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩০/২৩০।*

১৩. মৃত্যুর কত দিনের মধ্যে ওয়ারিছদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করতে হয়? এতে কেউ গড়িমসি করলে কোন পাপ হবে কি?

উত্তর : শারঈ ওযর ব্যতীত পরিত্যক্ত সম্পদ যত দ্রুত সম্ভব বণ্টন করাই উত্তম। তবে এর কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই। হকদারদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কিছু দেরী করাতেও কোন বাধা নেই *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/২৪৩)*। প্রথমে মাইয়েতের ঋণ পরিশোধ করবে। অতঃপর তাঁর কোন বৈধ অছিয়ত থাকলে তা পূর্ণ করবে। অতঃপর বাকী সম্পদ ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টন করবে *(নিসা ৪/১১; ইবনু মাজাহ হা/২৭১৫; মিশকাত হা/৩০৫৭)*। এ বিষয়ে বেশী দেরী করলে ফিৎনার আশংকা বৃদ্ধি পায় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মনে রাখা আবশ্যক যে, কাউকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে গড়িমসি করলে বা প্রতারণার আশ্রয় নিলে, তার জন্য জান্নাত হারাম হবে *(মুসলিম হা/১৩৭; মিশকাত হা/৩৭৬০)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৬/২৯৬।*

১৪. জীবদ্দশায় হজ্জব্রত পালনকারী পিতা মৃত্যুর সময় অল্প কিছু সম্পদ রেখে গেছেন এবং দরিদ্র সন্তানকে উক্ত টাকা দিয়ে হজ্জ করার জন্য অছিয়ত করে গেছেন। যা দ্বারা হজ্জ করলে তার দরিদ্রতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এক্ষণে সন্তানের জন্য করণীয় কি?

উত্তর : এরূপ অছিয়ত করা পিতার জন্য ঠিক হয়নি। কারণ রাসূল (ছাঃ) সর্বোচ্চ তিনভাগের একভাগ সম্পদ অছিয়ত করার অনুমতি দিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১ 'অছিয়ত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উপরন্তু ওয়ারিছদের জন্য কোন অছিয়ত নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিছের জন্য কোন অছিয়ত নেই' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি, ছহীহুল জামে' হা/১৭৮৯; মিশকাত হা/৩০৭৩ 'ফারায়েয' অধ্যায় 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে উক্ত অছিয়ত বাতিল গণ্য হবে। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৫/৪৬৫।*

বিবাহ ও তালাক

১. মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় স্ত্রী স্বামীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে যে, মোহরানাসহ তোমার যা কিছু আছে সব ফেরত নিয়ে আমাকে তালাক দাও। অন্যথায় এখনই আমি আত্মহত্যা করব বলে সে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় স্বামী নিরুপায় হয়ে একত্রে তিন তালাক প্রদান করে। অতঃপর ঘন্টাখানেক পর স্ত্রী স্বাভাবিক হ'লে তারা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে একত্রে বসবাস করতে থাকে। বিভিন্ন সময়ে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটেছে। এক্ষণে করণীয় কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী স্ত্রী মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় তার পক্ষ থেকে 'খোলা' প্রার্থনা এবং স্বামী কর্তৃক জীবন বাঁচানোর স্বার্থে এভাবে তালাক প্রদান শরী'আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তির উপর হ'তে শরী'আতের বিধান উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একজন হ'ল মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি' *(তিরমিযী হা/১৪২৩; মিশকাত হা/৩২৮৭)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/২৪।*

২. কোন হিন্দু মেয়েকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করা যাবে কি?

উত্তর : যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে' *(বাক্বারাহ ২/২২১)*। তবে তার অভিভাবক অমুসলিম হওয়ার কারণে যেহেতু অলী হ'তে পারবে না, তাই সরকারের মুসলিম প্রতিনিধি বা মুসলিম সমাজনেতা উক্ত মেয়ের অলীর দায়িত্ব পালন করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার অলী নেই তার অলী হবে দেশের শাসক' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৯; তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১ 'বিবাহের অভিভাবক' অনুচ্ছেদ)*। আবু সুফিয়ান অমুসলিম থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার কন্যা উম্মে হাবীবার বিয়েতে বাদশাহ নাজাশী অলীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন *(ইরওয়াউল গালীল ৬/৩৫৩, হা/১৮৫০ 'অলী' অনুচ্ছেদ)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৩।*

৩. একসাথে দুই স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মোহর ও ভরণ-পোষণের সামর্থ্য থাকার শর্তে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সামর্থ্য না থাকলে ছিয়াম পালনের নির্দেশ

দিয়েছেন *(বুখারী হা/৫০৬৬; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০; মিরক্বাত ৬/১৮৬)*। যেখানে প্রথম বিবাহের জন্যই সামর্থ্যের শর্তারোপ করা হয়েছে, সেখানে সামর্থ্যহীন অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ জায়েয হয় কিভাবে? উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে অভাবমুক্ত হওয়ার জন্য একাধিক বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪০০ আলোচনা দ্রঃ)*। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৩৫।*

৪. স্ত্রীর জীবদ্দশায় যদি স্বামী মোহরানা পরিশোধ না করেন, তাহ'লে তার মৃত্যুর পর তা পরিশোধ করতে হবে কি?

উত্তর : স্বামীর জন্য ফরয কর্তব্য হ'ল স্ত্রীর জীবদ্দশায় মোহরানা পরিশোধ করা *(নিসা ৪/৪; বুখারী হা/২৭২১; মুসলিম হা/১৪১৮; মিশকাত হা/৩১৪৩)*। জীবদ্দশায় তা পরিশোধ করা না হ'লে মৃত্যুর পর স্ত্রীর ওয়ারিছদের মধ্যে মোহরানার অর্থ বণ্টন করে দিতে হবে। অতঃপর স্বামী অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অজ্ঞতাবশে কোন মন্দ কাজ করে, অতঃপর যদি সে তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে তিনি (তার ব্যাপারে) ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(আন'আম ৬/৫৪)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/৫২।*

৫. আমাদের এলাকার ইমাম ছাহেব একই বৈঠকে জনৈক ব্যক্তিকে দিয়ে তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করান। অতঃপর ঐ বৈঠকেই উক্ত মহিলাকে অপর এক পুরুষের সাথে বিবাহ দেন। উক্ত তালাক ও বিবাহ সঠিক হয়েছে কি?

উত্তর : উক্ত তালাক ও বিবাহ দু'টিই শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়েছে। প্রথমতঃ একসাথে তিন তালাক দিলে সেটি এক তালাকে রাজ'ঈ হিসাবে গণ্য হবে *(মুসলিম হা/১৪৭২-৭৩; আবুদাঊদ হা/২১৯৬, সনদ হাসান)*। কেননা তালাকের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে তিন তুহরে তিনবার তালাক দেওয়া *(বাক্বারাহ ২/২২৯; তালাক্ব ৬৫/১-২)*। দ্বিতীয়তঃ সঠিকভাবে তালাক সম্পন্নের পর ইদ্দত শেষে উক্ত মহিলা অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। ইদ্দতের মধ্যে বিবাহের কোন সুযোগ নেই। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/৫৪।*

৬. আমি আমার দাদীর বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। অতঃপর গত ২ বছর পূর্বে আমার আপন ফুফুর মেয়ের সাথে আমার বিবাহ হয়েছে। এ বিবাহ সঠিক হয়েছে কি?

উত্তর : উক্ত বিবাহ সঠিক হয়নি। কারণ এক্ষেত্রে দাদী দুধ মা হওয়ায় উক্ত মেয়েটি আপনার দুধ বোনের মেয়ে তথা আপন ভাগ্নী হিসাবে গণ্য হবে। যাকে বিবাহ করা হারাম *(নিসা ৪/২৩)*। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর চাচা হামযা (রাঃ) একই মায়ের দুধপান করেছিলেন। সেকারণ হামযার মেয়ের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হ'লে তিনি বলেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। বংশীয় সূত্রে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, দুগ্ধ পান সূত্রেও সেসকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম *(বুখারী হা/২৬৪৫; মুসলিম হা/১৪৪৭; মিশকাত হা/৩১৬১)*। হামযার মেয়ে রাসূলের চাচাতো বোন হওয়া সত্ত্বেও দুধপানের কারণে ভাতিজী হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে ফুফাতো বোন হওয়া সত্ত্বেও দুধপানের কারণে এখন সে আপনার দুধ বোনের মেয়ে হিসাবে ভাগ্নীতে পরিণত হয়েছে। অতএব উক্ত বিবাহ বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক *(বুখারী হা/৮৮; মিশকাত হা/৩১৬৯)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/৬২।*

৭. স্ত্রী সহবাসের নিষিদ্ধ সময় এবং উপকারী দিনসমূহ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : এর কোন নিষিদ্ধ বা নির্ধারিত সময় নেই। বরং আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা গমন কর' *(বাক্বারাহ ২/২২৩)*। তবে হায়েয-নেফাসের সময় সহবাস নিষিদ্ধ *(বাক্বারাহ ২/২২২; বুখারী হা/২২৮; মিশকাত হা/৫৫৭)*। শুক্রবারে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি 'মুনকার' তথা যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬১৯৪)*। এছাড়া বিভিন্ন দিনে মিলনের বিভিন্ন ফযীলত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা শী'আদের তৈরী জাল বর্ণনা মাত্র *(খোমেনী, তাহরীরুল ওয়াসায়েল, 'বিবাহ' অধ্যায়)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৫/২৫৫।*

৮. স্ত্রী স্বামীর নিকটে বা স্বামী স্ত্রীর নিকটে কোন কাজের ব্যাপারে কৈফিয়ত চাইতে পারে কি? বিশেষত তাদের কেউ যদি অপরের অপসন্দের কাজ করে থাকে?

উত্তর : উভয়ে উভয়ের কল্যাণের জন্য সৎ পরামর্শ দিতে পারে। তবে যথার্থ কোন বিষয়ে কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার পরিবার প্রধান হিসাবে কেবল স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। ....নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত... *(নিসা ৪/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

বলেন, 'স্বামী তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বশীল এবং স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল' *(বুখারী হা/২৫৫৪; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। স্ত্রী কৈফিয়ত নয় বরং স্বামীর ও সংসারের কল্যাণের জন্য সৎ পরামর্শ দিবে। এছাড়া স্বামীর নিশ্চিত শরী'আত বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সৎ নিয়তে বাধা দিবে। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৪/২৭৪।*

৯. আল্লাহ বলেন, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী নারী ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ ব্যতীত বিবাহ করে না' (নূর ৩)। আয়াতটির মর্মার্থ কি?

উত্তর : উক্ত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, কোন সৎকর্মশীল পুরুষের জন্য কোন ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে তওবা করে। অনুরূপ এর বিপরীত। অর্থাৎ তওবা করলে বিবাহ করা জায়েয। ইমাম আহমাদ বলেছেন, কোন সৎকর্মশীল পুরুষের সাথে কোন ব্যভিচারিণী নারীর বিবাহ শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না সে তওবা করে। অনুরূপ কোন সতী-সাধ্বী নারীর সাথে কোন ব্যভিচারী পুরুষের বিবাহ শুদ্ধ হবে না, যতক্ষণ না সে তওবা করে *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নূর ৩ আয়াত)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৭৫।*

১০. স্বামীর নিকট থেকে আমি নব্বই হাযার টাকা ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করেই তাকে ডিভোর্স দিয়েছি এবং পরে চাইলে তা অস্বীকার করেছি। এক্ষণে আমার করণীয় কি? তা ফেরৎ না দিলে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

উত্তর : এরূপ কাজ আত্মসাতের নামান্তর। আর আত্মসাৎকারীর পরিণাম জাহান্নাম' *(বুখারী হা/৬৭০৭; মুসলিম হা/১১৫; মিশকাত হা/৩৯৯৭)*। এক্ষণে টাকা ফেরৎ দিলে এ গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*। তাছাড়া স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স নয়, বরং তার থেকে 'খোলা' বা বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে। আর এজন্য তাকে স্বামী প্রদত্ত মোহরানা সম্পূর্ণ ফেরৎ দিতে হবে *(বুখারী হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৩২৭৪ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ)*। অতঃপর এক মাস ইদ্দত পালন করে অন্যত্র বিবাহ করবে। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/৭০।*

১১. দ্বিতীয় বিবাহের জন্য স্ত্রীর অনুমতি যরূরী কি? একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনছাফ না করতে পারার পরিণতি কি?

উত্তর : শারঈ দৃষ্টিতে পূর্ব স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম পুরুষকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছেন *(নিসা ৪/৩)*। তবে বিবাহ করার চেয়ে স্ত্রীদের মাঝে ইনছাফ করার বিষয়টি বেশী যরূরী ও কঠিন। এজন্য একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে ইনছাফের বিষয়টি ভাবতে হবে। একাধিক স্ত্রী থাকলে ইনছাফ করা আবশ্যক। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কারো নিকট যদি দু'জন স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মাঝে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের দিন এক অঙ্গ পতিত অবস্থায় উঠবে' *(তিরমিযী হা/১১৪১; আবুদাঊদ হা/২১৩৩; নাসাঈ হা/৩৯৪২; মিশকাত হা/৩২৩৬)*। তবে পারিবারিক শান্তির স্বার্থে পূর্ব স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করা ভাল। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৪/৯৪।*

১২. শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন স্ত্রী থাকা উত্তম, নাকি একাধিক স্ত্রী? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : শারীরিক, অর্থনৈতিক ও ইনছাফ রক্ষার ব্যাপারে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য একাধিক বিবাহ করা উত্তম। কেননা একজন স্ত্রীর প্রতি ইহসান, শিক্ষাদান ও ভরণ-পোষণের ফলে যে নেকী অর্জিত হয়, একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সে অনুপাতে নেকী বেশী হয় *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব)*। তবে উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একজন স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই উত্তম। আল্লাহ বলেন, '...তাহ'লে অন্য মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা ভাল মনে কর দুই, তিন বা চারটি পর্যন্ত বিবাহ করতে পার। কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না বলে ভয় কর, তাহ'লে মাত্র একটি বিবাহ কর...' *(নিসা ৪/৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অধিক সোহাগিনী ও অধিক সন্তানদায়িনী মহিলাকে বিবাহ কর। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব' *(আবুদাঊদ হা/২০৫০; মিশকাত হা/৩০৯১, সনদ ছহীহ)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২২/১০২।*

১৩. জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবি মারিয়াম, মূসার বোন কুলছূম এবং ফেরাঊনের স্ত্রী আসিয়ার বিবাহ হবে। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : উক্ত মর্মের বর্ণনাটি মিথ্যা *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৮১২)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৮/১১৮।*

১৪. বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে পাত্র পক্ষ থেকে কোন কোন পুরুষের জন্য পাত্রী দেখার অনুমোদন রয়েছে?

উত্তর : বিবাহের উদ্দেশ্যে মেয়ের অভিভাবকের সম্মতিক্রমে কেবলমাত্র পাত্র তার প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখতে পারে। পাত্র ব্যতীত কোন গায়ের মাহরাম পুরুষ পাত্রী দেখতে পারবে না। তবে পরিবেশ বা আনুসঙ্গিক বিষয় সমূহ দেখার জন্য অভিভাবকগণ খোঁজ-খবর নিতে পারবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, আমি আনছারদের এক মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। তিনি বললেন, 'তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কারণ আনছার মহিলাদের চোখে দোষ থাকে' *(মুসলিম হা/১৪২৪, মিশকাত হা/৩০৯৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচন কর' *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; ছহীহাহ হা/১০৬৭)*। তিনি আরো বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন পাত্রীকে প্রস্তাব দিবে সম্ভব হ'লে সে যেন পাত্রীকে দেখে। যা বিবাহের জন্য সহায়ক হবে' *(আবুদাঊদ হা/২০৮২; মিশকাত হা/৩১০৬; ছহীহাহ হা/৯৯)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পাত্রী দর্শনে পরস্পরে মহব্বত সৃষ্টি হয়' *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৬৫; মিশকাত হা/৩১০৭; ছহীহাহ হা/৯৬)*।

স্মর্তব্য যে, বিবাহের পর স্ত্রীকে স্বামীর ভাই, চাচা, মামা, ভগ্নিপতি সহ অন্যান্য গায়ের মাহরাম পুরুষ থেকে অবশ্যই পর্দা করতে হবে *(নূর ২৪/৩১; বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২; মিশকাত হা/৩১০২)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৮/১৩৮।*

১৫. মুসলিম হা/১৪৮০-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (ছাঃ) ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ)-কে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে তার দরিদ্রতার কারণে বিবাহ দেননি। অন্যদিকে তিরমিযী হা/১০৮৪-তে পরহেযগারিতা ও চরিত্র দেখে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষণে উভয় হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে হবে?

উত্তর : প্রস্তাব দানকারী তিনজন ছাহাবী মু'আবিয়া, আবু জাহম ও ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ) সকলেই পরহেযগারিতা ও চারিত্রিক দিক থেকে উত্তম ছিলেন। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) অন্যান্য দিক সমূহ বিবেচনা করে ওসামা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। যেমন আবুবকর ও ওমর (রাঃ) উভয়ে ফাতিমা (রাঃ)-কে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে বয়সে অনেক ছোট বলে রাসূল

(ছাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে আলী (রাঃ) প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণ করেন *(নাসাঈ হা/৩২২১; মিশকাত হা/৬০৯৫, সনদ ছহীহ)*।

স্মর্তব্য যে, রাসূল (ছাঃ) বিবাহের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা ও সৌন্দর্যের উপর পরহেযগারিতাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন *(বুখারী হা/৫০৯০; মুসলিম হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/৩০৮২, ৩০৯০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। কিন্তু বাকী তিনটির দিকে লক্ষ্য রাখতে নিষেধ করেননি। অতএব বিবাহের ক্ষেত্রে পরহেযগারিতা মুখ্য হ'লেও অন্যান্য দিক বিবেচনা করাও যরূরী। যাতে উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান সম্ভব হয়। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১১/১৭১।*

১৬. মোহরানার সম্পদের হকদার স্ত্রী না তার পিতা? পিতা সে টাকা ব্যবহার করলে পরে তা ফেরত দিতে হবে কি?

উত্তর : উক্ত সম্পদের হকদার স্ত্রী *(নিসা ৪/৪)*। স্ত্রী চাইলে স্বীয় পিতাকে হাদিয়া হিসাবে দিতে পারে এবং পিতাও চাইলে ঋণ হিসাবে কিছু নিতে পারেন। তবে পিতা নিজের মনে করে উক্ত টাকা ভোগ করতে পারবেন না। -*মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৮/২৯৮।*

১৭. স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর কতদিন পর্যন্ত খোরপোষ দেওয়ার শারঈ নির্দেশনা রয়েছে?

উত্তর : স্বামী স্ত্রীকে রাজঈ তালাক দিলে ইদ্দতকাল পর্যন্ত খোরপোষ দিবে *(নাসাঈ হা/৩৪০৩; ছহীহাহ হা/১৭১১; আল-ইসতিযকার ১৮/৬৯)*। আর তালাকপ্রাপ্তা তিন তালাক বায়েন হয়ে গেলে তাকে কোন খোরপোষ দিতে হবে না *(মুসলিম হা/১৪৮০; মিশকাত হা/৩৩২৪; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫১)*। তবে স্ত্রী গর্ভবতী হ'লে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তালাক প্রদানকারী স্বামীকে তার খোরপোষের ব্যবস্থা করতে হবে ও দুধ পান করালে তাকে উপযুক্ত মজুরী দিতে হবে *(ত্বালাক ৬৫/০৪)*। অপর দিকে 'খোলা' প্রাপ্তা নারী কোন খোরপোষ পাবে না *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৮৮১৪, ১৮৪৯৭)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৬/২০৬।*

১৮. পাঁচবছর পূর্বে স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে রাজ'আত করেছিল। কিছুদিন পূর্বে উক্ত স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় দুই তালাক দিয়েছে। এক্ষণে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় কি?

উত্তর : পূর্বে প্রদত্ত তালাকটি ধর্তব্য হবে এবং দ্বিতীয় বারের দু'তালাক যদি একই বৈঠকে সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহ'লে এটা এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে *(মুসলিম হা/১৪৭২-৭৩; আবুদাঊদ হা/২১৯৬)*। অতএব মোট দু'তালাক

হওয়ায় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ায় বাধা নেই *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। তবে যদি ইদ্দতকাল তথা তালাক প্রদানের দিন থেকে তিন মাস অতিক্রান্ত হয় অথবা গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেওয়ার পর গর্ভ খালাস হয়ে যায়, তাহ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; তালাক ৬৫/১; বুখারী হা/৫১৩০)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২০/২২০।*

১৯. কবিরাজের মাধ্যমে মেয়ে ও তার পরিবারের সদস্যদের বশ করিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পাদন বৈধ হয়েছে কি? যদি বৈধ না হয় সেক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

উত্তর : এরূপ বিবাহ বৈধ নয়। বরং এভাবে জাদুর মাধ্যমে কোন কিছু করা কবীরা গুনাহ *(বুখারী হা/৫৬২)*। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুঁক করা, কোন কিছু ঝুলানো এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি করার কোন মাধ্যম অবলম্বন করা শিরক' *(আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩; আহমাদ হা/৩৬১৫; মিশকাত হা/৪৫৫২)*। এক্ষণে অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে পুনরায় নিয়ম মাফিক বিবাহ সম্পাদন করতে হবে। নইলে ব্যভিচারী হিসাবে গণ্য হবে। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ১/২৪১।*

২০. বিবাহের কিছুদিন পর স্ত্রী সংসার ত্যাগ করে চলে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার অবশিষ্ট মোহরানা পরিশোধ করতে হবে কি?

উত্তর : এরূপ অবস্থায় স্বামীকে আর কিছুই দিতে হবে না। বরং স্ত্রী স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করতে চাইলে তাকে স্বামী প্রদত্ত পুরা মোহরানা ফেরত দিয়ে 'খোলা'-র মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হ'তে হবে *(বুখারী হা/৫২৭৩; মিশকাত হা/৩২৭৪)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩/২৪৩।*

২১. বিবাহের সময় ছেলে-মেয়েদের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

উত্তর : এগুলি বিজাতীয় কুসংস্কার মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৫/৩০৫।*

২২. কোন নারী বা পুরুষ কর্তৃক একে অপরকে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া শরী'আত সম্মত কি?

উত্তর : নারী তো এটা পারেই না। পুরুষের জন্য অনুমতি থাকলেও সেটি আদবের খেলাফ। বরং উভয় পরিবারের মধ্যে প্রস্তাব আদান-প্রদানের

মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হওয়াই বিবাহের শরী'আত সম্মত পদ্ধতি। অতএব একজন পুরুষ নিজে বা তার অভিভাবকের মাধ্যমে কোন নারীর বৈধ অভিভাবকের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবে *(আহমাদ হা/২৫৮১০; হাকেম হা/২৭০৪, সনদ হাসান; বুখারী হা/৫১২২)*। আর নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করতে পারে না। যে নারী এটি করবে, তার বিবাহ বাতিল হবে' *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩; তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১ 'বিবাহ' অধ্যায়, ২ অনুচ্ছেদ)*। অতএব নারী তার বৈধ অভিভাবকের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করতে পারে। সেক্ষেত্রে অভিভাবক সার্বিক বিবেচনায় সম্মত হ'লে সাবালিকা পাত্রীর সম্মতি নিয়ে বিবাহের ব্যবস্থা করবেন *(বুখারী হা/৫১৩৬; মুসলিম হা/১৪১৯; মিশকাত হা/৩১২৬)*। পাত্রীর অসম্মতি থাকলে অভিভাবক তার উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না। করলে পাত্রীর আপত্তিতে উক্ত বিয়ে বাতিল হবে' *(বুখারী হা/৫১৩৮; মিশকাত হা/৩১২৮)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ১১/৩৭১।*

২৩. কোন মহিলা স্বামী থাকা অবস্থায় অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি? বিশেষতঃ বার বার বলা সত্ত্বেও স্বামী যদি তালাক না দেয় সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর : পারবে না। কারণ স্বামীর সাথে উক্ত মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। এক্ষণে স্বামী তালাক দিতে না চাইলে মোহরানা ফেরৎ দিয়ে 'ফিসখে নিকাহ' করবে এবং এক ঋতুকাল ইদ্দত শেষে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে *(নাসাঈ হা/৩৪৯৭ 'খোলা কারিণীর ইদ্দতকাল' অনুচ্ছেদ)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৩৯৪।*

২৪. ঝগড়ার মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে তার সাথে সংসার করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে স্ত্রীর ভুল সিদ্ধান্তের কারণে মহল্লার বখাটে ছেলেরা হস্ত ক্ষেপ করে বিবাহের কাবিন নামা নিয়ে যায় এবং কাযী অফিসের মাধ্যমে তালাক নামা লিখে এনে উভয়ের অসম্মতিতে ভয়-ভীতি দেখিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এভাবে তারা আড়াই বছর যাবৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এক্ষণে উক্ত তালাক বৈধ হয়েছে কি? পুনরায় সংসার করতে চাইলে করণীয় কি?

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী উক্ত তালাক বৈধ হয়নি। কারণ জোর করে বা ভয়-ভীতি দেখিয়ে তালাক হয় না *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৮৪; ইরওয়া হা/১০২৭, সনদ ছহীহ)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'জোর করে বা অসম্মত ব্যক্তির তালাক বৈধ নয়' *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১৪৮৮১; ইরওয়া*

হা/২০৪৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৪২-৪৩)। দ্বিতীয়তঃ এটি তালাক ধরে নিলেও এখানে একটি মাত্র তালাক হয়েছে। যেক্ষেত্রে স্ত্রীকে রাজ'আতের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রয়েছে *(মুসলিম হা/১৪৭২; আবুদাঊদ হা/২২০০)*। তবে রাজ'আত করার নির্ধারিত সময়সীমা অর্থাৎ ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় নতুন বিবাহের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২; বুখারী হা/৪৫২৯)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৩৯৭।*

২৫. বিবাহের মোহরানা হিসাবে কোন নারী যদি বিবাহের পর স্বামীর সাথে হজ্জে যেতে ইচ্ছা করে, তবে তা মোহরানা হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে কি?

উত্তর : স্ত্রীর হজ্জের খরচ বহন করাকে বিবাহের মোহরানা হিসাবে নির্ধারণ করায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) কুরআনের সূরা শিক্ষা দানকেও বিবাহের মোহরানা হিসাবে গণ্য করেছেন *(বুখারী হা/৫০২৯; মুসলিম হা/১৪২৫; মিশকাত হা/৩২০২)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ০২/৪০২।*

২৬. ইসলামে একাধিক বিবাহ জায়েয থাকা সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আলী (রাঃ)-কে ফাতেমা (রাঃ) থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করতে নিষেধ করার কারণ কি ছিল?

উত্তর : একাধিক বিবাহ বৈধ হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আলী (রাঃ) দ্বিতীয় বিবাহ করতে নিষেধ করার কারণ ছিল এই যে, তিনি ইসলামের চির শত্রু আবু জাহলের মেয়েকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। আবু জাহলের মেয়ের সাথে একই ঘরে ফাতিমা (রাঃ) সংসার করলে তাঁর ফিৎনায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তাই আল্লাহ্র শত্রুর মেয়ের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর মেয়ে একত্রে সংসার করুক এটা রাসূল (ছাঃ) সমর্থন করতে পারেননি। যেমন তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি হালালকে হারাম করছি না এবং হারামকে হালাল করছি না। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহ্র দুশমনের কন্যা কখনো একত্র হ'তে পারে না *(বুখারী হা/৩১১০; মুসলিম হা/২৪৪৯)*। উপরোক্ত বক্তব্যে রাসূল (ছাঃ) যে একাধিক বিবাহকে নিষেধ করেননি তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

অতএব রাসূল (ছাঃ) তাঁর মনের সংকীর্ণতার কারণে নয় বরং আলী ও ফাতেমা (রাঃ) উভয়ের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মঙ্গলের কথা ভেবেই আলী (রাঃ)-কে আবু জাহলের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন

Contents

(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৯/৩২৯; নববী, শরহ মুসলিম ৮/১৯৯; যাদুল মা'আদ ৫/১১৯)। -আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৮/৪০৮।

২৭. বিবাহের পূর্বে পাত্র পাত্রীকে দেখতে পারে। কিন্তু পাত্রী পাত্রকে দেখতে পারবে কি?

উত্তরঃ বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রী পাত্রকে দেখতে পারে। কারণ সাধারণভাবেই প্রবৃত্তির বশবর্তী না হয়ে নারী যেকোন পুরুষকে দেখতে পারে *(বুখারী হা/৯৮৮)*। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবকের উপস্থিতি আবশ্যক। কেননা তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ বৈধ হবে না *(বুখারী হা/৫১৩৬; মুসলিম হা/১৪১৯; মিশকাত হা/৩১২৬)*। -আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ২১/৪২১।

২৮. জনৈকা বিধবা মহিলা একটি কন্যা সন্তান সহ জনৈক বিপত্নীক পুরুষকে বিবাহ করে, যার আগে থেকে একটি পুত্র সন্তান আছে। এক্ষণে উক্ত মেয়ে ও ছেলের মাঝে বিবাহ বৈধ হবে কি?

উত্তর : বৈধ হবে। কারণ যে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম, বিমাতার পূর্ব স্বামীর কন্যা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ৪/২৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/৬০০; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/১৯৯; ফাতাওয়া ছালেহ ফাওযান ৫/২৫৮)*। -সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৭/৪৪৭।

২৯. আমি খুব সামান্য বেতনের চাকুরী করি, যা দিয়ে স্ত্রীর ভরণ পোষণ সম্ভব নয়। অথচ আমার পিতা-মাতা আমাকে বিবাহ দিতে চান। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

উত্তর : এমন অবস্থায় বিবাহ করাই উত্তম হবে। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত আছে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও ... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছলতা দান করবেন' *(নূর ২৪/৩২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন, স্বাধীন ও ক্রীতদাস সকলকে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তাদেরকে অভাবমুক্ত করার অঙ্গীকার করেছেন *(তাফসীর ত্বাবারী ১৯/১৬৬; ইবনু কাছীর নূর ৩২ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ স্বীয় কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, তাদের একজন হ'ল, বিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তি যে বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায় *(তিরমিযী হা/১৬৫৫;*

মিশকাত হা/৩০৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩০৮, ১৯১৭)। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ২০/৪৬০।*

৩০. পাত্র বিদেশে থাকা অবস্থায় তাকে শরী'আতসম্মত পন্থায় বিবাহ করানোর পদ্ধতি কি?

উত্তর : বিবাহ সামনা সামনি হওয়াই বিধেয়। একান্ত বাধ্যগত কারণে দেশী ও প্রবাসীর মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে ক্বাযী ছাহেব সাধারণ বিবাহের ন্যায় প্রথমে বিবাহের খুৎবা পাঠ করবেন, যা দুই পক্ষ শুনবে *(দারেমী হা/২২০২; মিশকাত হা/৩১৪৯)*। অতঃপর অভিভাবক কর্তৃক মেয়ের সম্মতি নিয়ে টেলিফোন, মোবাইল সহ যেকোন বিশ্বস্ত মাধ্যমে দু'জন ন্যায় পরায়ণ সাক্ষীর উপস্থিতিতে মেয়ের অভিভাবক বা কাযী ছাহেব ছেলেকে বিবাহের প্রস্তাব দিবেন। অপর প্রান্ত থেকে ছেলে 'কবুল' বললে এবং তা সবাই শুনলে বিবাহ সম্পাদন হয়ে যাবে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩০; ইরওয়াউল গালীল ৬/২৪০)*। তবে কোনরূপ ধোঁকার আশ্রয় নিলে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৪৭৩।*

৩১. বিবাহের ক্ষেত্রে বর্তমানে বৃহৎ আকারে ওয়ালীমা করার যে সামাজিক রীতি প্রচলিত রয়েছে, এরূপ ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান কি অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর : শরী'আতে ওয়ালীমা করার জন্য জোর তাকীদ এসেছে। তাই সামর্থ থাকলে এরূপ করায় বাধা নেই। আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত নে'মতের নিদর্শন দেখতে ভালোবাসেন *(আবুদাউদ হা/;৪০৬৩; মিশকাত হা/৪৩৫২; ছহীহুল জামে' হা/২৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) একটি বকরী দিয়ে হ'লেও ওয়ালীমা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/২০৪৮; মুসলিম হা/১৪২৭; মিশকাত হা/৩২১০)*। তিনি স্ত্রী যয়নব (রাঃ)-কে বিবাহের পর লোকদেরকে গোশত-রুটি খাইয়েছিলেন *(বুখারী হা/৪৭৯৪; মুসলিম হা/১৪২৮; মিশকাত হা/৩২১২)*। ওয়ালীমায় গরীবদের বঞ্চিত করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিকৃষ্ট খানা হ'ল ওয়ালীমার ঐ খানা, যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরীবদের বাদ দেওয়া হয়' *(বুখারী হা/৫১৭৭; মুসলিম হা/১৪৩২; মিশকাত হা/৩২১৮)*। তবে গান-বাজনা, অহেতুক আলোকসজ্জা ইত্যাদি অপচয় থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(ইসরা ১৭/২৭)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৪৭৪।*

কসম ও মানত

১. জনৈক পিতা তার পুত্রকে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোকে ত্যাজ্য পুত্র করলাম। এক্ষণে এরূপ কসম করা শরী'আত সম্মত কি? উক্ত কসমের কাফফারা দিতে হবে কি?

উত্তর : ইসলামে সন্তানকে ত্যাজ্য করার কোন বিধান নেই। এরূপ করলে পিতা-মাতা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কবীরা গোনাহগার হিসাবে গণ্য হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২)*। পক্ষান্তরে সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হ'লে সেটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে। যতক্ষণ না পিতা-মাতা তাকে পাপকর্মে বাধ্য করেন *(লোকমান ৩১/১৫)*।

এক্ষণে পিতাকে কসম ভেঙ্গে সন্তান ফিরিয়ে নিতে হবে এবং কাফফারা আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যদি নিজ পরিবারের ব্যাপারে (সদাচরণ করবে না বলে) কসম করে এবং আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত কাফফারা আদায় না করে স্বীয় কসমের উপর অটল থাকে, তাহ'লে সে আল্লাহ্র নিকটে (কসম ভঙ্গের চাইতে) অধিক গুনাহগার হবে *(বুখারী হা/৬৬২৫; মুসলিম হা/১৬৫০; মিশকাত হা/৩৪১৪)*। কারণ পরিবারের ব্যাপারে এরূপ কসম করা অন্যের ব্যাপারে কসমের তুলনায় অধিকতর পাপ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম করে, পরে অন্যটিকে তা থেকে উত্তম মনে করে, সে যেন তা করে এবং নিজের কসমের কাফফারা দেয় *(মুসলিম হা/১৬৫০; মিশকাত হা/৩৪১৩)*। আর কসম ভঙ্গের কাফফারা হ'ল দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একটি দাস মুক্ত করা। এতে অসমর্থ হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৭/৯৭।*

দণ্ডবিধি

১. জনৈক ব্যক্তি জীবনে অনেক মানুষের টাকা বা অন্য কিছু চুরি করেছে। এখন সে অনুতপ্ত। কিন্তু এখন যদি সে যাদের জিনিস চুরি করেছে তাদের কাছে ক্ষমা চায়, তবে সমাজে বড় ফেৎনা দেখা দিবে। করা না করা অনেক চুরির অপবাদ তার উপর এসে পড়বে। এক্ষণে তার করণীয় কি?

উত্তর : ফেৎনার আশংকা থাকলেও এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল, সাধ্যমত পরিশোধ করা এবং ক্ষমা চাওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে থাকে, তাহ'লে সে যেন আজই তা সমাধা করে নেয়, সেদিন আসার আগে যেদিন তার কাছে কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তা থেকে যুলুম পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎকর্ম না থাকলে মযলূমের পাপসমূহ থেকে নিয়ে উক্ত যালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬)*।

সাথে সাথে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট খালেছ অন্তরে তওবা করবে এবং বেশী বেশী ছাদাক্বা করবে। যেমন কা'ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) তওবা করার পর তার অধিকাংশ সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৪৪১৮; মুসলিম হা/২৭৬৯)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪০/২৪০।*

২. মুসলিম দেশে বসবাসকারী কোন অমুসলিমকে কোন মুসলিম শরী'আতসম্মত কারণে হত্যা করতে পারবে কি?

উত্তর : অমুসলিম বা মুসলিম ব্যক্তির কোন অপরাধ রাষ্ট্রীয় আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে কারো জন্য আইন হাতে তুলে নেওয়া জায়েয নয়। এরূপ করলে উক্ত ব্যক্তি কবীরা গুনাহগার হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যাকারী ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(বুখারী হা/৩১৬৬; মিশকাত হা/৩৪৫২)*। আর চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম হ'ল, যাদের সাথে মুসলমানদের জিযিয়া চুক্তি বা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সন্ধি অথবা কোন মুসলিমের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে *(ফাৎহুল বারী ১২/২৫৯)*। আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৪৩৯।*

রাজনীতি

১. সঊদী আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলিত রাজতন্ত্র শরী‘আতসম্মত কি? যদি তা শরী‘আতসম্মত হয় তবে গণতন্ত্র ইসলাম বিরোধী হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : সঊদী রাজতন্ত্র শরী‘আতসম্মত। ইসলামে রাজতন্ত্র আদৌ নিষিদ্ধ নয়, যদি না তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সঊদী রাজতন্ত্রে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয় এবং তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। যেমন সঊদী সংবিধানের ৭নং ধারায় বলা হয়েছে, يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة (সঊদী রাজতন্ত্রের সর্বত্র আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকবে)। ৮নং ধারায় বলা হয়েছে, يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية (সঊদী রাজতন্ত্রের বিধানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী শরী‘আতের অনুকূলে ন্যায়পরায়ণতা, পরামর্শ ও সমতাবিধানের ভিত্তির উপরে)।

অতএব শাসক যদি আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করেন এবং ইসলামী শরী‘আত অনুযায়ী রাজ্যশাসন করেন, তাহ’লে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তার অনুকূলে। উক্ত নীতির অনুসরণে কোন শাসক যদি পরবর্তী শাসক হিসাবে তার পরিবার থেকে যোগ্য কাউকে বা অন্য কারু ব্যাপারে অছিয়ত করে যান, তাতে কোন বাধা নেই। যেমন আবুবকর (রাঃ) মৃত্যুকালীন সময়ে বিশিষ্ট ছাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে পরবর্তী খলীফা হিসাবে ওমর (রাঃ)-কে নির্বাচন করেন *(তারীখু ত্বাবারী ২/৩৫২-৩৫৩; ইবনু সা‘দ, তাবাক্বাতুল কুবরা ৩/১৯৯-২০০)*। শাসক পরিবার থেকে কেউ পরবর্তী শাসক হ’তে পারবে না, এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা শরী‘আতে নেই। এক্ষণে শাসক যদি অযোগ্য কারো ব্যাপারে অছিয়ত করে থাকেন, তার জন্য তিনিই দায়ী হবেন। কেননা অযোগ্য লোককে ক্ষমতাসীন করাকে রাসূল (ছাঃ) ক্বিয়ামতের লক্ষণ হিসাবে অভিহিত করেছেন *(বুখারী হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৪৩৯)*। অতএব মৌলিকভাবে সঊদী রাজতন্ত্র শরী‘আতবিরোধী গণ্য করার কোন সুযোগ নেই।

কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিই হ'ল 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। যেখানে মানুষ হ'ল সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং সেখানে অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত। পক্ষান্তরে ইসলামে আল্লাহ্র বিধানই চূড়ান্ত। গণতন্ত্রে আইন রচনার ভিত্তি হ'ল, মানুষের মনগড়া সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে ইসলামে আইনের ভিত্তি হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রথমে মুসলমানকে ঈমানের গণ্ডীমুক্ত করে। অতঃপর গণতন্ত্র তাকে মানুষের গোলাম বানায়। অতঃপর সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে ভোটারের মনস্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়। যা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই' *(ইউসুফ ১২/৪০)*। তিনি বলেন, যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল, তাহ'লে ওরা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। এছাড়া গণতন্ত্র তার অনুসারীদেরকে ক্ষমতালোভী করে তোলে। অথচ ক্ষমতার লোভ করা এবং তা চেয়ে নেওয়া শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(বুখারী হা/৭১৪৬, ২২৬১; মুসলিম হা/১৬৫২, ১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৬৮০, ৩৬৮৩)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৫/১৪৫।*

২. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ইসলামে আবশ্যিক হ'লেও যথাযথ পরিবেশ না পেলে নারী হিসাবে আমার করণীয় কি?

উত্তর : সঠিক জামা'আত খুঁজে নিয়ে নিজ থেকে তার আমীরের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করা এবং তা মেনে চলাই মুমিন নারী-পুরুষের কর্তব্য। এজন্য অঞ্চল বা দেশ শর্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল' *(তিরমিযী হা/২৪৬৫)*। তিনি বলেন, 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব' *(আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩১০৯)*। তিনি আরও বলেন, জামা'আতের উপরে আল্লাহ্র হাত থাকে' *(নাসাঈ হা/৪০২০; ছহীহুল জামে' হা/৩৬২১)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩১/১৯১।*

৩. হাদীছে বর্ণিত 'আমীরবিহীন মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু' বলতে কি বুঝানো হয়েছে? ভারতের বর্তমান হিন্দু শাসকই কি মুসলমানদের কুরআনে বর্ণিত উলুল আমর? যদি তা না হয় তবে আমাদের এলাকায় শারঈ ইমারত সম্পন্ন

কোন জামা'আত নেই যে আমরা তার আমীরের আনুগত্য করব। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : এর ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, তাদের মৃত্যু হবে ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগের মানুষদের ন্যায় ভ্রষ্টতার উপরে ও অনুসরণীয় আমীরবিহীন বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। এর অর্থ এই নয় যে, তারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। এখানে জাহেলী অবস্থার সাথে তুলনা করাটা ধমকি দেওয়া অর্থেও হ'তে পারে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুলবারী ৭০৫৩ নং হাদীছের ব্যাখ্যা)*।

অমুসলিম বা কোন ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম শাসক ঈমানদারগণের জন্য উলুল আমর হ'তে পারেন না। কারণ আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করার সাথে আমীরের আনুগত্য শর্তযুক্ত। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমাদের উপর নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামও আমীর নিযুক্ত হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তোমরা তাঁর কথা শোন ও মান্য কর' *(মুসলিম হা/১২৯৮; মিশকাত হা/৩৬৬২)*।

এমতাবস্থায় মুমিনদের জন্য আল্লাহভীরু যোগ্য আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রভেদ সত্ত্বেও এরূপ আমীরের অধীনে ইসলামী জীবনযাপন করা অসম্ভব নয়। যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জামা'আত পরিচালনা করবেন। যদিও রাষ্ট্রীয় শাসকের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে বাধ্যগত কারণে ও সামাজিক শৃংখলার স্বার্থে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(বুখারী হা/৭০৫২; মুসলিম হা/১৮৪৩; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে' *(মুসলিম হা/১৮৪৬; মিশকাত হা/৩৬৭৩)*। তবে আল্লাহ্র নাফরমানীতে কারু প্রতি আনুগত্য নেই *(ত্বাবারাণী হা/৩৮১; মিশকাত হা/৩৬৯৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৩৫৯।*

৪. মুসলিম বা অমুসলিম দেশের সরকার শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে সে দেশের মুসলিম নাগরিক বা প্রবাসীদের করণীয় কি?

উত্তর : এক্ষেত্রে কর্তব্য হ'ল (১) উত্তম পন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করা *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*। (২) দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য

জনমত গঠন করা এবং বৈধপন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো *(রা'দ ১৩/১১)*। (৩) বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা *(মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬)*। (৪) সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা *(বুখারী হা/৪৩৯২; মুসলিম হা/২৫২৪; মিশকাত হা/৫৯৯৬)*। (৫) সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮৯)*। (৬) প্রয়োজনে হিজরত করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) দাওয়াতের প্রথম দিকে যখন মক্কার মুসলিমদের উপর কাফেররা চরম নির্যাতন করছিল, তখন তিনি তাদেরকে পার্শ্ববর্তী ন্যায়নিষ্ঠ খ্রিষ্টান রাজা নাজাশীর হাবশা রাজ্যে হিজরত করার নির্দেশ দেন *(বায়হাক্বী হা/১৭৫১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৯০)*। (৭) আর মুসলিম সরকারের সুস্পষ্ট কুফরী প্রমাণিত হ'লে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কল্যাণকর হবে কি-না, সে বিষয়ে অবশ্যই দেশের নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম পরামর্শ করে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং মুসলিম নাগরিকগণ তাদের অনুসরণ করবেন। বিদ্রোহ করায় কল্যাণের চেয়ে যদি অকল্যাণ বেশী থাকে, তাহ'লে বিদ্রোহ করা যাবে না। বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন ফায়ছালা নাযিল হয় *(বাক্বারাহ ২/১০৯, তওবা ৯/২৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শাসকের নিকট থেকে কেউ অপসন্দনীয় কিছু দেখলে যেন সে ধৈর্যধারণ করে *(বুখারী হা/৭২০২; মুসলিম হা/১৮৬৭; মিশকাত হা/৩৬৬৭)*। তিনি আরো বলেন, এমতাবস্থায় তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(বুখারী হা/৭০৫২; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে' *(মুসলিম হা/১৮৪৬; মিশকাত হা/৩৬৭৩)*। তিনি বলেন, 'তোমরা তাদের হক দিয়ে দাও। কেননা আল্লাহ শাসকদেরকেই জিজ্ঞেস করবেন তাদের শাসন সম্পর্কে' *(বুখারী হা/৩৪৫৫; মুসলিম হা/১৮৪২; মিশকাত হা/৩৬৭৫)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ১১/২১১।*

৫. রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ দু'টি শর্ত প্রদান করেছেন। ঈমান ও আমলে ছালেহ। অর্থাৎ নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সৎকর্ম। এক্ষণে মুসলিম-অমুসলিম সকল দেশের মুসলিম নাগরিকদের জন্য মৌলিক কর্তব্য হ'ল নবী-রাসূলগণের দেখানো পথে

নিজেদের জীবনে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং নিরন্তর দাওয়াত ও সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনে চেষ্টিত হওয়া। এর মাধ্যমেই আল্লাহ চাইলে কাঙ্ক্ষিত খেলাফত কায়েম হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন। যেমন তিনি পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন *(নূর ২৪/৫৫-৫৬)*। এক্ষেত্রে যেমন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি শিরকী মতবাদ অনুসরণের কোন সুযোগ নেই, তেমনি চরমপন্থার অনুসরণে মানুষ হত্যায় লিপ্ত হওয়ারও কোন সুযোগ নেই।

জানা আবশ্যক যে, নিজের জীবনে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় বৈধ প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয দায়িত্ব। কিন্তু রাষ্ট্র কায়েম করাই ইসলাম এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করাই হ'ল ইক্বামতে দ্বীন বা দ্বীনের বিজয়, এটি হ'ল চরমপন্থী খারেজীদের আক্বীদা। ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে এর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে হুকূমত নয়। বরং ইক্বামতে তাওহীদ। যা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন' *(শূরা ৪২/১৩; বিস্তারিত দ্রঃ 'ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি' বই)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩২/৩১২।*

৬. ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক মন্ত্রীত্ব চেয়ে নেওয়ার দ্বারা বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক রাজনীতির যথার্থতা প্রমাণিত হয় কি?

উত্তর : প্রথমতঃ ইউসুফ (আঃ)-এর মাধ্যমে দেশের নেতার কাছে নিজের যোগ্যতা তুলে ধরে তা ব্যবহারের মাধ্যমে আসন্ন দুর্ভিক্ষ পীড়িত সাধারণ জনগণের স্বার্থ রক্ষার সুযোগ প্রার্থনা করেছিলেন মাত্র। যেমনটি এ যুগেও যেকোন কর্মের ক্ষেত্রে পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা তুলে ধরা হয়। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এর মধ্যে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার দলীল রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি কোন বিষয়ে নিজেকে আমানতদার ও যোগ্য বলে নিশ্চিতভাবে মনে করেন' *(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৯৬)*। কুরতুবী বলেন, মিসরে ঐ সময় ইউসুফের চাইতে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় যোগ্য ও আমানতদার কেউ ছিল না বিধায় ইউসুফ (আঃ) উক্ত দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন' *(কুরতুবী, ইউসুফ ৫৫ আয়াতের তাফসীর)*।

দ্বিতীয়তঃ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য কেবল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনীত শরী'আতই অনুসরণীয়। পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য প্রবর্তিত কোন বিধান অনুসরণীয় নয় *(মায়েদাহ ৫/৪৮; মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*। আর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৬৮০, ৩৬৮৩)*।

তৃতীয়তঃ গণতন্ত্রে কেবল নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া হয় না বরং এখানে মানুষের মনগড়া আইন রচনার ও মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট চাওয়া হয়। ইউসুফ (আঃ) দায়িত্ব চেয়ে নিয়ে নিজের মনগড়া আইন চালু করতে চাননি। বরং নবী হিসাবে তিনি আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী মিসরের ভঙ্গুর অর্থব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুন্দর করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং এর সাথে প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের তুলনা করার কোন সুযোগ নেই *(নবীদের কাহিনী ১/২০৭ পৃ.)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪০/৩৬০।*

৭. বাজার কমিটি, বিভিন্ন সমিতির কমিটি ইত্যাদি গঠনের ক্ষেত্রে প্রার্থী হওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রার্থী হয়ে ভোট বা সমর্থন চাওয়া জায়েয নয়। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা আমাদের কোন কাজে এমন ব্যক্তিকে নেতা নিযুক্ত করি না, যে তা চেয়ে নেয় বা লোভ করে বা তার আকাঙ্ক্ষা করে' *(বুখারী হা/৭১৪৯, ২২৬১; মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৬৮৩)*। একদা তিনি আব্দুর রহমান বিন সামুরা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে আব্দুর রহমান বিন সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কারণ তোমাকে যদি নেতৃত্ব চাওয়ার ফলে দেওয়া হয় তাহ'লে সেদিকেই তোমাকে সমর্পণ করা হবে। আর যদি না চেয়েই তুমি নেতৃত্ব পেয়ে যাও তবে এর জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হবে' *(বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৪১২)*।

অতএব সমাজের গণ্যমান্য, সৎ ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করে, তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে একজনকে নেতা নির্বাচন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তুমি লোকদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর সংকল্পবদ্ধ হ'লে আল্লাহ্র উপর ভরসা কর' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৫/১৯৫।*

শিষ্টাচার

১. যেসব পোষাকে মানুষের কোন অঙ্গের যেমন কেবল হাতের ছবি থাকে সেসব পোষাক পরিধান করায় কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : যা দেখলে বুঝা যায় যে এটি প্রাণীর অঙ্গ, এরূপ ছবিযুক্ত পোশাক ব্যবহার করা যাবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন কিছু বাড়ীতে দেখলে তা বিনষ্ট করে দিতেন *(বুখারী হা/৫৯৫২; মিশকাত হা/৪৪৯১ 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৭৪।*

২. মোযা টাখনুর উপর পর্যন্ত পরা থাকলে প্যান্ট টাখনুর নীচে পরা যাবে কি?

উত্তর : যাবে না। কারণ উভয়ের বিধান পৃথক। শরী'আতে মোযা পরিধান সিদ্ধ *(ইবনু মাজাহ হা/৫৪৯; তিরমিযী হা/২৮২০; মিশকাত হা/৪৪১৮)*। কিন্তু টাখনুর নীচে কাপড় পরা হারাম। টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না, তার সাথে কথা বলবেন না এবং তাকে (গোনাহ থেকে) পবিত্রও করবেন না *(মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন টাখনুর নীচে কাপড় যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে' *(বুখারী হা/৫৭৮৭; মিশকাত হা/৪৩১৪)*। অতএব সর্বাবস্থায় এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/১১।*

৩. পিতার অবর্তমানে বড় ভাই পিতার সমতুল্য। এ মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে কি?

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৭০)*। তবে বড় ভাই অবশ্যই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৩৯; তিরমিযী হা/১৯২০)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩/৪৩।*

৪. জনৈক আলেম বলেন, বিদায়কালে মুছাফাহা করতে হবে না, কেবল সালাম দিতে হবে। কারণ মুছাফাহা করার হাদীছ যঈফ। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : বিদায় বেলায় মুছাফাহা করা যাবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন, তখন তার হাত ধরতেন

এবং বিদায় হওয়া ব্যক্তি তাঁর হাত না ছাড়া পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ) তার হাত ছাড়তেন না। অতঃপর তিনি দো'আ করতেন...' *(তিরমিযী হা/৩৪৪২; মিশকাত হা/২৪৩৫)*। -*নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/৬৬*।

৫. চার হাতে মুছাফাহা করার বিষয়টি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : মুছাফাহা (المصافحة) শব্দটি বাবে مفاعلة-এর ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থ, الإفضاء بصفحة اليد إلي صفحة اليد অর্থাৎ এক হাতের তালুর সাথে অন্য হাতের তালুকে আঁকড়িয়ে ধরা *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১১/৫৪)*। আরবী ভাষার কোন অভিধানে চার হাতের সংযোগকে মুছাফাহা বলে অভিহিত করা হয়নি। আর দুই দুই করে চার হাতের তালু মিলিয়ে মুছাফাহার প্রমাণে কোন মারফূ হাদীছ নেই *(তানকীহুর রুওয়াত শরহ মিশকাত ৩/২৮৭ পৃ., টীকা-৬)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, আমি কি আমার বন্ধুর আগমনে মাথা নত করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তবে কি আলিঙ্গন করব? তিনি বললেন, না। আমি কি তাকে চুম্বন করব? তিনি বললেন, না। সে বলল যে, তবে কি তার এক হাতে মুছাফাহা করব? (أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(তিরমিযী হা/২৭২৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২; ছহীহাহ হা/১৬০; মিশকাত হা/৪৬৮০ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)*।

হাসান ইবনে নূহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে বুসরকে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার এই হাতের তালুটি দেখেছ? তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এই তালুটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তালু মোবারকে রেখেছি। অর্থাৎ মুছাফাহা করেছি *(আহমাদ হা/১৭৭২৬, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩০ পৃ. 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ)*।

তবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর হাতের তালুটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দু'হাতের তালুর মধ্যে ছিল *(বুখারী হা/৬২৬৫)*। উক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যায় আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী স্বীয় ফৎওয়া গ্রন্থে বলেছেন, হাদীছটি মুছাফাহার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ

করেছিলেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৮৭৫-এর ভাষ্য, ৭/৫২২; ছালাতুর রাসূল পৃ. ২৭৭)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর উক্ত হাদীছ থেকেও চার হাতের তালু মিলানো প্রমাণিত হয় না; বরং তিন হাতের তালু প্রমাণিত হয়। সুতরাং উভয়ের ডান হাতের তালু দ্বারা মুছাফাহা করাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৭/১২৭।*

৬. হাদিয়া ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? বিশেষত অসৎ নিয়তে যে হাদিয়া প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর : ইসলাম পরস্পরকে হাদিয়া দিতে উৎসাহিত করেছে। পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টিতে তা সহায়ক হয় *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা দাওয়াত কবুল কর এবং হাদিয়া ফেরৎ দিয়ো না ...' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৫৭; আহমাদ হা/৩৮৩৮, সনদ ছহীহ)*। তিনি বলেন, কারো নিকটে তার মুসলিম ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কোন হাদিয়া আসে, অথচ তার প্রতি তার কোন কামনা নেই, এক্ষেত্রে তা ফিরিয়ে না দিয়ে সে যেন তা গ্রহণ করে। কারণ এটা এমন রিযিক, যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন *(আহমাদ হা/১০৩৬৩; ছহীহাহ হা/১০০৫)*। তবে যৌক্তিক কারণে হাদিয়া ফেরৎ দেওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) আবওয়া নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় থাকাকালে জনৈক ব্যক্তি একটি বন্য গাধা হাদিয়া হিসাবে দিলে তিনি তা ফেরৎ দেন। এতে লোকটি মন খারাপ করলে তিনি বলেন, আমরা হাদিয়া ফেরৎ দেই না। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় থাকার কারণে ফেরৎ দিলাম *(বুখারী হা/১৮২৫; মুসলিম হা/১১৯৩; মিশকাত হা/২৬৯৬)*। আর অসৎ উদ্দেশ্যে হাছিলের উদ্দেশ্যে কেউ হাদিয়া প্রদান করলে তা গ্রহণ করা যাবে না। যেমন বেতনভুক কর্মচারী কর্তৃক অন্যদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা *(বুখারী হা/২৫৯৭; মুসলিম হা/১৮৩২; মিশকাত হা/১৭৭৯)*। ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণদাতার পাওনার অতিরিক্ত হাদিয়া গ্রহণ করা *(বুখারী হা/৩৮১৪; ইরওয়া হা/১৩৯৭)* ইত্যাদি। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১২/৯২।*

৭. জনৈক ব্যক্তি বলে, যে ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত টুপী পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন সূর্যের তাপ ঐ ব্যক্তির শরীরে লাগবে না। এ বর্ণনার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : কথাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। উল্লেখ্য যে, মাথা ঢাকা বা টুপী পরা শিষ্টাচারমূলক পোষাকের অন্তর্ভুক্ত। এটাকে তাক্বওয়ার পোশাক হিসাবে গণ্য করা হয় *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৪৭)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩০/১১০।*

৮. আপন শ্যালিকার পরিবার কি আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হবে? ২৭ বছর পূর্বে শ্যালিকার বিবাহ থেকে তাদের সাথে সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে কি আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী হিসাবে গোনাহগার হ'তে হবে?

উত্তর : আত্মীয় দু'রকমের। পিতৃ বংশগত ও শ্বশুর বংশগত। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। এছাড়া দুগ্ধসম্পর্কীয় আত্মীয়ও রয়েছে। যারা বংশগত আত্মীয়ের ন্যায় *(নিসা ৪/২৩)*। শ্যালিকা হ'ল শ্বশুর বংশগত আত্মীয়াদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২)*। তবে দ্বীনী কারণে সাময়িকভাবে কাউকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে *(বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৭৭।*

৯. আমি নওমুসলিম হিসাবে অমুসলিম পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারব কি? তাদের সাথে বসবাস ও তাদের রান্না করা খাবার খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : অমুসলিম পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার সাথে সর্বাবস্থায় সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন *(লোকমান ৩১/১৫)*। রাসূল (ছাঃ) আসমা (রাঃ)-কে তার অমুসলিম মায়ের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৩১৮৩, মুসলিম হা/১০০৩ (৫০); মিশকাত হা/৪৯১৩)*। এছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথেই বসবাস করতেন *(মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*। তাদের রান্না করা খাবার খেতেও কোন বাধা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) ইহূদী ও মুশরিক মহিলার বাড়ীতে খেয়েছেন ও পান করেছেন *(বুখারী হা/৩৪৪, মিশকাত হা/৫৮৮৪, ৫৯৩১)*। তবে তাদের যবহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না *(বাক্বারাহ ২/১৭৩; মায়েদাহ ৫/৩)*। আর ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে একটি কারুকার্য

খচিত রেশম মিশ্রিত পোষাক আসলে তিনি তা ওমর (রাঃ)-কে প্রদান করলে তিনি তা মক্কায় অবস্থানকারী তার মুশরিক ভাইয়ের পরিধানের জন্য পাঠিয়ে দেন *(বুখারী হা/৫৯৮১)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১/১২১।*

১০. হোটেলের বেঁচে যাওয়া খাবার আশ-পাশে থাকা কুকুরদের খাইয়ে দেওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? এতে বেওয়ারিশ কুকুর পোষার ন্যায় গোনাহগার হ'তে হবে কি?

উত্তর : হোটেলের বেঁচে যাওয়া খাবার গরীব মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়াই উত্তম। তবে তা সম্ভব না হ'লে পশু-পাখিকে দেওয়ায় কোন বাধা নেই। বরং এতে প্রভূত নেকী অর্জিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক তাযা প্রাণ রক্ষায় ছওয়াব রয়েছে। এক লোক এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়' *(বুখারী হা/২৩৬৩; মিশকাত হা/১৯০২)*। তিনি বলেন, 'একজন ব্যভিচারিণী নারী একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে জান্নাতে যাবে' *(বুখারী হা/৩৪৬৭)*। আর বেঁচে যাওয়া খাবার পশু-পাখিকে খাওয়ানোর সাথে প্রাণী পোষার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব কুকুরকে খাবার দেওয়ায় গুনাহ হবে না। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১০/১৩০।*

১১. ডান হাতে তাসবীহ গণনার সময় ডান দিকের আঙ্গুল দিয়ে শুরু করতে হবে কি?

উত্তর : ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে তাসবীহ গণনা করতে হবে। কেননা ঝুলন্ত হাতের স্বাভাবিক অবস্থা হ'ল উপুড় থাকা। অতঃপর স্বাভাবিক গণনা হ'ল ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কনিষ্ঠ আঙুলের গোড়া থেকে গণনা শুরু করা। অতএব তাসবীহ গণনা সেভাবেই হবে। কেননা ইসলাম হ'ল স্বভাবধর্ম *(রূম ৩০/৩০)*। তাই স্বভাববিরুদ্ধভাবে গণনা করা ঠিক নয়। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২২/১৪২।*

১২. পরিবারে পর্দা রক্ষার স্বার্থে পৃথক বাড়ি বানাতে চাই। কিন্তু পিতা-মাতা রাযী হচ্ছেন না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

উত্তর : পর্দা এবং পিতা-মাতার আনুগত্য উভয়টিই অতি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে যে তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না, তাদের মধ্যে

অন্যতম হ'ল পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি ও দাইয়ূছ তথা বাড়ীর মেয়েদের বেহায়াপনার ব্যাপারে উদাসীন পুরুষ *(নাসাঈ হা/২৫৬২; ছহীহাহ হা/৬৭৪)*। তাই এক্ষেত্রে পর্দার গুরুত্বের বিষয়টি পিতা-মাতাকে বুঝাতে হবে এবং সেখানেই পর্দার ব্যবস্থাপনা মযবূত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কোনভাবেই সম্ভব না হ'লে তাদের প্রতি সদাচরণ এবং তাদেরকে সাধ্যপক্ষে সন্তুষ্ট রেখে পর্দার সুবিধা সম্বলিত পৃথক গৃহে স্থানান্তরিত হ'তে হবে। কেননা পিতা-মাতা শরী'আত বিরোধী কোন কাজে চাপ দিলে তা মানা যাবে না *(লোকমান ৩১/১৫)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৩/১৫৩।*

১৩. একই ঘরে পৃথক বিছানায় পিতা ও প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে অথবা ভাই ও বোন থাকতে পারবে কি?

উত্তর : পিতা ও পুত্র পারবে। হাদীছে বিছানা পৃথক করতে বলা হয়েছে, ঘর নয় *(আহমাদ হা/৬৭৫৬, ৬৬৮৯; মিশকাত হা/৫৭২ 'ছালাত' অধ্যায়)*। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে পৃথক পৃথক ঘরে অবস্থান করাই কর্তব্য। -*মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৮/২১৮।*

১৪. আমাদের মসজিদের কিছু মুছল্লী অন্য মুছল্লীদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে তাদের অনুপস্থিতিতে আলোচনা করেন। এক্ষণে এটা কি গীবত হবে?

উত্তর : নিজেদের ইছলাহের জন্য উদাহরণ স্বরূপ অন্য কারু কোন ত্রুটির প্রসঙ্গ উঠে এলে এবং সেখানে কোন মন্দ উদ্দেশ্য না থাকলে সেটা গীবত হবে না। যেভাবে হাদীছের সনদ সমূহের ভাল-মন্দ যাচাই করা হয়ে থাকে। কপট উদ্দেশ্য থাকলে সেটা গীবত হবে। কারণ শরী'আতে গীবত বলা হয়, কারু মধ্যে বিদ্যমান দোষ সম্পর্কে তার অগোচরে বলা, যা সে অপসন্দ করে *(মুসলিম হা/২৫৮৯; মিশকাত হা/৪৮২৮)*। গীবতকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ ঐসব লোকদের জন্য, যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা করে' *(হুমাযাহ ১০৪/১)*। অন্য আয়াতে একে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। এক্ষণে সকলের জন্য আবশ্যক হবে কারু দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হ'লে নেকীর উদ্দেশ্যে একাকী তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া অথবা তা গোপন রাখা। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মুমিন তার ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। যখন তার কোন দোষ দেখবে, (একে অপরকে) তা

সংশোধন করে দেবে *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৩৮, সনদ হাসান)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন' *(বুখারী হা/২৪৪২; ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৪)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ২০/৩০০।*

১৫. উপুড় হয়ে শোয়ার বিধান কি?

উত্তর : এভাবে শোয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ রকম শোয়া পসন্দ করেন না *(তিরমিযী হা/২৭৬৮; মিশকাত হা/৪৭১৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এরূপ শয়ন আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৪৭; মিশকাত গা/৪৭১৯)*। বরং ডানকাতে শোয়া সুন্নাত *(বুখারী হা/৬৩১৫; মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৫)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৫/৩২৫।*

১৬. কোন ব্যাপারে কারো সাথে অঙ্গীকার করে পরবর্তীতে তা ভঙ্গ করার পরিণাম কি?

উত্তর : প্রথমতঃ বিনা ওযরে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কাবীরা গুনাহ *(মায়েদাহ ৫/০১; যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের ১/১৬৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার অঙ্গীকার পূরণ নেই তার দ্বীন নেই' *(আহমাদ হা/১২৪০৬; মিশকাত হা/৩৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩০০৪)*। দ্বিতীয়তঃ এটি মুনাফিকের লক্ষণ *(বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮; মিশকাত হা/৫৬)*। তৃতীয়তঃ এরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্র লা'নতপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের অন্তর শক্ত হয়ে যায় *(মায়েদাহ ৫/১৩)*। চতুর্থতঃ এর কুপ্রভাবে সমাজে অশান্তি ও হত্যাকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে *(হাকেম হা/২৫৭৭; ছহীহাহ হা/১০৭)*। পঞ্চমতঃ অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের আল্লাহ তা'আলা নিকৃষ্ট সৃষ্টি (شر الدواب) বলে আখ্যায়িত করেছেন *(আনফাল ৮/৫৫-৫৬)*। অতএব যেকোন মূল্যে অঙ্গীকার পূর্ণ করা জান্নাত পিয়াসী মুমিনের আবশ্য কর্তব্য।

স্মর্তব্য যে, ভুলে যাওয়া, বাধ্যগত অবস্থা, হারাম কাজ করা বা ওয়াজিব তরক করার ব্যাপারে অঙ্গীকার করা, হঠাৎ রোগ-শোকে আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতি কারণবশতঃ অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে মুমিন ব্যক্তি ক্ষমা চাইলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ *(বাক্বারাহ ২/১৮৬; ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; মিশকাত হা/৬২৮৪)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৩/১৯৩।*

১৭. কোন কোন ক্ষেত্রে গীবত করা যায়?

উত্তর : গীবত করা হারাম *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। এর ক্ষতিকর প্রভাবে ব্যক্তি থেকে সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে স্রেফ ইছলাহের উদ্দেশ্যে ও নেকীর আশায় জনকল্যাণার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা করা যায়। যেটা আসলে গীবত নয়। বরং সত্য তুলে ধরা। যেমন (১) অত্যাচারীর অত্যাচার প্রকাশ করার জন্য (২) সমাজ থেকে অন্যায় দূর করা এবং পাপীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য (৩) হাদীছের সনদ যাচাইয়ের জন্য (৪) মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করার জন্য (৫) পাপাচার ও বিদ'আত থেকে সাবধান করার জন্য (৬) প্রসিদ্ধ নাম বলে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২৫৬ অনুচ্ছেদ, পৃ. ৫৭৫; মুসলিম হা/২৫৮৯ 'গীবত হারাম হওয়া' অনুচ্ছেদ, নববীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৪/২৩৪।*

১৮. চাকুরীস্থল বা সফর থেকে বাড়ী ফিরার সময় গৃহবাসীর জন্য ফলমূল, খাদ্যদ্রব্য বা মিষ্টান্ন নিয়ে আসা কি সুন্নাত?

উত্তর : এটি সুন্নাত নয়। বরং মুস্তাহাব। কারণ হাদিয়া প্রদান করলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও ও মহব্বত বৃদ্ধি কর' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪)*। আর রাসূল (ছাঃ) মুসলিম ভাইয়ের জন্য আনন্দদায়ক কিছু করাকে তার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় আমলসমূহের অন্যতম হিসাবে গণ্য করেছেন *(মু'জামুল কাবীর হা/১৩৬৪৬; ছহীহাহ হা/৯০৬)*। অতএব হাদিয়ার জন্য নিজ পরিবার নিঃসন্দেহে অধিক হকদার। তবে 'তোমাদের কেউ সফর থেকে ফিরে আসলে সে তার পরিবারের জন্য একটি পাথর হ'লেও হাদিয়া নিয়ে আসবে' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ *(দায়লামী হা/১১৮২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬১৩)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৮/৩২৮।*

১৯. যুলুমের শিকার হওয়ার পরও মুসলিম ভাইকে ক্ষমা করার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : সর্বাবস্থায় মানুষকে ক্ষমা করার গুরুত্ব ও ফযীলত অত্যধিক। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের সাথে করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর,

তাহ'লে ধৈর্যশীলদের জন্য নিশ্চয়ই সেটি উত্তম' *(নাহাল ১৬/১২৬)*। তিনি বলেন, 'আর যদি তোমরা মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং মাফ করে দাও। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু' *(তাগাবুন ৬৪/১৪)*। আল্লাহ বলেন, 'তুমি ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর, লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল' *(আ'রাফ ৭/১৯৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা যুলুমের শিকার হওয়ার পর যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছবর করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন' *(তিরমিযী হা/২৩২৫; মিশকাত হা/৫২৮৭)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা ক্ষমা কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৮০; আহমাদ হা/৬৫৪১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৬৫)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ০১/৪০১।*

২০. মাথার চুল রাখার সুন্নাতী তরীকা কি?

উত্তর : মাথার চুল লম্বা ও খাটো উভয়টিই রাখা জায়েয। তবে এটি 'সুনানুয যাওয়ায়েদ' বা ব্যবহারগত অতিরিক্ত সুন্নাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যার উপর আমল করা উত্তম। তবে ছেড়ে দেওয়া অপসন্দনীয় নয়' *(শরীফ জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, বৈরূত ছাপা ১৪০৮/১৯৮৮ 'সুন্নাতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, পৃ. ১২২)*।

বড় চুল তিন পদ্ধতিতে রাখা যায়। (১) ওয়াফরা, যা কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত *(আবুদাঊদ হা/৪২০৬)* (২) লিম্মা, যা ঘাড়ের মধ্যস্থল পর্যন্ত *(মুসলিম হা/২৩৩৭)* (৩) জুম্মা, যা ঘাড়ের নীচ পর্যন্ত *(নাসাঈ হা/৫০৬৬)*।

আবু ইসহাক বলেন, আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যার মাথায় লম্বা চুল ছিল। তিনি বলেন, এটি উত্তম সুন্নাত। যদি আমরা সক্ষম হই, তাহ'লে আমরাও অনুরূপ লম্বা চুল রাখব। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জুম্মা চুল ছিল। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৯ জন ছাহাবীর লিম্মা চুল ছিল। ১০ জন ছাহাবীর জুম্মা চুল ছিল। ইমাম আহমাদ নিজে মধ্যম সাইজের চুল রাখতেন *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৭৩-৭৪ পৃ. 'চুল ছাঁটা ও মুণ্ডনের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*।

ছাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাঃ) একদিন লম্বা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) মাছি বসবে, মাছি বসবে (ذُبَابٌ ذُبَابٌ) বলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। ফলে তিনি ফিরে গিয়ে পরে চুল কেটে

খাট করে এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি সুন্দর (هَذَا أَحْسَنُ) *(আবুদাঊদ হা/৪১৯০; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৭৩-৭৪ পৃ. 'চুল ছাঁটা ও মুণ্ডনের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ২০/৩৮০।*

২১. একটি প্লেটে কয়েকজন মিলে ভাত খাওয়ায় কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : এভাবে খাওয়াতে বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নিকট প্রিয় খাদ্য হ'ল যাতে অনেক হাত অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ যে খাদ্য অনেকে এক সাথে খায় *(আবু ইয়া'লা হা/২০৪৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭১; ছহীহাহ হা/৮৯৫)*। আব্দুল্লাহ বিন বুসর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য একটি ছাগল হাদিয়া পাঠানো হ'ল। সেদিন খাদ্য অল্প ছিল। ফলে তিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, এই ছাগলটি রান্না কর। আর এই যে আটা এ দিয়ে রুটি তৈরী কর এবং তা টুকরা টুকরা করে ঝোলের উপর ছড়িয়ে দাও। নবী করীম (ছাঃ)-এর একটি (বড়) গামলা ছিল যাকে 'গাররা' (الْغَرَّاءُ) বলা হ'ত। চারজন লোক সেটাকে বহন করত। যখন সকাল হ'ল এবং তারা ছালাতুয যুহা আদায় করল তখন ঐ গামলাটি আনা হ'ল, লোকেরা তার চার পাশে জমা হ'ল। যখন লোক সংখ্যা বেশী হ'ল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাঁটু গেড়ে বসলেন। এতে এক বেদুঈন বলল, এ কোন ধরনের বসা? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে উদার ও বিনয়ী বান্দা হিসাবে পাঠিয়েছেন, অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী হিসাবে পাঠাননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা এই খাদ্যের পার্শ্ব থেকে খাও, মধ্যভাগ থেকে খেয়ো না। কেননা মধ্যভাগে তোমাদের জন্য বরকত দান করা হয়। তারপর বললেন, তোমরা নাও এবং খাও। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন! অবশ্যই তোমাদেরকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের উপর বিজয় দান করা হবে, তখন খাদ্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে, কিন্তু সে খাদ্যের উপরে (খাওয়ার সময়) আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হবে না' (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলা হবে না) *(শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৬১; আবুদাঊদ হা/৩৭৭৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২১২২; ছহীহাহ হা/৩৯৩)*।

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে খেলাফতে রাশেদাহ্র সময় যা কার্যকর হয়। এর মধ্যে একথাও রয়েছে যে, অঢেল সম্পদ লাভের পর মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিলাসী লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা খাওয়ার সময় আল্লাহ্র স্মরণ নিতে

ভুলে যাবে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণ সদা জাগ্রত থাকলে বান্দা অপচয় করে না। কেননা অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই *(ইসরা ১৭/২৭)*। কিন্তু বিলাসী লোকেরা খাদ্যে অপচয় করে থাকে। শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার উদ্দেশ্য হ'ল সেটাই। -*জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩১/৩৯১।*

২২. ডাক্তার হিসাবে পরিস্থিতির কারণে অনেক সময় নারীদের অপারেশন করতে বাধ্য হ'তে হয় এবং তাতে তাদের গোপন স্থানও দৃষ্টিগোচর হয়। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

উত্তর : চিকিৎসার স্বার্থে বাধ্যগত অবস্থায় এরূপ করা যেতে পারে *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। তবে সাধ্যমত ইসলামী পর্দার বিধান মেনে অপারেশন করবেন এবং দৃষ্টিকে নত রাখতে চেষ্টা করবেন *(নূর ২৪/৩০)*। হৃদয়কে কলুষমুক্ত রাখবেন। কারণ আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয় জানেন এবং তিনি হৃদয়ের খবর রাখেন *(মুলক ৬৭/১৩)*। -*জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ১২/৩৭২।*

২৩. অনেকে বলেন, বেগানা নারীর দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে একবার দৃষ্টিপাত করা যায়। এতে কোন গুনাহ হবে না। এটা কি ঠিক?

উত্তর : একথার কোন সত্যতা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুমিন নর ও নারীকে স্ব স্ব দৃষ্টিকে পরস্পর থেকে নত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। জারীর (রাঃ) বলেন, হঠাৎ নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে *(আবুদাঊদ হা/২১৪৮; ছহীহুল জামে' হা/১০১৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে সতর্ক করে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য মাফ। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(আহমাদ হা/২৩০২৪; তিরমিযী হা/২৭৭৭; আবুদাঊদ হা/২১৪৯; মিশকাত হা/৩১১০; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫৩)*। এর অর্থ এই নয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে একবার দৃষ্টিপাত করা যাবে। বরং এখানে অনিচ্ছাকৃতভাবে একবার দৃষ্টিপাতকে ক্ষমা করা হয়েছে। -*আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৪৩৩।*

মহিলা বিষয়ক

১. মহিলা সমাবেশে পুরুষ বক্তার সালামের জবাব বা পুরুষের কোন প্রশ্নের জবাব মহিলারা সরবে দিতে পারবে কি?

উত্তর : মহিলা সমাবেশে পুরুষ বক্তার সালামের জবাব মহিলারা নীরবে দিবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২৫/১৬৬)*। ফিৎনার আশংকা না থাকলে পুরুষের কোন প্রশ্নের জবাব মহিলারা সরবে দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বহু ছাহাবীর প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন *(তিরমিযী হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৬১৮৫)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৯/৭৯।*

২. নারীদের কসমেটিকস সামগ্রীর ব্যবহার করায় কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : নারীরা গৃহাভ্যন্তরে পর্দার মধ্যে নিজেকে সুসজ্জিত করার লক্ষ্যে কসমেটিকস ব্যবহার করতে পারে *(আবুদাঊদ হা/৪০৪৮; আহমাদ হা/১৯৯৮৯; মিশকাত হা/৪৪৪৩)*। আয়েশা (রাঃ)-কে বাসর রাতের জন্য সাজানো হয়েছিল *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৬; আলবানী, আদাবুয যিফাফ পৃ. ১৯)*। তবে পবিত্রতা ও শালীনতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি প্রবেশে বাধা সৃষ্টিকারী কোন বস্তু যেমন পুরু নেইল পালিশ ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। কেননা ওযূ-গোসলের ক্ষেত্রে দেহের সামান্য কোন স্থান শুকনা থাকলেও পবিত্রতা অর্জিত হয় না *(মুসলিম হা/২৪৩; সুবুলুস সালাম হা/৫০)*। এছাড়া সুগন্ধি ব্যবহার করে নারীদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ *(তিরমিযী হা/২৭৮৬; নাসাঈ হা/৫১২৬, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১০৬৫)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৬/২১৬।*

৩. নারীরা মাসিক অবস্থায় ভাত রান্না করতে পারবে না, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত বা স্পর্শ করতে পারবে না। এসব কথার সত্যতা আছে কি?

উত্তর : মাসিক অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াত ব্যতীত যেকোন কাজ করা যাবে *(মুসলিম হা/৩০২, মিশকাত হা/৪৫৬; উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ১/৩৪৯ পৃ.)*। স্মর্তব্য যে, মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে পৃথক রাখা ইহূদীদের কাজ। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, 'ইহূদীদের কোন স্ত্রীলোকের যখন মাসিক হ'ত, তখন স্বামীরা তাদের সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করত না, একত্রে থাকত না। এ বিষয়ে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহপাক সূরা বাক্বারাহ্র ২২২ আয়াত নাযিল করেন। যেখানে মাসিক অবস্থায় শুধু

সহবাস নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস ব্যতীত সবকিছু করতে পার' *(মুসলিম হা/৩০২; মিশকাত হা/৫৪৫)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৮/৩৬৮।*

৪. মেয়েরা বোরকা পরে সাইকেল ইত্যাদি চালিয়ে স্কুলে যেতে পারবে কি?

উত্তর : বোরকা পরে হ'লেও মেয়েদের কোন ধরনের ড্রাইভ করা ঠিক নয়। প্রথমতঃ এগুলি পুরুষালী কাজ এবং এতে তার বেহায়াপনা প্রকাশ পায়। আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় বেহায়াপনাকে নিষিদ্ধ করেছেন *(আ'রাফ ৭/৩৩)*। এমনকি এরূপ কাজের নিকটবর্তী হ'তেও নিষেধ করেছেন *(আন'আম ১৫৩)*। দ্বিতীয়তঃ তার দিকে পরপুরুষের কুদৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এতদ্ব্যতীত এতে তার স্বাস্থ্যগত এবং অন্যান্য ক্ষতির সমূহ আশংকা থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্ষতি করো না, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১)*। যদিও প্রয়োজনে পর্দার সাথে তাদের বাইরে যাওয়া জায়েয রয়েছে, যা বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আবুদাউদ হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/৩২৫১)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৫/১৩৫।*

৫. ছেলের বয়স কত বছর হ'লে সে যেকোন সফরের ক্ষেত্রে মায়ের মাহরাম হিসাবে গণ্য হবে?

উত্তর : মাহরাম হওয়ার জন্য বালেগ ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া শর্ত *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৭/৪০-৪১)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে শিশু কারো মাহরাম হিসাবে গণ্য হবে কি-না সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, না। যতক্ষণ না তার স্বপ্নদোষ হয়।... মাহরাম থাকার উদ্দেশ্য হ'ল নারীকে হেফাযত করা। আর প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত উক্ত উদ্দেশ্য হাছিল হওয়া সম্ভব নয় *(ইবনু কুদামা, মুগনী ৩/৯৯)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৯/১২৯।*

৬. মহিলারা নিজেদের মধ্যে তা'লীম করতে পারে কী?

উত্তর : মহিলারা নিজেদের মধ্যে তা'লীম করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোন কওম কোন গৃহে বসে, অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত করে এবং তা পর্যালোচনা করে, সেখানে তাদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে প্রশান্তি নাযিল হয় ও ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে... *(মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪)*। যেমন তা'লীমী বৈঠক, ওয়ায মাহফিল, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অন্য যেকোন দ্বীন শিক্ষার মজলিস ইত্যাদি। আর ইসলামী বিধান পালনের ক্ষেত্রে

Contents

নারীরা পুরুষের সমগোত্রীয় *(আবুদাঊদ হা/২৩৬; মিশকাত হা/৪৪১; ছহীহাহ হা/২৮৬৩)*। তবে সেখানে শারঈ পর্দা, পূর্ণ নিরাপত্তা ও অভিভাবকের অনুমতি অবশ্যই থাকতে হবে।

স্মর্তব্য যে, মহিলারা যেমন নিজেদের মধ্যে তা'লীমী বৈঠক করতে পারেন, তেমনি দ্বীনী বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন পুরুষ আলেমের নিকটেও দ্বীন শিখতে পারেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) নারীদের উপদেশ দেওয়ার জন্য তাদের দাবীক্রমে পৃথক একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন' *(বুখারী হা/৭৩১০; মিশকাত হা/১৭৫৩)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৭/৪৩৭।*

৭. আমি একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান। বাড়ির সবাই অত্যন্ত মিশুক ও ঘনিষ্ঠ। আমার স্ত্রীর জন্য সেখানে পুরোপুরি পর্দার বিধান মেনে চলা সম্ভব হয় না। চাচাতো ভাইদের সাথে কথা না বললে বা খাবার পরিবেশন না করলে তারা অসামাজিক বলে। পৃথক বাড়ি করার মত আর্থিক সামর্থ্যও আমার নেই। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

উত্তর : পূর্ণ পর্দা ও সর্বোচ্চ সংযম বজায় রেখেই খাবার পরিবেশন ও প্রয়োজনীয় কথা বলবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। এক্ষেত্রে এমনভাবে চলতে হবে যেন কখনো কারু সাথে নিরিবিলি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি না হয়। তাতে গুনাহের সুযোগ সৃষ্টি হ'তে পারে। সাথে সাথে পর্দার শারঈ বিধান সবাইকে বুঝানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ। এরপরেও অসম্ভব বিবেচিত হ'লে যেকোন উপায়ে পৃথক বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কোনক্রমেই গুনাহের সাথে আপোষ করা যাবে না। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৮/৩৪৮।*

৮. সন্তান জন্মের সময় জন্মদাতা মহিলার স্বামী ধাত্রী তথা মহিলা ডাক্তারের সাথে সহযোগিতা করতে পারবেন কি?

উত্তর : পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা থাকলে না থাকাই উত্তম। কারণ সেখানে স্ত্রী ব্যতীত অন্যেরা গায়ের মাহরাম। আর বিষয়টিও নারী সংশ্লিষ্ট। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন পরপুরুষ যদি কোন মহিলার সঙ্গে নিরিবিলি হয়, তাহ'লে সেখানে তৃতীয়জন উপস্থিত হয় শয়তান' *(তিরমিযী হা/২১৬৫; মিশকাত হা/৩১১৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯০৮)*। তবে নিরুপায় অবস্থায় সাধ্যমত পর্দা রেখে সহযোগিতা করায় বাধা নেই। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৫/৩৯৫।*

শিক্ষাব্যবস্থা

১. আমি বিভিন্ন সমস্যার কারণে নবম-দশম শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের একত্রে প্রাইভেট পড়াই। মেয়েরা ওড়না পরে আসে। এভাবে প্রাইভেট পড়ানো আমার জন্য জায়েয হবে কি?

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের একসাথে পড়াশুনা করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আত বিরোধী কাজ। এছাড়াও এটি মানুষের স্বভাব ধর্মের বিরোধী এবং পারস্পরিক নীতিবোধের জন্য চরম ক্ষতিকর। আধুনিক বংশধরগণের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হ'ল প্রচলিত সহশিক্ষা। অতএব ছেলে-মেয়েদের পৃথক পৃথকভাবে পড়াতে হবে। মেয়েদের পড়ানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই পর্দার অন্তরাল থেকে পড়াতে হবে যেন তাদের অবয়ব দেখা না যায় *(আহযাব ৩৩/৫৩)*। তবে কোনক্রমেই একাকী কোন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে পড়ানো যাবে না। বরং মাহরাম সহ অথবা কয়েকজনকে একসাথে পড়াতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন পরপুরুষ যদি কোন পরনারীর সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয়, তাহ'লে সেখানে তৃতীয়জন উপস্থিত হয়, যার নাম শয়তান' *(তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৪/২১৪।*

২. অনেক মাদরাসায় প্রাপ্তবয়স্কা ছাত্রীদেরকে উন্মুক্ত স্থানে পিটি, গান, গযল ইত্যাদি করানো হয়। শরী'আতে এর বিধান কি?

উত্তর : উন্মুক্ত স্থানে এধরনের কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ *(নূর ২৪/৩১)*। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে শক্তিধর এবং নারীকে দুর্বল ও পুরুষের জন্য আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, 'নারী হ'ল গোপন বস্তু। যখন সে বের হয়, শয়তান তার পিছু নেয়' *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*। আল্লাহ বলেন, 'নারীরা যেন এমনভাবে না চলে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে' *(নূর ২৪/৩১)*। খেলাধুলা বা গান-গযলে তা আবশ্যিকভাবে হয়ে থাকে। সেকারণ প্রাপ্ত বয়স্ক হৌক চাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক হৌক মেয়েদের গান-গযল, খেলাধুলা প্রভৃতি নির্দোষ বিনোদন মেয়েদের মধ্যেই পর্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যক। তাতে নারীর স্বভাবজাত লজ্জাশীলতা অক্ষুণ্ন থাকবে এবং সে বিব্রতবোধ করা থেকে বেঁচে যাবে। -*মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৪/৩০৪।*

৩. স্কুল-কলেজে বোর্ড পরীক্ষার বিদায় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নাচ-গান, ছাত্র-ছাত্রীদের মাল্যদান ও ছবি তোলা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শরী'আতবিরোধী কার্যকলাপ হয়ে থাকে। এসব অনুষ্ঠানে যোগদান করা যাবে কি?

উত্তর : এ জাতীয় শরী'আতবিরোধী অনুষ্ঠানে যোগদান করা বা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/১৫৬।*

৪. জনৈক আলেম বলেন, দুনিয়া অর্জন ও মানুষের কল্যাণবিহীন জ্ঞানার্জন করা হারাম। এক্ষণে আমার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরয *(ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৯১৩, ৩৯১৪)*। দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন যদি আখেরাতের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, তাহ'লে সেটিও আল্লাহ্র ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। আদম, ইউসুফ, দাঊদ ও সুলায়মান (আঃ) এবং বনু ইস্রাঈলের বহু নবী স্ব স্ব সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন *(বুখারী হা/৩৪৫৫; মুসলিম হা/১৮৪২; মিশকাত হা/৩৬৭৫)*। অতএব শুধু রাষ্ট্র বিজ্ঞান নয় বরং বিজ্ঞানের সকল শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করা মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি সেখানে আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব গবেষণা ও তাঁর প্রতি আনুগত্য উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে সেটি ইবাদতে পরিণত হবে।

প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সেটাই, যা খালেক্ব-এর জ্ঞান দান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবীয় জ্ঞানের সম্মুখে যদি অহি-র জ্ঞানের অভ্রান্ত সত্যের আলো না থাকে, তাহ'লে যেকোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে *(তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা 'আলাক্বের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। অতএব দুনিয়া পরিচালনা বা আর্থিক চাহিদা মিটানোর জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানসহ অন্য যেকোন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা বৈধ। যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষার জন্য আদেশ করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যা আমি পনের দিনের মধ্যে শিখে ফেলি। অতঃপর আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে তাদেরকে লিখতাম এবং তাদের লিখিত পত্র রাসূল (ছাঃ)-কে পড়ে শুনাতাম' *(তিরমিযী হা/২৭১৫; মিশকাত হা/৪৬৫৯; ছহীহাহ হা/১৮৭)*।-*মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩১৩।*

Contents

৫. জীববিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যাঙ কেটে পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু শুনেছি এ প্রাণীকে এভাবে হত্যা করা গোনাহের কাজ। এক্ষণে করণীয় কি?

উত্তর : জীববিজ্ঞানের পড়াশুনার জন্য ব্যাঙ কেটে পরীক্ষা করা জায়েয নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন এমনকি ঔষধের প্রয়োজনেও তিনি তা নিষেধ করেছেন। আব্দুর রহমান বিন ওছমান (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ডাক্তার ঔষধ হিসাবে ব্যাঙের ব্যবহার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেন *(আবুদাঊদ হা/৩৮৭১; মিশকাত হা/৪৫৪৫)*। অতএব প্রয়োজনে একই জাতীয় অন্য প্রাণীর সাহায্য নিবে। *-অক্টোবর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৫/৫।*

৬. পরীক্ষার পূর্বরাতে বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্পেশাল সাজেশন পাওয়া যায়, যা থেকে সর্বাধিক সংখ্যক কমন পাওয়া যায়। এসব সাজেশন নেওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে এরূপ সাজেশন দেওয়া হয় বলে নিশ্চিত ধারণা হ'লে, তা গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ শরী'আতে অন্যায় কাজে সাহায্য করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৮/২২৮।*

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ–

মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন' *(বুখারী হা/৭১; মিশকাত হা/২০০)*।

শিরক, বিদ‘আত ও কুসংস্কার

১. শিরক সম্পর্কে না জানার কারণে মাযার ও শহীদ মিনারের সামনে মাথা নত করে শিরক করেছি। এক্ষণে পূর্বে কৃত এসব পাপ থেকে মুক্তির উপায় কি?

উত্তর : এসব গোনাহ হ’তে মুক্তি লাভের আশায় অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ *(তাহরীম ৬৬/৮)*। তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে- (১) একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তওবা করতে হবে। (২) কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হ’তে হবে। (৩) পুনরায় সে গোনাহে জড়িত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তওবার জন্য বেশী বেশী পাঠ করতে হবে ‘আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহে’ *(আবুদাঊদ হা/১৫১৭; তিরমিযী হা/৩৫৭৭; মিশকাত হা/২৩৫৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৯৪ পৃ.)*। *-অক্টোবর’১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৪/৩৪।*

২. নববী যুগের ন্যায় ছাদে না দাঁড়িয়ে মাইকের মাধ্যমে আযান দেওয়া যদি বিদ‘আত না হয়, তবে তাসবীহ গণনার ক্ষেত্রে কোন যন্ত্র বা তাসবীহ দানা ব্যবহার করা নিষেধ হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : আযানের মূল উদ্দেশ্য লোকদের কাছে ছালাতের আহ্বান পৌঁছানো। সেকারণ রাসূল (ছাঃ) উঁচু কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়ায় বেলাল (রাঃ)-কে আযানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৭০৬; মিশকাত হা/৬৫০, সনদ ছহীহ)*। একই উদ্দেশ্যে সে সময় মসজিদের বাইরে কোন উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হ’ত *(আবুদাঊদ হা/৫১৯; ইরওয়া হা/২২৯)*। অতএব আযানের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মাইক ব্যবহার বিদ‘আত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অন্যদিকে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ গণনার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ এবং তাসবীহ দানা দ্বারা গণনার ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন তিনি বলেন, ‘তোমরা আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ কর। কেননা আঙ্গুল সমূহ জিজ্ঞাসিত হবে এবং তারা কথা বলবে’ *(তিরমিযী হা/৩৫৮৩; আবুদাঊদ হা/১৫০১-০২; মিশকাত হা/২৩১৬)*। একদা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জনৈক মহিলাকে তাসবীহ দানা দ্বারা গণনা করতে দেখে তা নিয়ে ছিঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর নুড়ি-পাথর দিয়ে তাসবীহ গণনাকারী জনৈক ব্যক্তিকে পা দিয়ে মৃদু

আঘাত করে ধমক দিয়ে বললেন, অগ্রগামী হয়ে পড়েছ, এক অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছ, না-কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের চেয়ে বেশী জ্ঞানী হয়ে গেছ'? *(ইবনু ওয়াযযাহ, আল-বিদ'উ হা/২১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা দ্রঃ)*। অতএব মাইকে আযান দেওয়ার সাথে তাসবীহ গণনার তুলনা করার কোন সুযোগ নেই। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৯/২১৯।*

৩. পহেলা বৈশাখ উদযাপনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা থেকে কাপড়-চোপড় কেনা যাবে কি?

উত্তর : '১লা বৈশাখ' উদযাপন বা 'বর্ষবরণ' অনুষ্ঠান বিজাতীয় কুসংস্কার মাত্র। যা থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা আবশ্যক। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীদের দু'টি উৎসব পালন করতে দেখে তিনি তাদের বলেন, তোমাদের এ দু'টি দিন কেমন? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এ দু'দিন উৎসব পালন করতাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ এ দু'দিনের পরিবর্তে দু'টি উত্তম উৎসব দান করেছেন। আর তা হ'ল ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা' *(আবুদাঊদ হা/১১৩৪; মিশকাত হা/১৪৩৯ 'ছালাতুল ঈদায়েন' অধ্যায়)*। উক্ত দু'দিন বলতে বুঝানো হয়েছে, সৌরবর্ষের প্রথম দিন এবং 'মেহেরজান' অর্থাৎ যেদিন রাত্রি-দিন সমান হয় *(মির'আত হা/১৪৫৩-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'উক্ত হাদীছ দ্বারা নবী করীম (ছাঃ) উক্ত দুই দিন ব্যতীত অন্য দিনে যাবতীয় উৎসব রহিত করেছেন এবং তার মুকাবিলায় উক্ত দু'টি দিনকে সাব্যস্ত করেছেন। মাযহার বলেন, 'নওরোয' (নববর্ষ) ও মেহেরজান সহ কাফিরদের অন্যান্য উৎসবকে সম্মান প্রদর্শন করা যে নিষিদ্ধ উক্ত হাদীছে তার দলীল রয়েছে'। ইবনু হাজার বলেন, 'মুশরিকদের উৎসব সমূহে খুশী করা কিংবা তাদের মত উৎসব করা উক্ত হাদীছ দ্বারা অপসন্দনীয় প্রমাণিত হয়েছে'। শায়খ আবু হাফছ আল-কাবীর নাসাফী হানাফী বলেন, 'এসব দিনের সম্মানার্থে মুশরিকদের যে ব্যক্তি একটি ডিমও উপঢৌকন দিল, সে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করল'। কাযী আবুল মাহাসেন হাসান বিন মানছূর হানাফী বলেন, 'এ দিনের সম্মানার্থে কেউ যদি ঐসব মেলা থেকে কোন বস্তু ক্রয় করে কিংবা কাউকে কোন উপঢৌকন দেয়, তবে সে কুফরী করল। এমনকি সম্মানার্থে নয় বরং সাধারণভাবেও যদি এই মেলা থেকে কিছু ক্রয় করে কিংবা কাউকে এই দিন কিছু উপঢৌকন দেয়, তবে সেটিও মাকরূহ' *(মির'আত শরহ মিশকাত, 'ছালাতুল ঈদায়েন' অধ্যায় ৫/৪৪-৪৫ পৃ.)*।

অতএব উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের উৎসবের সাথে মুসলমানদের কোনরূপ সম্পর্ক রাখা কিংবা সহযোগিতা করা জায়েয নয়। বৈশাখ সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি মূলতঃ হিন্দুয়ানী প্রথা থেকে আগত। সুতরাং এ ব্যাপারে যাবতীয় সহযোগিতা, অংশগ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয় সহ সকল প্রকার কর্মকাণ্ড হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৬/২৫৬।*

৪. জনৈক আলেম বলেন, আলী (রাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পা ছুঁয়ে সালাম করেছেন। এর সত্যতা আছে কি এবং এরূপ করা যাবে কি?

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত আছারটি যঈফ *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯৭৬, সনদ যঈফ)*। পা ছুঁয়ে সালাম করা শরী'আত পরিপন্থী কাজ এবং এটি বিধর্মীদের রীতি-নীতির অনুকরণ মাত্র। বরং সাক্ষাতে কেবল সালাম বিনিময় করবে। একদা আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যখন তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সে কি তার জন্য মাথা ঝুঁকাবে? তিনি বললেন, না। আনাস (রাঃ) বললেন, তবে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে বা কোলাকুলি করবে বা চুমু খাবে? তিনি বললেন, না। বরং তার সাথে মুছাফাহা করবে *(তিরমিযী হা/২৭২৮, ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২, মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/২৭৬।*

৫. খতমে ইউনুস নামে কোন আমল একাকী বা যৌথভাবে করা যাবে কি?

উত্তর : এরূপ কোন আমলের অস্তিত্ব শরী'আতে নেই। সুতরাং এই দো'আ 'এতবার পাঠ করলে এই ফযীলত'-এরূপ আমলের কোন সুযোগ নেই। বরং বিপদের সময় এক বা একাধিকবার দো'আ ইউনুস পাঠ করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন সমস্যায় দো'আটি পাঠ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন' *(তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪/২৮৪।*

৬. জনৈক আলেম বলেন, অমুসলিম কারু মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা, ব্যথিত হওয়া মুনাফেকীর লক্ষণ। একথার সত্যতা আছে কি?

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন। বরং মানুষ হিসাবে সবার প্রতি সমবেদনা দেখানো যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; মিশকাত হা/৪৯৬৯; ছহীহাহ হা/৯২৫)*। ... জনৈক ইহূদী বালক রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমত করত। সে অসুস্থ হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখতে যান *(বুখারী*

হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪)। জনৈকা ইহূদী মহিলার জানাযায় গেলে রাসূল (ছাঃ) তার সম্মানে উঠে দাঁড়াল। তখন আয়েশা (রাঃ) বলেন, ওটা তো ইহূদী! জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মৃত্যুর জন্য ভীতি রয়েছে' *(নাসাঈ হা/১৯২২; আহমাদ হা/১৪৮৫৪; ছহীহাহ হা/২০১৭)*। পরে তিনি আর এটি করেননি। তবে এর দ্বারা ব্যথিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে যারা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু তাদের মৃত্যুতে ব্যথিত হওয়া বা শোক প্রকাশ করা যাবে না। এরূপ শত্রুদের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) বদ দো'আ করেছেন *(বুখারী হা/২৪০, ২৮১৪; মুসলিম হা/১৭৯৪, ৬৭৭; মিশকাত হা/৫৮৪৭)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩০/৪৩০।*

৭. বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলে যে সম্মিলিতভাবে আখেরী মুনাজাত করা হয়, এরূপ কোন বিধান শরী'আতে আছে কি?

উত্তর : এরূপ কোন বিধান ইসলামী শরী'আতে নেই। এসব সুন্নাত বিরোধী বিদ'আতী আমল। বরং এক্ষেত্রে মজলিস ভঙ্গের যে দো'আ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিখিয়েছেন, তা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে পড়বে। সেটি হ'ল : *'সুবহানাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'*। এই দো'আ পাঠ করলে মজলিস চলাকালীন অনর্থক কথা সমূহের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং নেকীর কথাগুলি ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত হয়ে যায়' *(নাসাঈ হা/১৩৪৪; তিরমিযী হা/৩৪৩৩; মিশকাত হা/২৪৫০, ২৪৩৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ১২/২৯২।*

৮. সরকারী চাকুরীজীবীরা নিজ নিজ অফিস কক্ষে ছবি ঝুলাতে বাধ্য। যা নিশ্চিতভাবে সম্মানের উদ্দেশ্যেই ঝুলাতে হয়। সঊদী আরবেও এরূপ দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাদের করণীয় কি?

উত্তর : সম্মানের উদ্দেশ্যে ছবি ঝুলানো নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুসলিম নেতা যখন কোন পাপ কাজের নির্দেশ দিবে, তখন সে ব্যাপারে তার কথা শ্রবণ করা যাবে না, তার আনুগত্যও করা যাবে না *(বুখারী হা/৭১৪৪; মুসলিম হা/১৮৩৬; মিশকাত হা/৩৬৬৪)*। তবে ছবি টাঙ্গাতে বাধ্য করা হ'লে নির্দেশদাতা গুনাহগার হবে, নির্দেশ পালনকারী নয় *(নাহল ১৬/১০৬; ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩)*। অতএব ছবিকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে ও অন্তরে ঘৃণা পোষণ করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইনকার করল, সে দায়িত্ব মুক্ত হ'ল' *(মুসলিম হা/১৮৫৪; মিশকাত হা/৩৬৭১)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ২২/৩৮২।*

হালাল-হারাম

১. ডিশ লাইনের ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি পাপের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এর ব্যবসা থেকে দূরে থেকে অন্য কোন হালাল ব্যবসা করাই উত্তম। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না’ *(মায়েদাহ ৫/২)*। *-সেপ্টেম্বর’১৬, প্রশ্নোত্তর ৯/৪৪৯*।

২. তাল গাছের রস বা লালি খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : রস বা লালি যেটাই হৌক, মাদকতা না আসা পর্যন্ত পানে কোন বাধা নেই। যা মাদকতা সৃষ্টি করে কেবল সেটি হারাম *(মুসলিম হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮; ছহীহাহ হা/২০৩৯)*। *-অক্টোবর’১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/১৫।*

৩. দুধ বা কোন খাবারে বিড়াল মুখ দিলে উক্ত খাবার খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : উক্ত খাবার খাওয়া যাবে। তবে রুচি না হ’লে খাবে না। তাবেঈ বিদ্বান দাঊদ ইবনু ছালেহ তাঁর মাতা হ’তে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতার মুক্তিদানকারিণী মনিব একবার তাঁকে কিছু হারীসা নিয়ে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট পাঠালে তিনি তাঁকে ছালাতরত অবস্থায় পেলেন। তখন তিনি আমাকে ইশারা করে খাবারটি রেখে যেতে বললেন। এসময় একটি বিড়াল আসল এবং তা হ’তে কিছু খেল। ছালাত শেষে আয়েশা (রাঃ) বিড়ালের খাওয়া স্থান হ’তেই কিছু খাবার খেলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বিড়াল নাপাক নয়। তা তোমাদের পাশে অধিক বিচরণকারী একটি জন্তু। আর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করতে দেখেছি *(আবুদাঊদ হা/৭৬; মিশকাত হা/৪৮৩)*। *-অক্টোবর’১৫, প্রশ্নোত্তর ১৬/১৬।*

৪. অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময় করা অথবা সেখানে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় ও তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। এর মাধ্যমে তাদের বাতিল ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন ও উৎসাহ দেওয়া হয়, যা হারাম। আল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’

(আলে ইমরান ৩/৮৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। তিনি বলেন, যে আমাদের ব্যতীত অন্যদের রীতি-নীতির অনুসরণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(তিরমিযী হা/২৬৯৫; মিশকাত হা/৪৬৪৯; ছহীহাহ হা/২১৯৪)*। তিনি আরো বলেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের কিছু দল মূর্তিপূজা করবে এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫২; আবুদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬)*। ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, কাফেরদের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে উপহার বিনিময়, মিষ্টান্ন বিতরণ, রকমারি খাদ্য তৈরী করা, কাজ বন্ধ রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য হারাম *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৪৬)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৪/৬৪।*

৫. টিভিতে কার্টুন ছবি দেখা যাবে কি?

উত্তর : এটি কার্টুনের ধরনের উপর নির্ভর করবে। কার্টুনে কোন অশ্লীলতা এবং ইসলাম ও আক্বীদা বিরোধী কোন কথা ও কাজ না থাকলে তা দেখা যেতে পারে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/২৮০, ১২/২৭৯)*। তবে শিশুদেরকে টিভিতে কার্টুন দেখানোর মত অনর্থক কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। বরং শিশুদের এমন কিছু দেখাতে ও শেখাতে হবে, যা তাদের পরবর্তী জীবনে কল্যাণকর হয়' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মওলূদ পৃ. ২৪০)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৬/১৮৬।*

৬. পুরুষরা কি পরিমাণ স্বর্ণ ব্যবহার করতে পারবে? শুনেছি তারা সর্বোচ্চ ২ আনা পরিমাণ ব্যবহার করতে পারে। এর কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : অল্প পরিমাণ হৌক বা বেশী পরিমাণ হৌক পুরুষের জন্য সর্বদা স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। একদা রাসূল (ছাঃ) ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন, এ দু'টি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল' *(আবুদাউদ হা/৪০৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫; মিশকাত হা/৪৩৯৪)*। তিনি আরো বলেন, 'যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে সে স্বর্ণ এবং রেশম ব্যবহার করবে না' *(আহমাদ হা/২২৩০২; ছহীহাহ হা/৩৩৭)*। এছাড়া ২ আনা ব্যবহার করতে পারবে যেন কোথাও মারা গেলে সেটা বিক্রি করে কাফনের কাপড় কিনতে পারে মর্মে কোন দলীল নেই। অনুরূপভাবে স্বর্ণের পাত্র বা স্বর্ণ দ্বারা তৈরি কোন আসবাবপত্র যেমন কলম, থালা ইত্যাদি

Contents

মুসলিম নারী-পুরুষ সকলের জন্য হারাম *(বুখারী হা/৫৪২৬; মুসলিম হা/২০৬৭; মিশকাত হা/৪২৭২)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩২/৭২।*

৭. মুখের দুই চোয়ালের লোম কি দাড়ির অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর : لحية বা দাড়ি বলতে ঐ সমস্ত লোমকে বুঝায়, যা পুরুষের দুই চোয়াল বা গাল ও থুতনীতে গজায় (شعر الخدين والذقن) *(ইবনুল মানযূর, লিসানুল আরব ১৫/২৪৩; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী হা/৫৮৯২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। অতএব দুই চোয়াল ও থুতনীতে গজানো লোম কাটা বা ছাটা যাবে না *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৮৫, প্রশ্ন নং ৫৫)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৫/১৬৫।*

৮. দাড়ি কতটুকু লম্বা রাখতে হবে? দাড়ি নাভী ছাড়িয়ে গেলে করণীয় কি?

উত্তর : দাড়ি রাখা অবশ্য পালনীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। উক্ত মর্মে বিভিন্ন আদেশ সূচক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৫৮৯২; মুসলিম হা/২৫৯; মিশকাত হা/৪৪২১; মুসলিম হা/৬২৫-২৬)*। অতএব দাড়িকে (কোন প্রকার কাটছাট ছাড়াই) স্বীয় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াই পুরুষের জন্য সুন্নাত এবং সৌন্দর্যের প্রতীক। অতিরিক্ত লম্বা হওয়ার বিষয়টি মূলত হরমোনগত কারণে হয়ে থাকে। যেমনভাবে রোগের কারণে কোন কোন নারীর দাড়ি-গোফ গজায়। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন অসুবিধা সৃষ্টি হ'লে মাত্রাতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলায় দোষ নেই *(যুরক্বানী, শরহ মুওয়াত্ত্বা ৪/৫৩০)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩১/৩৫১।*

৯. জনৈক আলেম বলেন, সিজদা দু'প্রকার। সম্মানের সিজদা ও ইবাদতের সিজদা। মানুষ মানুষকে সম্মান দেখিয়ে সিজদা করতে পারে। যেমন ফেরেশতা গণ আদম (আঃ)-কে সিজদা করেছিলেন। এর কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এটি ইয়াকূবী শরী'আতে জায়েয ছিল। কিন্তু মুহাম্মাদী শরী'আতে এটি সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি সিজদা করার দূরতম সম্ভাবনাকেও মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। একবার মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) খ্রিষ্টানদের দেখাদেখি রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সম্মানের সিজদা করতে চাইলে তিনি বলেন, 'তোমরা এটা করো না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম'... *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; ছহীহাহ হা/১২০৩)*।

সুতরাং ইসলামী শরী‘আতে সম্মানের সিজদা ও ইবাদতের সিজদাকে পৃথক করে দেখানোর কোন সুযোগ নেই। *-মার্চ’১৬, প্রশ্নোত্তর ১৭/২১৭।*

১০. গাছ লাগিয়ে অন্যের জমির ক্ষতি করার শাস্তি সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গাছ লাগানো তার উপর যুলুমের শামিল। রাসূল (ছাঃ) যুলুম থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী হা/২৪৪৭; মুসলিম হা/২৫৭৯; মিশকাত হা/৫১২৩ ‘অত্যাচার’ অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কোন ব্যক্তি যদি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্মান কিংবা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে, তবে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই তার নিকট হ’তে তা মাফ করে নেয়, যেদিন তার নিকট দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না। কেননা ক্বিয়ামতের দিন যদি তার নিকট নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী কেটে নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাযলূম ব্যক্তির গুনাহ তার উপর ঐ পরিমাণ চাপিয়ে দেওয়া হবে’ *(বুখারী হা/৬৫৩৪; মিশকাত হা/৫১২৬)*। *-নভেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ৪০/৮০।*

১১. আমি একজন পুলিশ। দুর্গাপূজার সময় দায়িত্বরত অবস্থায় মন্দির থেকে প্রদত্ত টিফিন খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : পূজা উপলক্ষ্যে তাদের দেয়া টিফিন খাওয়া যাবে না। কারণ এতে শিরকের সমর্থন ও সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২; লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ২৮৮২)*। *-ডিসেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/৯১।*

১২. জনৈকা মুসলিম মহিলা এক হিন্দু পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়। সেখানে মহিলাটির গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্ম হয়। পরবর্তীতে মহিলাটি ফিরে আসে। এক্ষণে তার কন্যা সন্তানটি মুসলিম হবে, না হিন্দু হিসাবে গণ্য হবে।

উত্তর : উক্ত শিশুটি মুসলিম হিসাবে গণ্য হবে। কারণ ‘জারজ’ সন্তান মাতার সাথে সম্পর্কিত হয় *(বুখারী হা/২৫৩৩; আবুদাউদ হা/২২৭৪; মিশকাত হা/৩৩১২, ৩৩২০)*। এছাড়া প্রত্যেক শিশুই ফিৎরাত তথা ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে *(বুখারী হা/১৩৫৮; মুসলিম হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/৯০; রূম ৩০/৩০)*। *-ডিসেম্বর’১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/১০৬।*

১৩. রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের জীবন নিয়ে কোন নাটক-সিনেমা করা যাবে কি?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের চরিত্র নকল করে নাটক-সিনেমা তৈরী করা হারাম। এটা তাঁদের উপর মিথ্যারোপের শামিল। কারণ তাঁদের চরিত্রের প্রকৃত চিত্রায়ন কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষত রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র ফুটিয়ে তোলা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইবলীস অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সে রাসূল (ছাঃ)-এর রূপ ধারণ করতে পারে না *(বুখারী হা/১১০; মুসলিম হা/২২৬৬; মিশকাত হা/৪৬০৯)*। সেখানে মানুষের জন্য এসব শয়তানী কাজে সফল হওয়ার প্রশ্নই আসে না। উছায়মীন (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম বা আইম্মায়ে এযামকে নিয়ে সিনেমা নির্মাণ করা হারাম' *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৭৭/১৭)*। একইভাবে সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ ও হাইআতু কেবারিল ওলামা এরূপ সিনেমা তৈরীকে হারাম বলেছেন' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহহ, ফৎওয়া নং ২০৪৪, ৪০৫৪, ৪৭২৩; মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১/৪১৩-৪১৫)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৬/১২৬।*

১৪. আমি হিন্দু পরিবারে বিবাহ করেছি এবং আমরা দু'জনেই ইসলামী জীবন যাপন করছি। এক্ষণে আমার হিন্দু শ্বশুরকুলের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, ছালাত আদায় করা ইত্যাদি জায়েয হবে কি?

উত্তর : হিন্দু শ্বশুর-শাশুড়ীর বাড়ীতে পিতা-মাতার হক আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করায় বাধা নেই। তবে তা যেন তাদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে না হয়। কেননা ইসলামী শরী'আতে অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করা হারাম *(ফুরকান ৭২; আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। সেখানে তাদের যবেহকৃত পশু ও হারাম খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাবার খাওয়া যাবে *(বুখারী হা/২৬১৯-২০)* এবং ছালাত আদায় করা যাবে *(আবুদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; ইবনু মাজাহ হা/৭৪৫; মিশকাত হা/৭৩৭)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১১/১৩১।*

১৫. কুকুর লালন-পালন করার জন্য শরী'আতে কি কি শর্ত রয়েছে?

উত্তর : কুকুর পালনের জন্য শর্ত হ'ল, (১) পশু চরানো, শিকার করা এবং ক্ষেত-খামার ও বাড়িঘর পাহারা দেওয়া এই তিন প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কেবল কুকুর পালন করা যাবে। এ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কোন কুকুর

Contents

বাড়িতে রাখলে এক ক্বীরাত সমপরিমাণ নেকী কমে যাবে *(মুসলিম হা/১৫৭৫; মিশকাত হা/৪০৯৯)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) এরূপ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যতীত অন্য সকল কুকুরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম হা/১৫৭১; মিশকাত হা/৪১০১)*।

(২) চোখের উপর সাদা চিহ্ন ওয়ালা কুচকুচে কালো কুকুর কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এগুলো শয়তান, একে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে *(মুসলিম হা/১৫৭২; মিশকাত হা/৪১০০ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়, 'কুকুরের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার ভক্ষণের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত রয়েছে, (১) যদি কুকুরটি নিজে নিহত পশুর কিছু অংশ না খেয়ে ফেলে (২) শিকার করার সময় অন্য কোন কুকুর যেন প্রশিক্ষিত কুকুরের সাথে শামিল না হয় *(বুখারী হা/৫৪৮৪; মুসলিম হা/১৯২৯; মিশকাত হা/৪০৬৪)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ১২/১৩২।*

১৬. কচ্ছপ ও ব্যাঙ খাওয়া যাবে কি? কেউ খেয়ে ফেললে তার জন্য করণীয় কি?

উত্তর : রুচি হ'লে কচ্ছপ খেতে পারে। কারণ কচ্ছপ জলজ প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৯৬)*। আয়াতটির ব্যাখ্যায় হাসান বছরী বলেন, কচ্ছপে কোন দোষ নেই *(বুখারী, তরজমাতুল বাব ২/৮৫৪ পৃ.)*। তবে ব্যাঙ খাওয়া বৈধ নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছুরাদ পাখি, ব্যাঙ, পিঁপীলিকা ও হুদহুদ পাখি মারতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৫২৬৭, ইবনু মাজাহ হা/৩২২৩; মিশকাত হা/৪১৪৫)*। কেউ খেয়ে ফেললে তওবা করবে। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২/১৬২।*

১৭. 'তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা যায়' হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?

উত্তর : উক্ত তিনটি ক্ষেত্র হ'ল- (১) দু'ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসার জন্য, (২) যুদ্ধক্ষেত্রে এবং (৩) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে কল্যাণের স্বার্থে *(আবুদাঊদ হা/৪৯২১; তিরমিযী হা/১৯৩৭; মিশকাত হা/৫০৩১, ৫০৩৩; ছহীহাহ হা/৫৪৫)*। এছাড়া কল্যাণকর কাজে সাময়িকভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যায়। যেমন মুশরিকরা তাদের উৎসবে শরীক হওয়ার জন্য ইবরাহীম (আঃ)-কে দাওয়াত

দিলে তিনি না যাওয়ার জন্য বলেন, ‘আমি পীড়িত’ *(ছাফফাত ৩৭/৮৯)*। মূর্তি ভাঙ্গার পরে তিনি বড় মূর্তিকে দোষারোপ করে বলেছিলেন, ‘বড়টাই তো একাজ করেছে। তাকে জিজ্ঞেস কর’ *(আম্বিয়া ২১/৬৩)*। ইউসুফ (আঃ) ভাইদের রসদপত্রের মধ্যে ওযনের পাত্র লুকিয়ে রেখে ঘোষককে দিয়ে বলেছিলেন, হে কাফেলার লোকজন! তোমরা অবশ্যই চোর’ *(ইউসুফ ১২/৭০)*। উল্লেখ্য, এগুলো প্রকৃত অর্থে মিথ্যা নয়, বরং ‘তাওরিয়াহ’। যা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য করা হয়ে থাকে। *-ফেব্রুয়ারী’১৬, প্রশ্নোত্তর ৬/১৬৬।*

১৮. আমাদের দেশে প্রচলিত অমুসলিমদের তৈরী বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : হারামের মিশ্রণ থাকলে নাজায়েয। তবে সাধারণভাবে জায়েয। কেননা রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের উপহার গ্রহণ করেছেন, তাদের হাদিয়া খেয়েছেন এবং তাদের সাথে ব্যবসা করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-১৮, ২৩৬৬; আবুদাঊদ হা/৪৫১০; মিশকাত হা/৫৯৩১)*। তবে মুসলমানদের তৈরী পণ্য পেলে তা ব্যবহার করাই উত্তম। এর মাধ্যমে একদিকে মুসলিম ভাইকে সহযোগিতা করা হয়, অন্যদিকে পণ্যের মাঝে হারাম বস্তু থাকার সম্ভাবনা থেকেও বাঁচা যায়। *-ফেব্রুয়ারী’১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/১৮৭।*

১৯. ছহীহ বুখারীতে ‘যাব’ নামক প্রাণী খাওয়া হালাল বলা হয়েছে। এর দ্বারা কোন প্রাণী বুঝায়?

উত্তর : ‘যাব’ (الضَّبُّ) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী, যা বুকে ভর দিয়ে চলে। যার দেহের চামড়া পুরু ও অমসৃণ। লেজ চওড়া, খসখসে ও অধিক গিটবিশিষ্ট। আরব মরু অঞ্চলে এটি অধিকহারে পাওয়া যায় *(আল-মু‘জামুল ওয়াসীত্ব)*। এটি দেখতে গুই সাপের ন্যায়, তবে গুইসাপ নয়। গুই সাপ আরবী ‘ওয়ারাল’ (الوَرَلُ) নামক প্রাণীর সাথে হুবহু মিলে যায়। যা পানিতে ও স্থলে উভয় স্থানে বসবাস করে এবং বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ, সাপ ইত্যাদি ভক্ষণ করে। আরবরা এটি খায় না *(আল-মু‘জামুল ওয়াসীত্ব)*। তবে যাব-এর সাথে সাদৃশ্যের কারণে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম যাব-এর ন্যায় ওয়ারাল বা গুইসাপ খাওয়াও জায়েয বলেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা

Contents

করলে তিনি একে হালাল বলেন *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৮৭৪৭)*। এছাড়া ইবনু হাযম (রহঃ) এটিকে হালাল প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন *(মুহাল্লা ৫/২৫০)*। এসব প্রাণী রুচি হ'লে খাবে, না হ'লে খাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) খাননি *(বুখারী হা/৫৫৩৬, ৫৩৯১; মুসলিম হা/১৯৪৩, ১৯৪৬; মিশকাত হা/৪১১০-১১)*। যদিও তিনি প্রথমে নিষেধ করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৩৭৯৬; ঐ, আওনুল মা'বূদ)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৬/২৩৬।*

২০. রাজমিস্ত্রি হিসাবে হিন্দুদের মন্দির তৈরী করা যাবে কি?

উত্তর : মুসলিম শ্রমিকদের জন্য অমুসলিমদের উপাসনালয় তৈরী করা জায়েয হবে না। জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, কোন মুসলমান শ্রমিক অমুসলিম মালিকের অধীনস্ত থেকে সেই কাজই করতে পারবে, যে কাজ তার মুসলমান হিসাবে সম্পাদন করা শরী'আত সম্মত। যেহেতু অমুসলিমদের উপাসনালয়গুলি শিরকের কেন্দ্র, সেহেতু মুসলমান হিসাবে তা নির্মাণ কার্যে শ্রম দেয়া জায়েয হবে না *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ, ১/১৮৮ পৃ.)*। অন্যদিকে এর মাধ্যমে গোনাহ ও অন্যায়ের কাজে সহযোগিতা করা হয়, যা নিষিদ্ধ *(মায়েদা ৫/২)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ১০/২৫০।*

২১. বাজারে মুরগী বা গরুর গোশত বিক্রেতারা মুসলিম হ'লেও যবহকালে 'বিসমিল্লাহ' বলেছে কি-না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : বিসমিল্লাহ বলে খাবেন *(বুখারী হা/৭৩৯৮; মিশকাত হা/৪০৬৯ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ১২/২৫২।*

২২. বেজি, কুকুর বা শিয়াল কর্তৃক হাঁস-মুরগী আহত হ'লে তা যবহ করে খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : জীবিত থাকা অবস্থায় যবহ করলে তা খাওয়ায় কোন দোষ নেই। আল্লাহ বলেন, 'তবে যা তোমরা যবহ দ্বারা হালাল করেছ (তা তোমাদের জন্য হালাল)' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ২১/২৬১।*

২৩. আমার মেয়ের একটি কানের লতি জন্মগতভাবে কাটা। সেকারণে তাকে বিভিন্নভাবে বিব্রত হ'তে হয়। এক্ষণে প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে ঠিক করা

হ'লে তাতে কোন বাধা আছে কি? না এটা আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন হিসাবে গুনাহগার হ'তে হবে?

উত্তর : এটা আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন নয়। বরং এটি জন্মগত ত্রুটি সংশোধন। অতএব তা অপারেশনের মাধ্যমে প্রকৃতরূপে ফিরিয়ে আনায় কোন বাধা নেই। আরফাজা বিন আস‘আদ (রাঃ) (জাহেলী যুগে) কুলাব যুদ্ধে নাক হারালে তিনি সেখানে রূপার তৈরী একটি নাক লাগান। কিন্তু তাতে দুর্গন্ধ দেখা দিলে রাসূল (ছাঃ) তাকে স্বর্ণের নাক সংযোজনের নির্দেশ দেন *(আবুদাঊদ হা/৪২৩২; নাসাঈ হা/৫১৬১, সনদ হাসান; মিশকাত হা/৪৪০০)*। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ২১/৩০১।*

২৪. ইলেকট্রিক র‍্যাকেট দিয়ে মশা মারার বিধান কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ইলেকট্রিক র‍্যাকেট দ্বারা মশা ও ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করায় কোন বাধা নেই। কারণ কোন প্রাণী যদি কষ্টদায়ক এবং ক্ষতিকর হয়, তাহ'লে তাকে হত্যা করা শরী‘আতসম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী একটি গাছের নীচে অবতরণ করলে তাঁকে একটি পিঁপড়ায় কামড় দেয়। ফলে তাঁর নির্দেশে পিঁপড়ার বাসা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি অহী নাযিল করে বলেন, তুমি একটি মাত্র পিঁপড়াকে শাস্তি দিলে না কেন? *(বুখারী হা/৩০১৯; মুসলিম হা/২২৪১; মিশকাত হা/৪১২২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তোমাকে একটি পিঁপড়া কামড় দিয়েছে, অথচ তুমি আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠকারী একটি জাতিকে জ্বালিয়ে দিলে! *(বুখারী হা/৩০১৯; মিশকাত হা/৪১২২)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁর নবীকে একজনের অপরাধে পুরো দলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিরষ্কার করেছেন, পুড়িয়ে মারার জন্য নয়' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ৫১৭৬, উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৫৯/১২)*। অতএব এভাবে মশা বা অন্য যেকোন ক্ষতিকর পোকা-মাকড় মারায় কোন বাধা নেই। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৬/৩০৬।*

২৫. ডাক্তারদের জন্য বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত ঔষধের স্যাম্পল ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী গ্রহণ করা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

Contents

উত্তর : নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে এসব উপহার গ্রহণ করলে তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ নির্বিশেষে হাদিয়া প্রদানকারী কোম্পানীর ঔষধ রোগীদেরকে লিখে দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতেই উক্ত হাদিয়া সমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে। যা ঘুষ হিসাবে গণ্য *(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহহ ২৩/৫৭০)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষখোর ও ঘুষ প্রদানকারীকে অভিসম্পাত করেছেন *(তিরমিযী হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/৩৭৫৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২২১১)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ৬/৩২৬।*

২৬. যৌতুকের টাকা নিয়ে তা দিয়ে জমি জমা ক্রয় করে বর্তমানে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছি। এক্ষণে আমি গোনাহ থেকে তওবা করার জন্য উক্ত টাকা ফেরত দিতে চাই। সেজন্য পরবর্তীতে উক্ত টাকা দিয়ে উপার্জিত সমুদয় অর্থ না কেবল মূল টাকা ফেরত দিতে হবে?

উত্তর : মূল টাকা ফেরত দিতে হবে এবং তওবা করতে হবে। তবে তা দ্বারা উপার্জিত সম্পদ ফেরত দেওয়া অধিক তাক্বওয়ার পরিচায়ক হবে এবং সৎ নিয়তের কারণে সে প্রভূত প্রতিদান পাবে ইনশাআল্লাহ। গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির হাদীছ দ্বারা যা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় *(বুখারী হা/২৩৩৩; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮)*। *-জুন'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৯/৩৪৯।*

২৭. এসিড বা অন্য কোন দাহ্য পদার্থ দিয়ে ঘাস বা ফসল পোড়ানোয় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : ঐ দাহ্য পদার্থে যদি ভূমির উর্বরা শক্তি বিনষ্ট না হয় এবং তাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়, তাহ'লে কোন বাধা নেই। তবে অকারণে কোন প্রাণী হত্যা করা বা গাছপালা বিনষ্ট করা নিষিদ্ধ *(নাসাঈ হা/৪৩৪৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৯২; বায়হাক্বী কুবরা হা/১৮৬১৪)*। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৫/৩৬৫।*

২৮. আমার রুমমেট হিন্দু হওয়ায় তার রান্না আমাকে খেতে হয়। এটা খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : অমুসলিমের রান্না করা খাবার খাওয়ায় কোন বাধা নেই *(বুখারী হা/৩৪৪; মুসলিম হা/২৪৯১; আবুদাঊদ হা/৪৫১০; মিশকাত হা/৫৮৮৪, ৫৮৯৫, ৫৯৩১)*। তবে তাদের যবহকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(আন'আম ৬/১২১)*। এক্ষেত্রে কোন মুসলিম 'বিসমিল্লাহ বলে' যবেহ করে দিলে তা খাওয়ায় কোন বাধা নেই। *-জুলাই'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৬/৩৬৬।*

২৯. রোগমুক্তির জন্য হারাম পশুর পেশাব পান করায় বাধা আছে কি?

উত্তর : হারাম পশুর পেশাব পান করা হারাম। আর হারাম বস্তু ঔষধ হ'তে পারে না। জনৈক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ) কে ঔষধ হিসাবে মদ ব্যবহারের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, এটা কখনোই রোগের প্রতিষেধক নয়। বরং তা রোগ সৃষ্টিকারী *(মুসলিম হা/১৯৮৪, মিশকাত হা/৩৬৪২)*। তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যদি উক্ত পেশাব ব্যতীত রোগের কোন ঔষধ পাওয়া না যায়, তবে বাধ্যগত অবস্থায় তা গ্রহণ করা যাবে *(আন'আম ৬/১১৯)*। রাসূল (ছাঃ) খোশ-পাঁচড়ার কারণে আব্দুর রহমান বিন 'আওফ এবং যুবায়ের ইবনুল 'আওয়াম (রাঃ)-কে সফরে রেশমের কাপড় পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন, যদিও তা পুরুষের জন্য হারাম *(আবুদাঊদ হা/৪০৫৬, সনদ ছহীহ)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৪/৪৬৪।*

৩০. গ্রাফিক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ ও প্রাণীর ছবি নিয়ে কাজ করতে হয়। যা পরবর্তীতে প্রিন্ট করা হয়। এসব ক্ষেত্রে কাজ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : মানুষ ও প্রাণী ছবি নিয়ে কাজ করা জায়েয হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যারা এসব ছবি তৈরী করে, তারা ক্বিয়ামতের দিন কঠিন আযাবপ্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তাতে প্রাণ দাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২ 'পোষাক' অধ্যায়, 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে জড়বস্তুর ছবি নিয়ে কাজ করাতে কোন বাধা নেই। জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আমি ছবি-মূর্তি অংকন করি। এটা আমার জীবিকা নির্বাহের পথ। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, তুমি গাছ-পালার ছবি এবং যে বস্তুর প্রাণ নেই, তার ছবি অঙ্কন করতে পার *(বুখারী হা/২২২৫; মিশকাত হা/৪৫০৭; বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'ছবি ও মূর্তি' বই, ২য় সংস্করণ ২০১৬*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৯/৪৬৯।*

দাওয়াত

১. ‘ইজতেমা’ অর্থ কি? রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর তাবলীগী ইজতেমা এবং ঢাকার টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত ‘বিশ্ব ইজতেমা’র মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : ‘ইজতেমা’ অর্থ সম্মেলন, সমাবেশ, বৈঠক, একত্রিত হওয়া ইত্যাদি। ‘তাবলীগী ইজতেমা’ অর্থ দা‘ওয়াতী সমাবেশ। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ প্রতিবছর রাজশাহীর নওদাপাড়ায় ‘তাবলীগী ইজতেমা’র আয়োজন করে থাকে। সর্বস্তরের জনগণের নিকট অহিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদাত্ত আহ্বান জানানোর লক্ষ্যেই এই মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই ইজতেমার শুরু থেকে শেষ অবধি পূর্বে প্রদত্ত বিষয়বস্তুর উপর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। যেন শ্রোতাদের হৃদয়ে বিষয়টি বদ্ধমূল হয় এবং আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান অনুযায়ী তারা নিজেদের আমলী যিন্দেগী সমৃদ্ধ করতে পারেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আল্লাহ প্রেরিত ‘অহি’-র আলোকে পরিচালনার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয় এই তাবলীগী ইজতেমায়। আহ্বান জানানো হয়, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একটিমাত্র প্লাটফরমে সমবেত হয়ে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ গঠনের।

পক্ষান্তরে ঢাকার তুরাগ নদীর তীরে টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত হয় ‘বিশ্ব ইজতেমা’। দেশ-বিদেশের অনেক ওলামায়ে কেরাম উক্ত ইজতেমায় সমবেত হ’লেও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের আহ্বান জানাতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে থাকেন। ‘রাসূলের তরীকায় শান্তি’ কথাটি বারবার মুখে বললেও কর্মে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। বরং সুন্নাতবিরোধী আমলে তারা তাদের কর্মীদের অভ্যস্ত করে তোলেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত ইজতেমায় তাদের রচিত ‘তাবলীগী নেছাব’ বই-এর আলোকে অধিকাংশ বক্তব্য পেশ করে থাকেন। যা অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছে ভরপুর। যে বইয়ের মাধ্যমে মিথ্যা ফাযায়েল ও উদ্ভট কল্পকাহিনী সমূহ বর্ণনা করে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়’ *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮ ‘ইলম’ অধ্যায়)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার নামে এমন হাদীছ বর্ণনা করে, যে বিষয়ে সে জানে যে এটি মিথ্যা, সে হবে অন্যতম মিথ্যুক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*। রাজশাহীতে তাবলীগী ইজতেমা হয় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে। পক্ষান্তরে টঙ্গীর ইজতেমা হয় ফাযায়েলে আমলের ভিত্তিতে। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই দুই ইজতেমার মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪০/১৬০।*

২. আমি একজন ছাত্র। নতুন আহলেহাদীছ হয়ে সুন্নাতী আমলসমূহ করতে চাওয়ায় পরিবার থেকে আমাকে পাগল বলে এবং বিভিন্ন বিদ'আতী কাজে আমাকে বাধ্য করে, এমনকি দাড়ি রাখতে দেয় না। এক্ষণে আমার জন্য পরিবারের সাথে থাকা জায়েয হবে কি? না হলে আমার করণীয় কি?

উত্তর : পরিবারের সাথে থেকেই দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পরিবারের সদস্যদের বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সন্তানদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাদের শরী'আতবিরোধী নির্দেশ মানা যাবে না *(লোকমান ৩১/১৯)*। বরং পূর্ণ আন্তরিকতা ও ধৈর্যের সাথে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র কাছে বেশী বেশী দো'আ করতে হবে। আল্লাহ বলেন, তুমি নিজেকে ও নিজ পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও *(তাহরীম ৬৬/৬)*। আর পরিবারের উচিত সত্যকে মেনে নেওয়া। অথবা ছেলেকে সুযোগ দেওয়া। নইলে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তারা কেউই রেহাই পাবেন না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর *(মায়েদাহ ৫/২)*। *-সেপ্টেম্বর'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৪/৪৫৪।*

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

নবী-রাসূল ও সালাফে ছালেহীন

১. দানিয়াল কি নবী ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : দানিয়াল সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে কিছু পাওয়া যায় না। অতএব তিনি যে নবী ছিলেন, এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলার কোন উপায় নেই। তবে ঐতিহাসিকভাবে যা জানা যায় তা নিম্নরূপ : আবুল ‘আলিয়ার বর্ণনা অনুযায়ী, ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১৩-২৩ হি.) আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) কর্তৃক ইরাকের তুসতার নগরী বিজিত হ’লে সেখানকার শাসক হুরমুযানের বায়তুল মালে চৌকির উপরে একজন ব্যক্তির অক্ষত লাশ পাওয়া যায়। যার মাথার কাছে একটি মুছহাফ ছিল। মুছহাফটি ওমর (রাঃ)-এর নিকটে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি নওমুসলিম ইহূদী পণ্ডিত কা‘ব আল-আহবারকে ডেকে আরবীতে তার মর্ম উদ্ধার করেন। যার মধ্যে মানুষের আচরণবিধি, আদেশ-নিষেধ ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর খলীফার নির্দেশক্রমে সেখানে দিনের বেলা ১৩টি কবর খনন করা হয় এবং রাতের বেলায় এগুলির কোন একটিতে দাফন করে মাটি সমান করে দেওয়া হয়। যাতে লোকেরা তা খুঁজে না পায় এবং ফিৎনায় পতিত না হয়। কেননা ইতিপূর্বে খরার সময় লোকেরা চৌকিসহ লাশটি বের করত এবং তার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত। বর্ণনাকারীর ধারণা মতে এটি ৩০০ বছর পূর্বেকার লাশ। লাশটির মাথার পিছনের কয়েকটি চুল পাকা ব্যতীত দেহের কোন অংশে পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ নবীদের লাশ মাটি ও পশুতে খায় না’। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আবুল ‘আলিয়া পর্যন্ত বর্ণনাটির সূত্র ছহীহ। তবে ৩০০ বছরের পূর্বেকার ধারণামূলক বক্তব্যটি যদি সঠিক হয়, তাহ’লে তিনি নবী ছিলেন না বরং একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন। কেননা ঈসা ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী প্রেরিত হননি, যা ছহীহ বুখারীর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত’ *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৪০; আলবানী, তাখরীজ ফাযায়েলুশ শাম ১/৫১, আছার ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, দানিয়াল বিষয়ে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, ‘যে ব্যক্তি দানিয়াল সম্পর্কে খবর দিবে, তোমরা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ো’। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, হাদীছটি ‘মুরসাল’ এবং এর সনদ নিরাপদ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে *(আল-বিদায়াহ ২/৪১)*।

এতদ্ব্যতীত দানিয়াল সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে, যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩১/১১১।*

২. ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ)-কে ছিলেন? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : ইবরাহীম বিন আদহাম একজন প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন। তিনি হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে খোরাসানের বালখ নগরীতে মতান্তরে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খোরাসানের অন্যতম শাসক ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্ঞান অন্বেষণ ও হালাল রিযিকের সন্ধানে প্রথমে ইরাক ও পরে শামের দামেশকে গমন করেন *(হিলইয়াতুল আউলিয়া ৭/৩৬৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৮৭-৩৮৮)*। তিনি বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, তিনি একজন বিশ্বস্ত রাবী ও দুনিয়া বিরাগী ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম দারাকুৎনী বলেন, তার থেকে বিশ্বস্ত রাবী বর্ণনা করলে হাদীছ ছহীহ হবে *(তারীখুল কাবীর হা/৮৭৭, ১/২৭৩; তাহযীবুল কামাল ২/২৭; আল-বিদায়াহ ১০/১৩৫-১৪৪)*। তিনি ১৬২ হিজরীতে দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন *(আল-বিদায়াহ ১০/১৪৪)*।

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম বিন আদহাম সম্পর্কে খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা, ইলিয়াস (আঃ) কর্তৃক তাঁকে ইসমে আযম শিক্ষা দেওয়া, আল্লাহ্র গায়েবী শব্দ শোনা ইত্যাদি ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে, তা ঠিক নয় *(আল-বিদায়াহ ১০/১৩৫-১৪৪)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৬/১৪৬।*

৩. প্রচলিত আছে যে, ১৯২৯ সালে জাবির বিন আব্দুল্লাহ এবং হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) ইরাকের তৎকালীন বাদশাহ ফয়ছালকে স্বপ্নযোগে তাদের লাশ স্থানান্তরের নির্দেশ দেন। অতঃপর সারা বিশ্বের লাখো মানুষের উপস্থিতিতে তাদের অবিকৃত লাশ স্থানান্তর করা হয়। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর : ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কারণ জাবের (রাঃ) ৭৮ হিজরীতে ৯৪ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ ছাহাবী ছিলেন। মদীনার আমীর আবান বিন ওছমান তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১২/২৮১; ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ, জাবের ক্রমিক ১০২৮; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৭/৪১৯)*। অপরদিকে হুযায়ফা (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মাদায়েনের গভর্ণর নিযুক্ত হন এবং ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাত অবধি এ

পদে বহাল থাকেন। এর ৪০ দিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন' *(ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ, হুযায়ফা ক্রমিক ১৬৫২; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/২৯)*। উপরন্তু আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ব্যতীত কোন ছাহাবীর কবর এভাবে নির্দিষ্ট নেই যে, সেটি অমুক ছাহাবীর কবর হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে। -*ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২১/১০১।*

৪. বর্তমানে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বেশ কিছু কবরকে বিভিন্ন নবীর কবর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর ব্যতীত সকল নবীর কবরের অবস্থান অজ্ঞাত। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর কবর ব্যতীত কোন নবীর কবরের অবস্থানের ব্যাপারে পৃথিবীর মানুষ একমত নয়' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৭/১১৬)*। শায়খ বিন বায বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর কবর ব্যতীত সকল নবীর কবরের অবস্থান অজ্ঞাত। ..তবে ইবরাহীম (আঃ)-এর কবর ফিলিস্তীনের মাগারাতে আছে বলে প্রসিদ্ধ রয়েছে। ...আর যে ব্যক্তি দাবী করবে যে, এটি অমুকের কবর, এটি অমুকের কবর, সে মিথ্যা বলবে। কেননা এর কোন সত্যতা এবং বিশুদ্ধতা নেই' *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১/১৬০)*। মূলতঃ কবর চিহ্নিত থাকলে লোকেরা তাঁদের কবরে পূজা শুরু করে দিত। সম্ভবতঃ একারণেই আল্লাহ তা'আলা নবীগণের কবর সমূহ অজ্ঞাত রেখেছেন। -*ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৮/১০৮।*

৫. আলক্বামা-র মৃত্যুকালীন প্রসিদ্ধ ঘটনাটির সত্যতা আছে কি?

উত্তর : প্রথমতঃ আলক্বামা নামটিই কপোলকল্পিত। আর এ মর্মে প্রসিদ্ধ ঘটনাটিও জাল। কথিত ঘটনাটি হ'ল- জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, এখানে একটি ক্রীতদাস আছে, যার মৃত্যু আসন্ন। তাকে কালেমা পড়তে বলা হ'লে সে বলল, আমি পড়তে সক্ষম হচ্ছি না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে কি জীবিত অবস্থায় কালেমা পড়েনি? তারা বলল, পড়েছে। তিনি বললেন, তাহ'লে তাকে কিসে কালেমা পড়তে বাধা দিচ্ছে? একথা বলে তিনি তার বাড়িতে চলে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, হে গোলাম! তুমি কালেমা পড়। সে বলল, আমি পড়তে পারছি না। তিনি বললেন, কেন? সে বলল, মায়ের প্রতি অবাধ্যতার কারণে। তিনি বললেন, তিনি কি বেঁচে আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, এটি তোমার ছেলে? তিনি বললেন,

হ্যাঁ। তখন তিনি মাকে বললেন, মনে কর এখানে আগুন জ্বালানো হ'ল। অতঃপর তোমাকে বলা হ'ল- তুমি যদি তোমার ছেলেকে ক্ষমা না কর, তাহ'লে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তুমি কি করবে? মা বললেন, তাহ'লে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি আল্লাহকে এবং আমাদেরকে সাক্ষী রেখে বল যে, তুমি তার প্রতি খুশী। সে বলল, আমি ছেলের প্রতি খুশী। তিনি বললেন, হে যুবক! তুমি এবার কালেমা পাঠ কর। সে কালেমা পাঠ করল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন' *(আহমাদ হা/১৯৪৩০; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৯২; আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩১৮৩)*। *-জানুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/১৪৭।*

৬. ক্বাছীদায়ে বুরদাহ্র রচনাকারী কবি শারফুদ্দীন বুছীরীকে স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ) নিজের ইয়ামনী চাদর জড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি পক্ষাঘাত থেকে মুক্তি লাভ করেন। এঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এ ঘটনার কোন সত্যতা নেই। তাছাড়া উক্ত ক্বাছীদায় বহু শিরকী কথা থাকায় ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, শাওকানী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী, মুহাম্মাদ বিন ছালেহ উছায়মীন, ছালেহ বিন ফাওযান প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম তার ব্যাপক সমালোচনা করেছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৮৮-৮৯ পৃ.)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ০৯/৪০৯।*

৭. 'ছা'লাবাহ' নামে জনৈক আনছার ইয়াতীম ছাহাবী জনৈক নারীকে বস্ত্রহীন ও গোসলরত অবস্থায় দেখে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মৃত্যুবরণ করেন'। এ ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তরঃ ঘটনাটি মওযূ' বা জাল *(আল-মুগনী ফিয-যু'আফা ১/২৮৫)*। ইবনুল জওযী বলেন, বর্ণনাটি জাল। এর সনদে একদল দুর্বল রাবী রয়েছে *(আল-মাওযূ'আত ৩/১২১)*। ইবনু হাজার বলেন, এটি স্রেফ গল্প মাত্র *(আল-ইছাবাহ ১/৪০৫)*। অতএব এসব ঘটনা বিশ্বাস করা বা প্রচার করা নিষিদ্ধ। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৭/৪১৭।*

৮. ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-কে দেখে ফেরেশতারা কেন লজ্জিত হ'তেন?

উত্তর : ওছমান (রাঃ) উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং অতি লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতের

প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ার্দ্র ব্যক্তি হ’ল আবুবকর, আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর হ’ল ওমর এবং সর্বাধিক ও যথার্থ লজ্জাশীল হ’ল ওছমান এবং সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী হ’ল আলী’ *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৪; তিরমিযী হা/৩৭৯০; মিশকাত হা/৬১১১; ছহীহাহ হা/১২২৪)*। তিনি বাড়ীতে থাকা অবস্থাতেও সব সময় তার দরজা বন্ধ থাকত এবং গোসলের পানি গায়ে ঢালার সময়ও তিনি কাপড় খুলতেন না *(আহমাদ হা/৫৪৩, সনদ হাসান)*। তাঁর এই অধিক লজ্জাশীলতার কারণে রাসূল (ছাঃ) নিজে তাঁর ব্যাপারে লজ্জা করতেন এবং ফেরেশতাগণও যে তাঁকে লজ্জা করতেন সে ব্যাপারে খবর দিয়েছেন। যেমন আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন তার ঘরে উরু অথবা পা খোলা অবস্থায় শোয়া ছিলেন। সেসময় আবুবকর (রাঃ) অতঃপর ওমর (রাঃ) এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন এবং ঐ অবস্থাতেই কথাবার্তা বললেন। কিন্তু ওছমান (রাঃ) অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন ও কথাবার্তা বলেন। পরে আয়েশা (রাঃ) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘আমি কি সেই ব্যক্তিকে লজ্জা করব না, ফেরেশতারা যাকে লজ্জা করে থাকে?’ *(মুসলিম হা/২৪০১; মিশকাত হা/৬০৬০)*। *-জুন’১৬, প্রশ্নোত্তর ২/৩২২।*

৯. বলা হয়ে থাকে যে, ফাতেমা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর পরই আবু যার গিফারী (রাঃ)-তাঁর কবরের পাশে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিলেন এবং কবর থেকে প্রশ্ন সমূহের উত্তর দেওয়া হয়েছিল। কথাটা কি সত্য?

উত্তর : এগুলো শী‘আদের তৈরী কল্পকাহিনী মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৬ মাস পর তিনি মারা যান। তাঁর জানাযা পড়িয়েছিলেন তাঁর স্বামী হযরত আলী (রাঃ) *(বুখারী হা/৪২৪০; মুসলিম হা/১৭৫৯)*। রাত্রি বেলায় বাক্বীউল গারক্বাদে তাকে দাফন করা হয় *(হাকেম হা/৪৭৬৪)*। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই তুমি শুনাতে পারো না কোন মৃত ব্যক্তিকে’ *(নমল ২৭/৮০)*। আর ‘তুমি শুনাতে পারো না কোন কবরবাসীকে’ *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। *-এপ্রিল’১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৩/২৭৩।*

১০. জাওনিয়ার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি কেন তাকে তালাক দিয়েছিলেন?

উত্তর : জাওনিয়ার (الجونية) সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছটিই যথেষ্ট। যেখানে তিনি বলেন, জাওনের কন্যাকে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট (একটি ঘরে) পাঠানো হ'ল। আর তিনি তার নিকটবর্তী হ'লেন, তখন সে বলল, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তো মহান সত্তার কাছে পানাহ চেয়েছ। অতএব তুমি তোমার পরিবারের সাথে মিলিত হও' *(বুখারী হা/৫২৫৪)*। অতএব জাওনিয়া বিবাহের পর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বসবাসে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাকে তালাক প্রদান করেন *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ফাৎহুল বারী, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা)*। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২০/৬০।*

১১. শোনা যায় যে, দাঊদ (আঃ) যখন যবূর তেলাওয়াত করতেন, তখন মাছ তাঁর তেলাওয়াত শ্রবণের জন্য সমুদ্রের কিনারায় চলে আসত। এ কথার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : 'মাছ সমুদ্রের কিনারায় চলে আসত'- একথা সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে জিন, মানুষ, পাখি, চতুষ্পদ জন্তু সমূহ দাউদ (আঃ)-এর তেলাওয়াত শুনার জন্য একত্রিত হ'ত বলে সূত্রবিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে *(কাশফুল বায়ান ৩/৪১৬; তাফসীরুল কাবীর ২৬/৩৭৬)*। যা গ্রহণযোগ্য নয়। ছহীহ হাদীছ থেকে কেবল এটুকুই প্রমাণিত যে, দাউদ (আঃ)-কে সুন্দর কণ্ঠ দান করা হয়েছিল *(বুখারী হা/৫০৪৮; মুসলিম হা/৭৯৩; মিশকাত হা/৬১৯৪)*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ২২/১৮২।*

১২. আবু সুফিয়ানকে কি ছাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়? তার নামের সাথে 'রাযিয়াল্লাহ 'আনহু' বলা যাবে কি?

উত্তর : আবু সুফিয়ান (রাঃ) একজন বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ইসলাম কবুল করেন এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ৩১ হিজরীতে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেন। ওছমান (রাঃ) তাঁর জানাযার ছালাত পড়ান এবং বাকী' গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। সেকারণ তাকে ছাহাবী গণ্য করা এবং নামের শেষে 'রাযিয়াল্লাহ 'আনহু' বলা যরূরী *(ইবনু হিশাম ২/৪০৩, মুসলিম হা/১৭৮০; ছহীহাহ হা/৩৩৪১; ইস্তী'আব ছাহাবী ক্রমিক ৩০০৫; দ্র: সীরাতুল রাসূল (ছাঃ) ২য় সংস্করণ, ৫৩০-৫৩২ পৃ.)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ১/২০১।*

১৩. ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া (রাঃ) হোসাইন (রাঃ)-কে হত্যার কারণে ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে কোন শাস্তি প্রদান করেছিলেন কি? না করে থাকলে কেন প্রদান করেননি?

উত্তর : ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ইয়াযীদের সেনাবাহিনী এমনকি ইয়াযীদ নিজেও এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে রাযী ছিলেন না। ...ধারণা করা যায় যে, তিনি যদি তাকে হত্যা করার পূর্বে পেতেন, তাহ'লে ক্ষমা করে দিতেন। যেমনটি তার পিতা তাকে নছীহত করেছিলেন এবং তিনিও স্পষ্টভাবে সেকথা জানিয়েছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ। এজন্য তিনি ইবনু যিয়াদকে লা'নত করেছিলেন, গালি দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেননি বা শাস্তি দেননি' *(আল-বিদায়াহ ৮/২০২-০৩)*। তিনি বলেন, মৃত্যুকালে ইয়াযীদের শেষ কথা ছিল, 'হে আল্লাহ! আমাকে পাকড়াও করো না ঐ বিষয়ে যা আমি চাইনি এবং আমি প্রতিরোধও করিনি এবং আপনি আমার ও ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের মধ্যে ফায়ছালা করুন' *(আল-বিদায়াহ ৮/২৩৯ পৃ.)*। এক্ষণে সম্ভবতঃ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তিনি গভর্নর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৮/৯৮।*

১৪. বুখারী হা/৩১-এ বর্ণিত হয়েছে, আহনাফ বিন ক্বায়েস (রাঃ) ছিফফীনের যুদ্ধে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আবু বাকরাহ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি তার যাত্রার কারণ শুনে বললেন, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর মুখোমুখি হয়, তখন তাদের হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী হয়। এক্ষণে উক্ত হাদীছের প্রেক্ষিতে উষ্ট্রের যুদ্ধে ও ছিফফীন যুদ্ধে যোগদানকারী ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কি ধারণা রাখতে হবে?

উত্তর : এ বিষয়ে চুপ থাকতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন আমার ছাহাবীদের কথা আসে, তখন তোমরা চুপ থাকো। যখন তারকা সমূহের কথা আসে এবং তাক্বদীরের কথা আসে, তখন তোমরা চুপ থাকো' *(ত্বাবারাণী হা/১৪২৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪)*। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ مِنْهَا يَدَيَّ، فَمَا لِيْ

أُخَضِّبُ لِسَانِيْ مِنْهَا 'সেটি ছিল রক্তাক্ত ইতিহাস। আল্লাহ তা থেকে আমার হাতকে মুক্ত রেখেছেন। তাহ'লে এ বিষয়ে কথা বলে খামাখা কেন আমি আমার জিহ্বাকে রঞ্জিত করব? *(ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৬/২৫৪)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। যার হাতে আমার জীবন, সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তথাপিও সে তাদের কোন একজনের এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ দানের সমপরিমাণও পৌঁছতে পারবে না' *(বুখারী হা/৩৬৭৩; মুসলিম হা/২৫৪০; মিশকাত হা/৫৯৯৮)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হ'ল, তারা ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে তাদের হৃদয় ও জিহ্বাকে সংযত রাখেন। তাদের ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণকারী ও গালিদানকারী রাফেযীদের পথ থেকে দূরে থাকেন এবং তাদের মাঝে মতভেদগত বিষয়ে চুপ থাকেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/১৫৪-৫৫)*।

এক্ষণে 'হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামী' কথাটি সম্পর্কে মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, এটি হ'ল ধমকিমূলক হাদীছ (من باب الوعيد)। যেমন বলা হয়েছে, 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী *(বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪)*। এর দ্বারা ধমকি বুঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারা সে প্রকৃত কাফের হয় না। যেরূপ খারেজী চরমপন্থীরা বলে থাকে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা মতে কেবল নবীগণ নিষ্পাপ, অন্যেরা নন। তাছাড়া এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, ছাহাবীগণ পরস্পরে ইছলাহের জন্য বের হয়েছিলেন, পরস্পরকে হত্যার জন্য নয়। অতএব উপরোক্ত ধমকি ছাহাবীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাঁদের অন্তরের খবর রাখতেন। আর তিনি তাদের উপর রাযী হয়েছেন এবং তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন *(তওবা ৯/১০০)*। অতএব ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে তাঁদের বিষয়ে কোন মন্তব্য করা অন্যায় কাজ হবে। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪০/২৮০।*

Contents

১৫. খেলাফতের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় আবুবকর (রাঃ) কর্তৃক জনৈকা বৃদ্ধার পরিচর্যার ঘটনাটি কি সত্য?

উত্তর : ঘটনাটি প্রসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। এ মর্মে একাধিক ঘটনা বর্ণিত হ'লেও এর কোনটি ভিত্তিহীন, কোনটির সনদ অত্যন্ত যঈফ। যেমন ইবনু আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে আবু ছালেহ গেফারীর বর্ণনাসূত্রে এ ঘটনাটি সংকলন করেছেন *(তারীখ ইবনু আসাকির ৩০/৩২২)*। অথচ তিনি আবুবকর বা ওমর (রাঃ) এমনকি আলী (রাঃ)-এর যুগও পাননি *(তাহযীবুত তাহযীব ৪/৫৯)*। আরেক বর্ণনাকারী হাজ্জাজ বিন শাদ্দাদ অপরিচিত। ইবনু ক্বাত্ত্বান বলেন, হাজ্জাজ-এর অবস্থা জানা যায় না *(তাহযীবুত তাহযীব ২/২০২)*। অপর বর্ণনাকারী রিশদীন বিন সা'দ অত্যন্ত যঈফ। ইমাম নাসাঈ, আহমাদ, ইবনু সা'দ, আবু হাতেম, আবু যুর'আ প্রমুখ তাকে যঈফ বলেছেন *(তাহযীবুত তাহযীব ৩/২৪০-২৪১)*। এছাড়া ইবনু সা'দ স্বীয় ত্বাবাক্বাতে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটি নিতান্তই যঈফ *(ত্বাবাক্বাতে কুবরা ৩/১৩৮, ৩০/৩২৪; তাহযীবুত তাহযীব ৩/৩২৩-৩২৬)*। অতএব আবুবকর (রাঃ) থেকে এরূপ ঘটনার সত্যতা নেই। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ৫/২০৫।*

১৬. রাসূল (ছাঃ) কি কখনো আযান দিয়েছেন? না দিলে তার কারণ কি?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর আযান দেওয়ার ব্যাপারে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। একবার সফরে তিনি আযান দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী হা/৪১১; আহমাদ হা/১৭৬০৯; যঈফাহ হা/৬৪৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) এমনকি খুলাফায়ে রাশেদীন আযান না দেওয়ার বহু কারণ রয়েছে। যেমন (১) রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম যিম্মাদার আর মুওয়াযযিন আমানতদার *(আবুদাঊদ হা/৫১৭; তিরমিযী হা/২০৭; মিশকাত হা/৬৬৩)*। তাই রাসূল (ছাঃ) নিয়মিতভাবে আমানত আদায়ে সক্ষম এরূপ ব্যক্তির নিকটে আযান দেওয়ার আমানত অর্পণ করেছিলেন। (২) আযানের মূল উদ্দেশ্য লোকদের কাছে ছালাতের আহ্বান পৌঁছানো। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বড় বড় ছাহাবীদের বাদ দিয়ে এমনকি যিনি আযানের শব্দগুলো স্বপ্নে দেখেছিলেন তাকে বাদ দিয়ে কণ্ঠস্বর উঁচু হওয়ায় বেলাল (রাঃ)-কে আযানের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৭০৬; মিশকাত হা/৬৫০, সনদ ছহীহ)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৩/২১৩।*

১৭. জনৈক বক্তা বলেন, রাসূল (ছাঃ) তিন যবীহের সন্তান অর্থাৎ আদম, ইবরাহীম এবং নিজ পিতা। এর সত্যতা আছে কি?

উত্তর : তিন যবীহ নয়, বরং দুই যবীহ : ইসমাঈল ও আব্দুল্লাহ। তবে উক্ত মর্মে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই (এ সম্পর্কে যাহাবী বলেন, 'এর সনদ বাজে' إسناده واه; *হাকেম হা/৪০৩৬;* আলবানী বলেন, 'এর কোন ভিত্তি নেই' لا أصل له; *যঈফাহ হা/৩৩১, ১৬৭৭)*। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ৩৫/১১৫।*

১৮. রাবে'আ বাছরী সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : তার নাম উম্মে খায়ের রাবে'আ বিনতে ইসমাঈল আল-'আদাবী। তিনি আনুমানিক ১০০ হি. মোতাবেক ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বছরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতা-মাতা মারা যাওয়ায় তাকে দাসত্বের জীবন বরণ করতে হয়। তিনি সংসার বিরাগী ইবাদতগুযার মহিলা ছিলেন। তার সাথে সুফিয়ান ছাওরী, শো'বা ও হাসান বছরীর মত প্রখ্যাত তাবেঈদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কথিত আছে যে, তিনি সারা রাত নফল ছালাত আদায় করে কাটিয়ে দিতেন। তবে তাঁর প্রতি ছূফীবাদের যে সম্পর্ক করা হয়, তা পরবর্তীতে সুবিধাবাদী ছূফীবাদীদের অপপ্রচার মাত্র। তিনি ১৮৫ হি. মোতাবেক ৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তবে আবুদাঊদ সিজিস্তানী তাকে অগ্নিপূজক বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, হয়ত তার ব্যাপারে তার নিকট এমন সংবাদ পৌঁছেছিল, যার কারণে এমন মন্তব্য করেছিলেন। তবে তিনি ছিয়াম পালন ও রাতে নফল ছালাত আদায় করতেন। হাফেয যাহাবী সিজিস্তানীর মন্তব্যের প্রতিবাদ করে তার ব্যাপারে এটা বাড়াবাড়ি এবং অজ্ঞতা বলে আখ্যায়িত করেছেন *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/২৪১-২৪৩; তারীখুল ইসলাম ১১/১১৭-১১৮; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ১০/১৮৬; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ৪/২৭-৩২)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৩/২২৩।*

১৯. 'আখেরী চাহার সাম্বাহ' কাকে বলে। শরী'আতে এরূপ কোন দিবসের অনুমোদন আছে কি?

উত্তর : 'আখেরী চাহার সাম্বাহ' কথাটি ফার্সী। এর অর্থ ছফর মাসের শেষ বুধবার। ইরান, ইরাক, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এটি দিবস হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। এর ভিত্তি হ'ল- মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে বুধবার রাসূল

(ছাঃ)-এর দেহের উত্তাপ ও মাথাব্যথা খুব বৃদ্ধি পায়। তাতে তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়তে থাকেন। অতঃপর তাঁর মাথার উপরে পানি ঢালা হ'লে তিনি একটু হালকা বোধ করেন ও মসজিদে গিয়ে যোহরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন' *(বুখারী হা/৪৪৪২; ইবনু হিশাম ২/৬৪৯)*। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত দিবস পালন করা হয় এবং সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়। অথচ এটি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী প্রথা। ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় এরূপ প্রথার কোন অস্তিত্ব ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে, যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৭/২২৭।*

২০. হাফেয জালালুদ্দীন সৈয়ূতী (রহঃ) সম্পর্কে জানতে চাই। তাঁর লেখনী সমূহ কি যঈফ ও জাল হাদীছ মুক্ত?

উত্তর : তাঁর পুরো নাম আব্দুর রহমান বিন কামাল আবূবকর বিন মুহাম্মাদ আল-খুযাইরী আল-আসয়ূত্বী। তবে তিনি জালালুদ্দীন সৈয়ূতী নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ৮৪৯ হিজরীতে মিসরের আসয়ূত্ব নগরীর ইলম ও আমলে প্রসিদ্ধ এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯১১ হিজরীতে মারা যান। পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। আট বছরের কম বয়সেই তিনি কুরআন হেফয সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন উস্তাযের কাছে ইলমী বিষয় সমূহে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। তিনি মিসরের কামাল ইবনুল হুমাম হানাফী, জালালুদ্দীন মাহাল্লী শাফেঈ সহ বহু বিদ্বানের নিকট দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শাসক শ্রেণী এবং তাদের প্রদত্ত উপঢৌকন থেকে সর্বদা নিজেকে দূরে রাখতেন। তিনি ফিক্বহী বিষয়ে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং আক্বীদার ক্ষেত্রে আশ'আরী ছিলেন। তাফসীর ও হাদীছ সহ বিভিন্ন বিষয়ে ছোট-বড় প্রায় ৬০০ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার মধ্যে 'তাফসীর জালালাইন' ও 'আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ *(যিরিকলী, আল-আ'লাম ৩/৩০১)*। 'তাফসীর জালালাইন'-এর প্রথমাংশ সূরা ফাতেহা সহ সূরা কাহফ থেকে নাস পর্যন্ত জালালুদ্দীন মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি.) কর্তৃক ৬ মাসে রচিত হয়। অতঃপর মাহাল্লীর মৃত্যুর ৬ বছর পরে জালালুদ্দীন সুয়ূতী মাত্র ২২ বছর বয়সে ৮৭০ হিজরীর ১লা রামাযান বুধবার থেকে ১০ই শাওয়াল রবিবার পর্যন্ত ৪০ দিন বা তার কম সময়ের মধ্যে সূরা বাক্বারাহ্র শুরু থেকে বনু ইস্রাঈলের শেষ পর্যন্ত রচনা করেন। যার

পরিমার্জন শেষ হয় ৮৭১ হিজরীর ৬ই ছফর বুধবার। তাফসীরটি উপমহাদেশের মাদরাসা সমূহে বহুল পাঠ্য হিসাবে গণ্য। তাঁর গ্রন্থসমূহে কিছু আক্বীদাগত বিভ্রান্তি আছে এবং অনেক যঈফ ও জাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি বর্জনীয়। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৯/২৬৯।*

২১. ওযায়ের সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : ওযায়ের একজন আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নবী ছিলেন কি-না তা জানা যায় না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি জানি না ওযায়ের নবী ছিলেন কি না' *(আবুদাঊদ হা/৪৬৭৪)*। ইহূদীরা ওযায়ের-কে 'আল্লাহ্র পুত্র' (ابن الله) বলে থাকে *(তওবা ৯/৩০)*। তাই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ ইহূদীদের ডেকে বলবেন, তোমরা কার ইবাদত করতে? জওয়াবে তারা বলবে, আল্লাহ্র পুত্র ওযায়েরের। তখন বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। কারণ আল্লাহ কাউকে সাথী বা সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি *(বুখারী হা/৪৫৮১; মুসলিম হা/৪৭২)*। আল্লাহ তা'আলা ওযায়ের সম্পর্কে বলেন, তুমি কি শোননি ঐ ব্যক্তির কথা, যে এমন একটি জনপদ দিয়ে অতিক্রম করছিল, যার ঘরবাড়ির ছাদ সমূহ ভিতের উপর মুখ থুবড়ে পড়েছিল। লোকটি বলল, আল্লাহ কিভাবে তুমি এই জনপদকে মৃত্যুর পরে জীবিত করবে? তখন আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে একশ' বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন। অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন কাটালে? সে বলল, একদিন বা তার কিছু কম সময়। তিনি বললেন, বরং তুমি একশ' বছর অতিবাহিত করেছ। এবার তাকিয়ে দেখ তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে, সেগুলো বিনষ্ট হয়নি এবং দেখ তোমার গাধাটির দিকে। আর যেহেতু আমরা তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন করতে চাই, তাই আরও দেখ হাড্ডিগুলির দিকে, কিভাবে আমরা ওগুলিকে জীবন্ত করে পরস্পরে জুড়ে দেই। অতঃপর সেগুলিতে গোশতের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন সবকিছু তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বলল, আমি জানি, আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী *(বাক্বারাহ ২/২৫৯)*। ইবনু কাছীর বলেন, প্রসিদ্ধ মতে, উক্ত ব্যক্তি ছিলেন 'ওযায়ের' (عزير)। যিনি বনু ইস্রাঈলের একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন *(কুরতুবী)*। আর ঐ জনপদটি ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস। বাবেল সম্রাট বুখতানাছর যা ধ্বংস করেছিল। *-এপ্রিল'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৭/২৭৭।*

২২. হযরত আলী (রাঃ)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ঘটনা জানতে চাই।

উত্তর : নাহরাওয়ানের যুদ্ধে পরাজিত খারেজী শক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। খারেজী নেতা আব্দুর রহমান ইবনু মুলজাম, হাজ্জাজ ও আমর ইবনু বকর মক্কায় মিলিত হয়ে যুদ্ধে নিহত খারেজীদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে বলে যে, আমরা বেঁচে থেকে কি করব? যদি না আমরা ভ্রষ্ট নেতা আলীকে হত্যা করতে পারি ও লোকদেরকে তাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে পারি! উল্লেখ্য যে, এদের তিনজনকে আলী (রাঃ) নাহরাওয়ানের যুদ্ধে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। অতঃপর তারা তিনজন আলী, মু'আবিয়া ও আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-কে হত্যা করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল। তারা হত্যা করার দিন ধার্য করল ৪০ হিজরীর ১৭ই রামাযান। ইবনু মুলজাম কূফার শাবীব বিন বাজরাহ আশজাঈকে বলল, হে শাবীব! তুমি কি দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদা চাও? তাহ'লে আলীকে হত্যা করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর'। সে বলল, তোমার ধ্বংস হৌক! কিভাবে তুমি এ কাজে সক্ষম হবে? সে বলল, তার কোন পাহারাদার নেই। তিনি একাকী ছালাতে বের হন। আমরা তার জন্য মসজিদে লুকিয়ে থাকব। অতঃপর যখন তিনি ছালাতে বের হবেন, আমরা তাঁকে হত্যা করব। যদি আমরা বেঁচে যাই তো ভালো, নইলে দুনিয়াতে আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভ হবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'অন্যথায় শাহাদাত লাভ হবে'। সে বলল, ইসলামে তাঁর অগ্রগামিতা ও উচ্চ মর্যাদার কারণে তাঁকে হত্যা করতে আমার মন সায় দিচ্ছে না'। উত্তরে ইবনু মুলজাম বলল, তিনি কি নাহরাওয়ানের যুদ্ধে সৎ লোকদের হত্যা করেননি? তাদের রক্তের বদলায় আমি তাকে হত্যা করব। অতঃপর সে পূর্বপরিকল্পনা মতে মসজিদে আত্মগোপন করল এবং দরজার পাশে ওঁৎ পেতে রইল। ফজরের আযান হ'লে আলী (রাঃ) বাড়ী থেকে বেরিয়ে লোকদের 'আছ-ছালাত' 'আছ-ছালাত' বলে আহ্বান জানাতে থাকেন। এমতাবস্থায় শাবীব তরবারী নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি দরজার নিকট পড়ে গেলে ইবনু মুলজাম তাঁর কানের উপরিভাগে মাথার শিংয়ের নিকট তরবারীর আঘাত করে বলতে লাগল, لاَ حُكْمَ إِلاَّ لله لَيْسَ لَكَ يَا عَلِيُّ وَلاَ لِأَصْحَابِكَ 'হে আলী! আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই। না তোমার জন্য না তোমার সাথীদের জন্য'। তখন সে পাঠ

করছিল- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ 'লোকদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে' *(বাক্বারাহ ২/২০৭)*। তখন আলী (রাঃ) বলে ওঠেন, فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 'কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি'...। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাঁর ব্যাপারে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, 'তোমাদেরকে কি আমি সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগা দু'ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না? তাদের একজন হ'ল উটকে হত্যাকারী কওমে ছামূদের উহাইমির। আর অপরজন হ'ল তোমাকে তোমার এ স্থানে (মাথার শিংয়ের নিকট) আঘাতকারী ব্যক্তি। হে আলী! এমনকি রক্তে তোমার দাড়ি ভিজে যাবে' *(আহমাদ হা/১৮৩৪৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৪৩)*।

আলী (রাঃ)-কে যখমী অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে আসা হ'ল। ইবনু মুলজামকে গ্রেফতার করে আলী (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হ'ল। তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র দুশমন! আমি কি তোমাকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধের দিন ক্ষমা করিনি? সে বলল, হ্যাঁ। তাহ'লে তোমাকে এ কাজে কে প্ররোচিত করল? সে বলল, আমি ৪০ দিন যাবৎ এ তারবারীতে ধার দিয়েছি আর আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছি যেন এর দ্বারা তাঁর নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে হত্যা করতে পারি' (شَرُّ خَلْقِ اللهِ)।

অতঃপর তিনদিন জীবিত থাকার পর ৪০ হিজরী ২১শে রামাযান ক্বদরের রাতে ৬৩ বছর বয়সে আলী (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন *(তারীখে ইবনু খালদূন ২/৬৪৫-২৪৬; আল-ইস্তি'আব ৩/১১২৩-২৬; আল-বিদায়াহ ৭/৩২৫-৩২৯; ইবনু সা'দ, ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৩/২৫-২৭)*। উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, আলী (রাঃ)-কে হত্যার জন্য খারেজীদের চরমপন্থী আক্বীদাই ছিল মূলতঃ দায়ী। অতএব ইসলামের নামে চরমপন্থী আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য আক্বীদার পরিবর্তন সর্বাগ্রে যরূরী। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৩১৮।*

হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাহকীক

১. বেলাল (রাঃ) আযান দেওয়ার সময় 'শীন'-কে 'সীন' উচ্চারণ করায় কারু আপত্তির জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إن سين بلال عند الله شــــين 'বেলালের সীন উচ্চারণই আল্লাহর নিকটে শীন। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

উত্তর : এটি মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত কথা মাত্র। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ঘটনাটির কোন ভিত্তি নেই *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/১০২)*। 'আজলূনীও তাই বলেছেন *(কাশফুল খাফা 'আম্মাশতাহারা মিনাল আহাদীছ ফী আলসিনাতিন নাস হা/১৫২০)*। এছাড়া মোল্লা আলী ক্বারী, 'আমেরী, মুহাম্মাদ তারাবলেসী, আলী হারাবী, সাখাবী সহ বহু মুহাদ্দিছ তাদের মওযূ'আত তথা জাল হাদীছের সংকলন গ্রন্থসমূহে বর্ণনাটি সংকলন করেছেন। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১১/৫১।*

২. জনৈক ব্যক্তি বলেন, স্ত্রীকে খুশী করার জন্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়িতে কলপ করা যায়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬২৫; যঈফাহ হা/২৯৭২; যঈফুল জামে' হা/১৩৭৫)*। স্মর্তব্য যে, সাদা দাড়ি বা চুল রঙ্গিন করা যায়। তবে কালো রং করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শেষ যামানায় একশ্রেণীর লোক চুল-দাড়িতে কালো রং দিয়ে খেযাব লাগাবে। দেখতে কবুতরের বুকের মত সুন্দর লাগবে। কিন্তু তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবুদাঊদ হা/৪২১২; নাসাঈ হা/৫০৭৫; মিশকাত হা/৪৪৫২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৯৭)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৯/৪১৯।*

৩. বেদানা জান্নাত থেকে পরাগায়িত ফল। তা খেলে ৪০ দিনের জন্য হৃদয় আলোকিত থাকে এবং শয়তান নির্বাক হয়ে যায়, মর্মে বর্ণিত হাদীছ সমূহ কি ছহীহ?

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছসমূহ মওযূ' বা জাল, যার অধিকাংশ রাফেযী শী'আদের তৈরী মিথ্যা বর্ণনা মাত্র *(যঈফ আত-তারগীব হা/২২১০; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৩৯২-৯৩; সৈয়ূতী, আল-লাআলি আল-মাছনূ' ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ ২/১৭৭)*। *-আগস্ট'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩৮/৪৩৮।*

৪. ছহীহ বুখারীতে এসেছে 'যদি হাওয়া খেয়ানত না করতেন, তবে যুগে যুগে কোন নারী তার স্বামীর সাথে খেয়ানত করত না'। হাদীছটির ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এখানে নারীর ফিৎরাতের কথা বলেছেন, তার কর্মকে দায়ী করেননি। যেমন অন্য হাদীছে আদম তার আয়ুষ্কালকে অস্বীকার করেছিলেন বলে মানুষ অস্বীকার করে বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/৩০৭৬; মিশকাত হা/১১৮)*। এর অর্থ এটা নয় যে, বনু আদমের অস্বীকারের জন্য আদম (আঃ) দায়ী হবেন। কারণ একজনের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না *(আন'আম ৬/১৬৪ ও অন্যান্য)*। আল্লাহ নিজেও হাওয়াকে এককভাবে এ বিষয়ে দায়ী করেননি। বরং কুরআনে শয়তান 'আদম'কে এবং 'আদম ও হাওয়া' উভয়কে প্রতারিত করেছিল বলে বর্ণিত হয়েছে *(বাক্বারাহ ২/৩৬; ত্বোয়াহা ২০/১২০; আ'রাফ ৭/২০)*।

অতএব আলোচ্য হাদীছ সহ অন্যান্য হাদীছে 'হাওয়া আদমকে উৎসাহিত করেছিলেন' মর্মে যা কিছু বলা হয়েছে সবটারই উদ্দেশ্য হ'ল, নারীর স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করা। যাতে মুমিন নারী ও পুরুষ স্ব স্ব মন্দ প্রবণতাকে সংযত রাখে। *-ডিসেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ২৯/১০৯।*

৫. মাযহাব সাব্যস্ত করার জন্য মাযহাবপন্থী ভাইগণ একটি হাদীছ পেশ করে থাকেন। যেখানে বলা হয়েছে, 'তোমরা বড় জামা'আতের অনুসরণ কর'। অর্থাৎ চার মাযহাবের অনুসরণ কর। এ হাদীছের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রথমতঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫০, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৯৬; বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৭৪-এর টীকা 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ পৃ. ৩০)*। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বিরোধী, যেখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'যদি তুমি জনপদের অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। কারণ তারাতো শুধু কল্পনার অনুসরণ করে এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। তৃতীয়তঃ চার মাযহাব একটি দল নয়; বরং চারটি দল। হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর নিন্দিত যুগের পূর্বে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না *(শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩ '৪র্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের*

অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)। এর অনেক পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। প্রকৃত অর্থে ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আত ছিল বড় জামা'আত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে, আর একটিমাত্র দল জান্নাতে যাবে। সেটিই হ'ল বড় জামা'আত' *(আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭; মিশকাত হা/১৭২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫১)*। উক্ত বড় জামা'আতের অর্থ আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক-এর অনুসারী দলই জামা'আত। যদিও তুমি একাকী হও' *(ইবনু আসাকির, তারীখু দেমাশক্ব ১৩/৩২২ পৃ.; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা নং (৫)*।

অতএব হক-এর অনুসারী একজন ব্যক্তি হ'লেও তিনি বড় জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যায় অধিক হ'লেই সেটি বড় জামা'আত নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীগণই প্রকৃত অর্থে বড় জামা'আত। আর তারা হ'লেন ছাহাবায়ে কেরাম, সালাফে ছালেহীন ও তাদের যথাযথ অনুসারী সকল যুগের আহলেহাদীছগণ। সুতরাং যারা উক্ত নীতির অনুসারী হবেন, তারাই বড় জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবেন *ইনশাআল্লাহ*। *-ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৪০/২০০।*

৬. মানুষের নেক আমলের ক্ষেত্রে বলা হয়, যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। এটা কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? ছহীহ হ'লে সকল ফাঁসির আসামী কি জান্নাতবাসী হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর : এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সর্বশেষ কর্মের উপর সকল আমল নির্ভরশীল' *(বুখারী হা/৬৬০৭; মিশকাত হা/৮৩)*। আর ফাঁসির আসামী হ'লেই যে তিনি জান্নাতী হবেন তা বলার কোন সুযোগ নেই। বান্দার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর কৃত তওবা আল্লাহ কবুল করেন না। আল্লাহ বলেন, আর ঐসব লোকদের তওবা কবুল হবে না, যারা মন্দ কর্ম করতেই থাকে, যতক্ষণ না তাদের কারু মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং বলে, আমি এখন তওবা করছি *(নিসা ৪/১৮)*। তবে যদি কেউ সত্যিকারের মুসলিম হন এবং খাঁটি হৃদয়ে তওবা করেন এবং আল্লাহ তা কবুল করেন, তাহ'লে তিনি জান্নাতী হবেন ইনশাআল্লাহ। বনু ইস্রাঈলদের জনৈক ব্যক্তি একশ' ব্যক্তিকে হত্যা করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন *(বুখারী হা/৩৪৭০; মুসলিম হা/২৭৬৬; মিশকাত হা/২৩২৭)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২৯/২২৯।*

বিবিধ

১. জন্মগতভাবে হিজড়াদের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? তারা শরী'আত অনুযায়ী সকল বিধি-বিধান মেনে চললে কি তারা জান্নাতে যেতে পারবে?

উত্তর : জন্মগত হিজড়ারা যদি বিবেকসম্পন্ন হয়, তাহ'লে তাদের উপরে ইসলামের বিধি-বিধান অপরিহার্য। তা পালন করলে তারাও জান্নাতে যাবে ইনশাআল্লাহ। তাই সমাজের একজন সদস্য হিসাবে তাদেরকে ইসলামী জীবন যাপন করতে হবে। লজ্জাস্থান ও শারীরিক গঠন বিবেচনায় তাদের উপর নারী বা পুরুষের বিধান প্রযোজ্য হবে। আলী (রাঃ) এই বিবেচনাতেই তাদের জন্য সম্পদের অংশ নির্ধারণ করতেন *(ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর হা/১৭২, সনদ ছহীহ)*। স্মর্তব্য যে, জন্মগতভাবে হিজড়াদের সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিৎ নয়। বরং চিকিৎসার মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ নারী বা পুরুষে পরিণত করা যেতে পারে। *-নভেম্বর'১৫, প্রশ্নোত্তর ১৫/৫৫।*

২. জনশ্রুতি আছে যে, রাতে কারো কারো স্বপ্নের মধ্যে খাৎনা হয়ে যায়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

উত্তর : এরূপ হ'তে পারে। স্বপ্নে কারো পুরোপুরি খাৎনা হয়ে গেলে পরবর্তীতে আর খাৎনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যদি তা সম্পূর্ণরূপে না হয়ে থাকে, তাহ'লে পুনরায় সুন্দরভাবে খাৎনা করা উচিত। কারণ এটি সুন্নাত এবং এর মধ্যে রয়েছে শিশুর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্য অশেষ মঙ্গল।- *ফেব্রুয়ারী'১৬, প্রশ্নোত্তর ৩/১৬৩।*

৩. পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করে ১৫ বছর পূর্বে আমাদের ছেড়ে চলে যান। এর মধ্যে আমাদের কখনো খোঁজ নেননি বা কোন প্রকার খরচও বহন করেননি। বর্তমানে তার সন্ধান পাওয়া গেছে। এক্ষণে আমরা কি তাকে গ্রহণ করব, না বাড়ী থেকে বের করে দিব?

উত্তর : পিতাকে আশ্রয় দিতে হবে। পিতা-মাতা সর্বাবস্থায় সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার *(ইসরা ১৪/২৩-২৪)*। এমনকি তারা শিরক করার জন্য চাপ দিলেও তাদের আনুগত্য করা যাবে না, কিন্তু তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে

(লোক্বমান ৩১/১৪-১৫)। আর পিতা তাঁর দায়িত্বে অবহেলার কারণে গোনাহগার হবেন *(বুখারী হা/২৪০৯; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। *-মার্চ'১৬, প্রশ্নোত্তর ২১/২২১।*

৪. আমি আমার মায়ের একমাত্র সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর আমাকে নিয়েই মায়ের সব আশা। বর্তমানে আমি দাড়ি রেখেছি তাতে আমার মা ও আত্মীয়-স্বজন ভীষণ অসন্তুষ্ট। প্রতিনিয়ত আমাকে তা কাটার জন্য নির্দেশ দেন। এক্ষণে মায়ের নির্দেশে জিহাদে গমন থেকে দূরে থাকার ন্যায় আমার জন্য কোন সুযোগ আছে কি?

উত্তর : শরী'আত পালনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার বাধা মান্য করা যাবে না *(লোকমান ৩১/১৫; বুখারী হা/৭২৫৭; মুসলিম হা/১৮৪০; মিশকাত হা/৩৬৬৫)*। যে ছাহাবী জিহাদে না গিয়ে মায়ের খিদমত করেছিলেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশেই তা করেছিলেন *(বুখারী হা/৩০০৪; মিশকাত হা/৩৮১৭)*। কারণ জিহাদে গমন করা ও পিতা-মাতার খেদমত করা উভয়টিই নেকী হাছিলের মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) উক্ত ছাহাবীর ও তার মায়ের অবস্থা বিবেচনায় একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন মাত্র। সুতরাং এর সাথে দাড়ি রাখা না রাখার তুলনা করার কোন সুযোগ নেই। জিহাদে গেলে সন্তান নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাতে মা অবলম্বনহীন হ'তে পারেন। কিন্তু দাড়ি রাখলে সন্তান নিহত হবে না, মাও অবলম্বনহীন হবেন না। অতএব একটির উপর অন্যটি ক্বিয়াস করা যাবে না। *-মে'১৬, প্রশ্নোত্তর ১৯/২৯৯।*

৫. পালিত সন্তানের নিকটে আসল পিতা-মাতার পরিচয় গোপন রাখা জায়েয কি? পালিত সন্তান পালক না আসল পিতা-মাতার হক আদায় করবে?

উত্তর : পালিত সন্তানের নিকট আসল পিতা-মাতার পরিচয় গোপন করা শরী'আতসম্মত নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে অন্যকে পিতা-মাতা দাবী করে, তার জন্য জান্নাত হারাম' *(বুখারী হা/৪৩২৬; মুসলিম হা/৬৩; মিশকাত হা/৩৩১৪)*। পালক সন্তানকে উক্ত অন্যায় থেকে দূরে রাখার জন্য পরিচয় গোপন করা যাবে না। আর পালক সন্তান মূলতঃ আসল পিতা-মাতার হক আদায় করবে, সাথে সাথে লালন-পালনের কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সাধ্যমত পালক পিতা-মাতার প্রতিও কর্তব্য

Contents

পালন করবে। কেননা যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে না’ *(তিরমিযী হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৩০২৫)*। -*জুন’১৬, প্রশ্নোত্তর ২১/৩৪১।*

৬. হোমিও ঔষধ সেবনে শরী‘আতে কোন বাধা আছে কি?

উত্তর : হোমিও ঔষধ সেবনে শরী‘আতে কোন বাধা নেই। কেননা হোমিও সহ বিভিন্ন ঔষধে কেবল সংরক্ষণের জন্য সামান্য পরিমাণ পরিশোধিত এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়। যাতে মাদকতা আসে না এবং তা ছালাত ও যিকর হ’তে বিরতও রাখে না *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১/২৫৬-২৫৯, ১৭/৩১)*। -*অক্টোবর’১৫, প্রশ্নোত্তর ২৬/২৬।*

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ- وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ-
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-

Contents

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)।

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১. জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৪০/=। **৫.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**